শালফুল।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার

প্রণীত ও প্রকাশিত।

বাঁকুড়া "মুখার্জ্জী প্রেসে"

শ্রীরাজারাম ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ সন ১৩০৪।

'শালফুল' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

॥ উৎসর্গ ॥

পরলোকপ্রাপ্তা

শ্রীমতী শশিমুখী দাসী

সহধর্ম্মিণীর

সদাত্মার উদ্দেশ্যে

এই

শালফুল

উপন্যাস

উৎসর্গ

করিলাম

চন্দ্রকণা

অগ্রহায়ণ, সন ১৩০৪

ডিসেম্বর ১৮৯৭

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সরকার

কয়েকটী কথা

এই "শালফুল" উপন্যাসের কোন কোন অংশ মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মহাত্মা এচ্, এল্, হেরিসন সাহেবের লিখিত ১৮৭২-৭৩ খৃঃ অব্দের বার্ষিক রিপোর্টের স্থল বিশেষ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে এবং ইহার কিয়দংশ জনশ্রুতিমূলক ও অধিকাংশ ঔপন্যাসিক।

মহাত্মা হেরিসন সাহেবের লিখিত প্রাগুক্ত রিপোর্টের যে সকল অংশের ছায়া এই পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সকল অংশ পুস্তকের শেষভাগে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। মেদিনীপুরের অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডবলু, আর, ব্রাইট মহোদয় আমাকে ঐ সমূহ অংশ উদ্ধৃত করিবার অনুমতি প্রদান করায়, আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। বহুবিধ কারণে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ভারতবাসি জনগণের স্মরণীয় হইবে; একদিকে কংগ্রেস সভায় কতিপয় ভারত সন্তানের রাজনৈতিক কল্পনায় মধুর কল্লোল, রাজভক্ত ভারতবাসিগণের হীরকজুবিলি উৎসবে আনন্দোচ্ছ্বাস; অপরদিকে প্লেগ, প্লাবন, ভূকম্পন, দুর্ভিক্ষ, সীমান্তে সমরানল এবং সমস্ত ভারতব্যাপী রাজনৈতিক গগনের তমোময় ভীষণ চিত্র, ভারত ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত থাকিবে। সেই জুলাই মাসে যখন বোম্বাই প্রদেশের বিমল আকাশে হঠাৎ একখণ্ড কালো মেঘ সমুদ্ভূত হইয়া নিমেষকাল মধ্যে গভীর গর্জ্জনে সমস্ত ভারতাকাশ সমাচ্ছন্ন করিল; যখন ভারতের যাবতীয় কৃতীসন্তান ভয়াকুল চিত্তে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কে কবে বন্দীকৃত হইবে, কে কবে নির্ব্বাসিত হইবে, কবে কাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, কবে মুদ্রাযন্ত্র শাসন-আইন বিধিবদ্ধ হইয়া দেশীয় লেখকমণ্ডলীর লেখনী সঞ্চালন বন্ধ করিবে; যখন এই সকল দুশ্চিন্তার প্রবল স্রোতে ভারতের যাবতীয় নরনারী ভাসমান হইলেন; যে চিন্তার হস্ত হইতে ভারতবাসী আজও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই; সেই বিঘোর দুর্দ্দিনে ক্ষুদ্র গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র "শালফুল" উপন্যাস মুদ্রিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের গতি দেখিয়া ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালী গ্রন্থকার, অভিনব উপন্যাসের যে কয়েকস্থলে কথঞ্চিৎ রাজনৈতিক ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছিল এবং যে যে স্থলে সময়ানুরূপ কোমল ভাষা প্রয়োজিত হয় নাই, সে সকল অংশের ভাব ও ভাষা পরিবর্ত্তিত ও সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় সৌরভ বিহীন বনকুসুম "শালফুল" একটু বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য গ্রন্থকার অপরাধী।

গড়বেতা।
অগ্রহায়ণ, সন ১৩০৪
ডিসেম্বর, খৃঃ ১৮৯৭

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সরকার
গ্রন্থকার

লেখকের অন্যান্য বই □

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব
(সন্ন্যাসী থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত)

সম্পাদিত

আশিষঃ সন্তু (রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী)

বাঙলার গণসংগ্রামের পটভূমিকা

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৭-শে সেপ্টেম্বর একটি সন্ধির শর্তানুসারে নবাব মীরকাশিম ইংরেজ কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও থানা ইসলামাবাদ * ছেড়ে দেন এবং ১৫-ই অক্টোবর একটি সনন্দ প্রদান করলেন। এদেশে ইংরেজ কর্তৃত্ব বিস্তারের এই হলো প্রথম দলিল।[১] আরও কিছুকালপরে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অজুহাতে কোম্পানির শাসকগণ বাংলার জমিজমা গ্রাস করে জমিদারদের সঙ্গে উচ্চহারে নোতুন বন্দোবস্ত করলেন। সুদীর্ঘকালের সামন্ত-তান্ত্রিক ভোগব্যবস্থায় আঘাত পড়লো। রাজন্যবর্গের পোষিত পাইক বরকন্দাজ ও কর্মচারীদের ভোগদখলের জায়গীর জমির ক্ষেত্রেও সুরু হয় বাজেয়াপ্তকরণ বা নোতুন বিন্যাস ও খাজনাবৃদ্ধি। ফলে 'পদে পদে প্রজার অনিষ্ট' হয়েছে। কিন্তু প্রজাদের সহ্যেরও সীমা আছে। সীমা হারালেই বিদ্রোহের অনল জ্বলে উঠেছে।

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমপ্রান্তে জঙ্গল মহালে আরণ্য বাসিন্দারা সুখেই দিনযাপন করছিল। লালিত হচ্ছিল নিজস্ব সত্তায়, স্বাধীন চেতনার সঙ্গে। ইংরেজ এদেশ করতল করে যখন বনাঞ্চলের স্নিগ্ধতাকে হরণ করলো; তখন এদের অখণ্ড জীবনের অবকাশ, নিজস্ব সংস্কৃতির পতন আতঙ্কে এরা ভীতগ্রস্ত হয়। অরণ্যচারী এই ভূমিজ সম্প্রদায় চোয়াড়[২] বা চুয়াড় নামে অভিহিত হয়েছে। এরা স্বাধীনতার সঙ্গে জঙ্গল মহালের জমিতে বিনা খাজনায় বসবাস ও চাষ আবাদ করে জীবনধারণ করছিল। কিন্তু কোম্পানির শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় এদের ভোগদখলের জমি কেড়ে নেওয়া হলো। এসব জমির খাজনা ধার্য হওয়ায় নোতুন পত্তনি গড়ে ওঠে। উপায় না দেখে এই ভূমিজশ্রেণী কোম্পানির সঙ্গে সশস্ত্র বিরোধিতায়[৩] নামলো। এর ফল যা হবার তাই হলো।

ইংরেজ ও ভূমিজসম্প্রদায়ের অসমযুদ্ধে ভূমিজরা পরাস্ত হয়। কারণ, আধুনিক সমরাস্ত্র আর তীর ধনুক প্রভৃতি দেশীয় হাতিয়ারের তুল্যমূল্য হতে পারে না। তাই তাদের পতন স্বাভাবিক। তবে তাদের দীর্ঘসংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি। তারা অনেকখানি সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নিতে পেরেছিল।

আবার ১৮০৬ খৃীস্টাব্দে শ্বেতপ্রশাসন ঐ ভূমিজ শ্রেণীর সমগোত্রীয় নায়েকদের জায়গীর জমি বাজেয়াপ্ত করার ফলে মেদিনীপুর উত্তরাংশ বগড়ী অঞ্চলে নায়েক* বিদ্রোহ বা 'লায়েকালী হাঙ্গামা' সুরু হয়। এখানে বলার থাকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে আঘাত ও অধিকার করলেও এতদিন নায়েক অধ্যুষিত বগড়ী ছিল অনায়ত্ত। ১৮০৬ খৃীস্টাব্দে বগড়ীর ওপর ইংরেজের লোলুপদৃষ্টি ও মর্মান্তিক আঘাত সুরু হয়। অবশ্য প্রত্যাঘাতের পালাও সুরু হয় দ্রুতান্বিত। কিন্তু আঘাত ও প্রত্যাঘাতের অসমপালায় নায়েকদের বৈফল্য এলো। তবুও সংঘাত সমরের জের চলেছিল একটানা, প্রায় ১৮১৬ খীস্টাব্দ পর্যন্ত।

বিষয়ঃ ঐতিহাসিক

॥ ছত্র সিংহ ॥

বগড়ীর রাজা ছিলেন ছত্রসিংহ। তাঁর জমিদারী কেড়ে নিল ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি। তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। ফলত, নায়েক প্রজাদের দুর্দশার অন্ত রইলো না। তারা জীবনভূমি থেকে বিচ্যুত হলো। ছত্রসিংহের রাজ্য থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পেছনে গূঢ়তত্ত্ব আছে। তা হলো এই।

মোঘল শাসন প্রায় অপসৃত। গড়বেতার অধিপতি তখন যাদবচন্দ্র।[৪] ইংরেজ জাঁকিয়ে বসতে সবে শুরু করেছে। ইংরেজদের গ্রাসনীতিতে বগড়ীও পড়লো অতএব রাজার কাছে কর চাওয়া হলো। নির্বিবাদী যাদবচন্দ্র কর-প্রদানে আপত্তি জানালেন না। রাজা ইংরেজদের নির্দেশ মতোই বর্ধমান রাজার হাতে নির্ধারিত কর তুলে দিলেন।[৫] কথিত আছে রাজ্যের বার্ষিক

কর নির্ধারণের জন্য কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী প্রেরিত হয়েছিলেন নায়েক অঞ্চল বগড়ীতে। কিন্তু এঁদের দুই একজন যাদবচন্দ্রের শত্রুপক্ষীয় লোকের ষড়যন্ত্রে নিহত হলেন। ফলকথা, কোম্পানির সৈন্যসামন্ত রাজপ্রাসাদে হানা দেয়। যাদবচন্দ্র বন্দী হয়ে কলকাতায় আনীত হলেন চক্রান্তের দায়ে। অপমানে আহত রাজা আত্মঘাতী হলেন।[৬]

এরপর যাদবচন্দ্রের পুত্র ছত্রসিংহ দশশালা বন্দোবস্তের নিয়ম মেনে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হলেন। পিতার রাজ্যপাট ফিরে পেলেন বটে। কিন্তু রাখতে পারলেন না। ছত্রসিংহ সময় মতো কোম্পানির নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে না পারায় রাজ্যচ্যুত হলেন। শাসকগণ সমগ্র বগড়ী করপুটে রেখে মাত্র বার্ষিক ছ'হাজার টাকার আয়প্রদ কয়েকটি মৌজার জমিদারির স্বত্ব তাঁকে দিলেন।[৭] দেওয়া তো নয়, অনুকম্পা মাত্র। রাজা দেখলেন, সব হারানোর থেকে কিছুতো রইলো। এতেই তাঁর সন্তুষ্টি। কিন্তু এই অবমাননা প্রজাদের প্রাণে লাগে। মানবতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দয়া প্রদর্শন, তাদের আত্মাভিমানে লাগে। বোধ করি, জাত্যাভিমানেও। ফলে মুক্তিকাম অন্তরের সাহসিক পথ পরিক্রমা সুরু হয়। কারণের মধ্যে আরও আছে। বৃহৎ ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্যুত রাজার পক্ষে ইংরেজ অনুগ্রহ নিয়ে সীমায়িত ভূ-খণ্ডে সকল প্রজার জন্য সাধ্যায়িত সুখ বিতরণ সম্ভব নয়। তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। অতএব নায়েকদের বিদ্রোহী হওয়ার পিছনে অর্থনৈতিকতার কারণটিও দুর্লক্ষ্য নয়।[৮]

॥ অচলসিংহ ॥

ঘটনা বিদ্রোহ। সুরু হলোও তা। বিদ্রোহীদের পুরোভাগে দাঁড়ালেন বগড়ী রাজ্যের সেনাপতি অচলসিংহ। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিদ্রোহ-অগ্নি অরণ্যভূমি স্পর্শ করলো। নিবিড় শালবনের মধ্যে বিদ্রোহী বাহিনী আশ্রয় গ্রহণ করে "বগড়ীর কেন্দ্র হইতে প্রান্তস্থল পর্য্যন্ত ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করে এবং ইংরেজাধিকৃত বগড়ী পরগণার পার্শ্ববর্ত্তী যাবতীয় জনপদে আপতিত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্বজাতীয় নরনারীর সর্ব্বনাশ করিতে থাকে। নাএক

৬. তদেব।
৭. যোগেশচন্দ্র বসু, তদেব, পৃ ২১৮-২৪৯
৮ বাসাসংস্থাবিপ্র, পৃ ২১৫-২১৬।

গণের দারুণ অত্যাচারে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার সুবিস্তীর্ণ জনপদ কাঁপিয়া উঠে"।[৯] এখানে উল্লেখ্য, নায়েকরা আক্রমণের ব্যূহ রচনা করতো অভিনব কৌশলে ফলে কোম্পানির সৈন্যবাহিনী নাজেহাল হতে থাকলো প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই।

বিদ্রোহীদের দুর্বারগতি দেখে ইংরেজশাসকগণ ভয় পেলেন। গভর্ণর জেনারেল মিঃ ওকলি[১০] (Oakley) নামে এক দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে নায়েক বিদ্রোহ দমনে আদেশ দিলেন। গনগনির অরণ্যে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা সুরু হলো। গভীর অরণ্যে আড়ালকৌশলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত নায়েকদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে পেরে ওঠা ইংরেজ সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হলো না। তাই 'মারি অরি যে প্রকারে' সেনাপতি হিংস্র, উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। একদিন রাতে ইংরেজ সেনাপতি কামানের গোলাবর্ষণে শান্ত বনস্থলী বিধ্বস্ত করলেন। হঠাৎ একটানা গোলাবর্ষণে "অনেকে প্রাণ হারাইল। যাহারা বাঁচিয়া থাকিল তাহারা সে অনলের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া যে যেদিকে পারিল পলাইল। ইংরাজ সৈন্য সে রাত্রে নাএকদিগের সমস্ত আড্ডাগুলি ধ্বংস করিয়া দিলেন। পরদিন বৃক্ষশাখায়, বনান্তরালে ও নদী-পুলিনে অনুসন্ধানপূর্বক বহুসংখ্যক নাএক নরনারীকে হত, আহত ও বন্দী করা হইল। কিন্তু অচলসিংহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না"।[১১]

অচলসিংহের দ্রোহাত্মক মনোভাব। এক্ষেত্রে সে উদ্ধত, অবিনীত। তিনি নব উদ্যমে আবার সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। ক্রমান্বিত তাঁর প্রয়াস। আত্মসত্যোপলব্ধির প্রয়াসও কম নয়। আবার নব উদ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করলেন তিনি। মারাঠা, রাজপুত বহু সৈন্য তাঁর দলে যোগ দিল। এদের

অনেকেরই কাছে ইংরেজ শত্রু। কারণ, ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা মারাঠাদের কবল থেকে উড়িষ্যা অধিকার করার পর বহু মারাঠা ও রাজপুত যোদ্ধা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজছিল। তাই তারা প্রতিশোধের সুযোগ নিতে চেষ্টা করলো অচলসিংহের দলে ভিড় জমিয়ে। অচলসিংহের বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরেজাধিকৃত পল্লী-সমূহের ওপর আক্রমণ চালালো। অসহযোগী ধনীদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। অপরদিকে ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহী নায়ক অচলসিংহের সন্ধান করতে থাকে মরিয়া হয়ে। অথচ কোম্পানীর সামরিক বাহিনী নায়েকদের দমনার্থে ব্যর্থ হচ্ছিল এবং অচলসিংহের প্রবল প্রতাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠছিল; ঠিক তখনই এক কুট অভিসন্ধির[১২] দ্বারা হতভাগ্য রাজা "ছত্রসিংহ ইংরাজের হিতসাধন করিয়া প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার মানসে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক অচলসিংহকে ধৃত করিয়া ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ন্যাএক বীর অচলসিংহ তাঁহার মস্তকে যে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল"।[১৩]

অনুগ্রহ লাভের প্রতপ্ত আকাঙ্ক্ষায়, অতৃপ্তির দহন হতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য, স্বার্থের ফন্দি ফিকিরে, বিবেকনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে যে বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করলেন, তা অতুলনীয়। বাঁচার তাগিদে তাঁর জরুরী সূত্রটিতে কিন্তু ঈপ্সিত সাফল্য এলো না। ইনিও কারারুদ্ধ হলেন। তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। কারণ, ইংরেজরা তাঁকে বিশ্বাস করেনি। ইংরেজরা

ভেবেই নিয়েছিল যে, রাজা বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত। অথচ রাজা তাঁর স্বার্থের কথা ভেবেছেন। তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না; সে কথা ইংরেজদের বোঝাতে প্রায় দশবৎসর লেগেছে। যখন বোঝাতে পারলেন এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে[১৪] ছ'দফা শর্ত কবুল করে ফিরে এলেন তখন তাঁর প্রায় কিছুই রইলো না। বার্ষিক ছ'-হাজার টাকার বৃত্তিভোগী হলেন মাত্র।

অচলসিংহ ও তাঁর সহযোগীদের ফাঁসি* হলো। তবুও নায়েকদের বিদ্রোহ সেই মুহূর্তে থেমে গেল না। এর উত্তপ্ত প্রবাহ চলেছিল ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে বহুখণ্ড যুদ্ধ ঘটে গেছে। দু'পক্ষের বহু সৈন্য পরাস্ত হয়। এসময় নায়েকদের দুর্ধর্ষ ঘাঁটিগুলি ধ্বংস হয়। ১৯-জন বিদ্রোহী নেতা ও ২০০-জন বিদ্রোহী ধৃত হয়। তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ফলকথা নায়েকদের সংগ্রামী মানসের ব্যর্থতার শিলালেখটি রচিত হলো সেই নিষ্ঠুর পর্বান্তে। "যে দেশভাবনা ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক মহতী চেষ্টা নিয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সহায় সম্বলহীন একদল মানুষ লড়াইয়ে নেমে ছিলেন কিংবা বলা যেতে পারে, যে কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন সুরু করেছিলেন, তা বাস্তবপক্ষে, কোনোভাবে সংবর্ধিত ও রূপায়িত না হলেও বাঙলার বিদ্রোহী-মানসের বলিষ্ঠ দেশভাবনা আমাদের উপলব্ধিকে সঞ্জীবিত করে উজ্জীবিত করে"।[১৫]

কাহিনী বিন্যাস

'শালফুল' উপন্যাসটি পরিশিষ্টসহ ছোট ছোট ৩০ টি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। বনপথে ডাকাতের আক্রমণ দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। এরা অচলসিংহের অনুচর। অচলসিংহের লোককর্তৃক ধৃত মথুরানাথের কথোপকথনের মধ্যে অচলসিংহের তেজস্বী ও দেশপ্রেমিক চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মথুরানাথ শিক্ষিত বাঙালী। মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিস্থানীয়। তিনি অচলসিংহের

ভূমিকা সম্পর্কে সতর্ক করেন। দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিষেধের আঙ্গুলি উত্তোলন করে বলেন: "কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বোধহয় আপনাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। ভাবিয়াদেখুন, ভারতবাসী এক্ষণে শতশত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আপন স্বার্থসাধন জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে। ইহারমধ্যে এমন একটি স্বদেশপ্রেমিক সুদক্ষ নেতা নাই যিনি এই উচ্ছৃংখল ভারবাসীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া জাতীয় হিতসাধনে পরিচালিত করিতে পারেন। ভারতের এই শোচনীয় দুর্দিনে ইংরেজের ন্যায় শাসনকুশল বীরজাতি দ্বারা ভারত সংরক্ষিত না হইলে, ভারতবাসী হয় জাতীয় বিপ্লবে অথবা অন্যকোন পরাক্রান্ত জাতির উৎপীড়নে উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইবে।"

অচলসিংহ ভূমিজজাতীর নেতা। অরণ্য তাদের আশ্রয়। সেই আশ্রয়ভূমে বসেই ইংরেজের গ্রাসনীতির বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই তিনি নৈয়ায়িকের যুক্তি আমল দেননি। মথুরানাথকে অবশ্য স্বীকার করতেই হয় "আপনার জীবনের উদ্দেশ্য উচ্চ এবং আপনার হৃদয় বীররসে পূর্ণ।"

অচলসিংহের দুহিতা চামেলী এবং অচলসিংহ কর্তৃক পালিত এক রাজপুত বীরসিংহের প্রীতি-স্নিগ্ধ সম্পর্ক, প্রণয়কাহিনী উপন্যাসটির উপজীব্য। মেদিনীপুর নিবাসী মথুরানাথ তাঁর কন্যাকে বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি শ্বশুরালয় থেকে নিয়ে চলেছেন আপন আলয়ে। বনপথ। পথে একদল সশস্ত্র লোক তাদের ধরে আনে অচলসিংহের কাছে। অচলসিংহ তাদের ভরসা দিয়ে বলেন, "আমরা দস্যু নই। আমি নাএক অধীশ্বর। এই বন আমাদের রাজধানী, বনের নিকটস্থ সমস্ত জনপদ আমাদের রাজ্য, আমরা রাজার ন্যায় কার্য্য করি। আমরা বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করিনা।" মথুরানাথ তাদের অপরাধ ও আটক রাখার কারণ জানতে চাইলেন। অচলসিংহের অভিনব উত্তর: "তোমরা এই অরাজকতার সময় দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছ না, ইহাই তোমাদের অপরাধ।"

মথুরানাথের কন্যার নাম কমলা। অরণ্যের জেনানা মহলের বন্দিনী সে। একদিন অচলসিংহের কন্যা চামেলী দেখে ফেলে তাকে। আপন করে ডেকে নেয়। দুইনারীর কোমলানুভূতি উজ্জ্বলতর হয়। দুজনের জীবন-সমস্যাও বিচিত্র। একে অপরের কাছের হয়। বয়সে কিছু বড়ো কমলা। চামেলী তাকে দিদি বলেই ডাকলো। পরম আবেগে দিদিকে সাজিয়ে দিতে চায় সে। নিপুণ

হাতে সুগন্ধীতেল দিয়ে কবরী রচনা করলো। সালঙ্কারা করে দেবার বাসনা জানায় চামেলী। কিন্তু কমলা বিষন্ন হয়। এ তো সুখের সময় নয়। বন্দিনী জীবনে আকুতি, কামনা তার চিত্তকে উৎক্ষিপ্ত করেছে। একসময় চামেলীর কাছেও তা স্পষ্ট হয়। মুহূর্তের বেদনাকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তবুও শূন্যতা থেকেই যায়। চামেলীও তা বুঝলো। তাই চামেলী কমলার সঙ্গে সইপাতায়। বনকুসুম 'শালফুল' কমলার খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে বলে : "দিদি কমলে, তুমি আমার 'শালফুল' আজ থেকে তোমাকে শালফুল বলিয়া ডাকিব।" দুই সখির দিন কাটে মধুর আলাপন ও পরিহাসপ্রিয়তায়। একজন স্বামীসুখে সুখী আর অন্যজন প্রণয়অনুভব অনুরাগে রঞ্জিতা। ঘটনা অনেক। কাহিনীর মধ্যে রয়েছে বিচিত্র প্রবাহ। ঔপন্যাসিকের শিল্পিত টান। কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা বিষম সমস্যায় পড়েছে। আবার সমস্যা থেকে তাদের উত্তরণও ঘটেছে। পথিমধ্যে ইংরাজের চর মথুরানাথ ও তাঁর দুই রক্ষীকে বন্দী করে। ফলে স্বগ্রাম থেকে মুক্তিপন আনয়নের ক্ষেত্রে বাধা পড়ে। ইতিমধ্যে ইংরেজদের সঙ্গে নায়েক সৈন্যদের যুদ্ধ বাধে। এতেই নায়েকরা পরাজিত ও বনদুর্গ ধ্বংস হয়। অপরদিকে ঘটনা অন্যপথে বাঁক নেয়। ছত্রসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করে অচলসিংহকে ধরিয়ে দেন। তিনি বন্দী হলেন। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম। আবার নানাবিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে কমলার স্বামী শশিশেখর ও কমলা এবং চামেলী ও বীরসিংহ মিলিত হন। মেদিনীপুরের প্রাচীন কেল্লার মাঠে অচলসিংহ ও তাঁর সহযোগীদের ফাঁসির আয়োজন সমাপ্ত। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে প্রাণের দুহিতার সঙ্গে একবার দেখা করলেন। কণ্ঠে তাঁর সান্ত্বনার বাণীনির্মিত। "বীরেন্দ্রনন্দিনীর প্রতিভাশালীর নয়নে অশ্রু শোভা পায় না।" এর মধ্যে তাঁর শেষ ইচ্ছাটি প্রকাশ করলেন। বীরসিংহকে বিয়ে করার নির্দেশও দিলেন। আরো একটি কথা বলেছেন, অতিসংগোপনে। গনগনির বনে তাঁর আবাসকক্ষের ধারে কয়েকটি ফুলগাছের নীচে সুরঙ্গপথ আছে। তারই অভ্যন্তরে ছ'টি ধনরত্নের বাক্স আছে। একটিতে বীরসিংহের জীবনবৃত্তান্তও রয়েছে।

চামেলী মথুরানাথের সহযোগিতা নিয়ে পিতার রক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করে। এতেই সে জানতে পারে বীরসিংহ সদ্বংশজাত। রামার মা বীরসিংহের জননী। এরপর পিতার নির্দেশ মতোই কাজ হয়। চামেলী ও বীরসিংহের বিয়ে হলো। একদিকে কমলা ও শশিশেখরের মিলন ও অপরদিকে বীরসিংহও চামেলীর বন্ধন ; এই মধুর মিলনের আনন্দপ্লাবী ঘটনার মধ্যে উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে।

'শালফুল' ঐতিহাসিক উপন্যাসটি সম্পর্কে অনেকেরই বিশেষ ধারণা নেই। লেখক সম্পর্কেও কোন তথ্য নেই। অনুসন্ধান করে খুব বেশি জানা যায়নি। চন্দ্রকোনা অঞ্চলে তাঁর ভিটেমাটির হদিশ পাওয়া গেছে বটে। এবং তাঁর ভাই পূর্ণচন্দ্র সরকার 'দেওয়ানী আদালতেরপদাতিক কার্য্যাবিধি' ; নামে একটি গ্রন্থে ১৩০২ সালে প্রকাশ করেছিলেন। 'ঘাটালের কথা'-য় বলা হয়েছে : ঘাটাল মহকুমার "চন্দ্রকোনার অধিবাসী প্রবোধচন্দ্র সরকার শালফুল নামে একটি সুন্দর উপন্যাস রচনা করেন।...প্রবোধচন্দ্র সরকারের এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি এই অঞ্চলের সাহিত্য সাধনার এক উজ্জ্বলতম নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। সম্ভবত উপন্যাসটির প্রচার খুব বেশি না হওয়ায় ইহা অনেকের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে"।[১] লেখক সম্পর্কে সুকুমার মিত্র বলেছেন যে, ইনি একজন সরকারী কর্মচারি ছিলেন ; একথা তিনি বিধানসভার কমিউনিস্ট সদস্য সরোজ রায়ের কাছে শুনেছেন।[২] লেখক যে সরকারী কর্মচারী ছিলেন তা তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা থেকেও অনুমিত হতে পারে। একটু দৃষ্টান্ত। লেখক বলেছেন : "অভিনব উপন্যাসের যে কয়েকস্থলে কথঞ্চিৎ রাজনৈতিক ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছিল এবং যে যে স্থলে সময়ানুরূপ কোমলভাষা প্রয়োজিত হয় নাই, সে সকল অংশের ভাব ও ভাষা পরিবর্ত্তিত ও সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" লেখকের এই সংযত হওয়াটাই আমাদের অনুমানকে যুক্তিসিদ্ধ করে তোলে।

প্রবোধ চন্দ্র সরকার 'বিবিধ সঙ্গীত' নামে আরও একটি গ্রন্থ রচনা করে ছিলেন। গ্রন্থের প্রকাশকাল উল্লেখ নেই বটে তবে অনুমান করা হয় যে, 'শালফুল' উপন্যাসের পূর্বে রচিত হয়েছে। 'বিবিধ সঙ্গীত'[৩] থেকে দুটি গান উদ্ধৃত হলো ; —

॥ ক ॥

আধ্যাত্মিক সঙ্গীত/সুর কানেড়াআড়া
ভ্রান্ত পথিক মোরা, ভ্রমিছে ভব প্রান্তরে।
বারি আশে ধাইতেছি মায়া মরীচিকা হেরে॥

নাহি পাই বারিলেশ, সহি যাতনা অশেষ,
মায়াবিনীর মায়াপাশ, তবু নারি ছিঁড়িবারে ॥
পাইবে শান্তি সলিল, পাবে ছায়া সুশীতল,
সুপথে মন যদি চল, মহামায়ার পদধরে ॥

॥ খ ॥

তাল / পোস্তা

আসবেনা আর আমার উমা আরোহিয়ে ইষ্টিমারে,
ঝড়তুফানে অনেক বিপদ জল পথেতে ঘটতে পারে।
লাটসাহেবের হুকুম নিয়ে, রেল ফেলে পথ বেঁধে দিয়ে
ট্রেনে করে আপনি গিয়ে, আমার উমা আনব ঘরে ॥
বায়না দিব হেমিল্টনে* গড়বে গয়না নিউ ফেশনে,
সেজে উমা ঘড়ির চেনে ঘুরবে কত আসর মেরে।
দেশী শাড়ীর নাইক গুমার, পরবে না তা উমা আমার,
গাউন পরে দিবে বাহার, পায়না** ধরবে কমল করে।
ধুপধুনার ধুম লাগলে গায়ে, উমা যাবেন কালো হয়ে,
লেভেণ্ডারের শিশি নিয়ে, ঢালবে উমা যত পারে।
উমা নয় গরীবের মেয়ে, খাবে না সে সিদ্ধিগুলে,
আনি দিব ব্রাণ্ডি ঢেলে, আমার উমার বদন ভরে ॥[৪]

॥ ২ ॥

অচলসিংহ : লোকগান

লোকগান ঝুমুরে অচলসিংহের নাম পাওয়া যায়। তাঁকে চুয়াড়দের রাজা বলা হয়েছে। তিনি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অথচ তার পরাজয় ও মৃত্যু হয়। তাই গানগুলি বিষাদের। আমাদের উদ্ধৃত গানগুলি, দুটি ময়ূরভঞ্জ জেলা ও দুটি জলপাইগুড়ি থেকে প্রাপ্ত। মূল ভাষ্য যদিও এক, কিন্তু অসম্পূর্ণ; সুবোধ্য, সুস্পষ্ট নয়। নেহাতই অবেগধর্মী। অচলসিংহের নাম যুক্ত বলেই ইতিহাসকে আভাসিত করে; তাই উদ্ধৃত হলো।

---

* সেকালের ইংরেজ জুয়েলারি কোম্পানী।

** ছাপার ভুল। শব্দটি 'আয়না' হবে।

৪. গানটি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় বের হয়। মেদিনীপুর হতে চন্দ্রকোনার পাশ দিয়ে রেললাইন পাতা হবে, এমন খবর ছড়িয়ে পড়ে। তারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ রয়েছে গানে।।

গান □ 'ক'

শাদা রাজার কাঁসা সিং
চুয়াড় হ'লো অচলসিং
মল্লভূমে বাঁধলো লড়াই
মল্লভূমে মারা গেল রাজা অচলসিং
তার পাগড়ি ফিরলো নিশান হ'য়ে
কোথায় ছুটলো আমার শাদা রাজার ঘোড়ারে
কোথায় ছুটলো আমার ঢাল-তলোয়ার ?
স্বর্গে ছুটলো আমার শাদা রাজার ঘোড়ারে—
যুদ্ধে গেল আমার ঢাল-তলোয়ার।[৫]

গান □ 'খ'

ঘোড়ার পিঠ চ'ড়ে
চামড়ায় জিন দিয়ে
যুদ্ধে এলেন রাজা।
শাদা রাজার ঘোড়া।
অচলসিংহ-এর মল্লভূমে বাঁধলো লড়াই
রক্তে ভিজলো শাদা রাজার ঘোড়া
রক্তে ভিজলো ঢাল-তলোয়ার।
রক্তে ভিজলো সাদা রাজার ঘোড়ারে
রক্তে ভিজলো ঢাল-তলোয়ার।
কাঁদতে লাগলো খৈয়ারা রাণী
ঝড়লো চোখের জল
সিঁথের সিঁদুর তার
দেবতা নিলেন কেড়ে।[৬]

তুলনীয়,

গান □ 'ক'

হাঁসা রাজার কাঁসা সিংহ
চড়ল বিষণ সিং (ঝাড় গ্রামে-অচলসিংহ)
এ হো মলভুঁই-এ সাজলে লড়াই
মলভুঁই-এ মারা গেল রাজা হো বিষণ সিংহ
পগড়ী অ্যাইলেরে নিশান যে।
পগড়ী দেখে রাণী ভাঙ্গে আম ডালগো
পগড়ী লেকে সতী-যাব যে
কাঁহা ছুটল মর, হাঁসা রাজার ঘোড়ারে
কাঁহা ছুটল মর ঢাল তলোয়ার
সড়পে ছুটল মর হাঁসা রাজার ঘোড়া গো
রণে ছুটল মর ঢাল তলোয়ার
কৈসে ভিজল মর হাঁসা রাজার ঘোড়া যে
রণে ভিজল মর ঢাল তলোয়ার
শিশিরে ভিজল মর হাঁসা রাজার ঘোড়া গো
রক্তে ভিজল মর ঢাল তলোয়ার।[৭]

গান □ 'খ'

চড়ে লাগল ঘোড়া, চমকে লাগল জিন
রাজা যাইবে রণ, হাঁসা রাজার ঘোড়া-হো।
বিষণসিং।
রাজা যাইবে রণ ঢাল-তলোয়ার।
রাজাকে থুরুয়া যাইবে হাঁসা রাজাক ঘোড়া হো
লড়াইয়ে যাইবেক মন ঢাল-তলোয়ার।
কথি ভিজল হাঁসা রাজার ঘোড়া
কথি ভিজল বান হাঁসা রাজাক ঘোড়া
কথি ভিজল ঢাল-তলোয়ার।
তারসে ভিজল রণে, হাঁসা রাজার ঘোড়ারে
রক্তে ভিজল ঢাল-তলোয়ার

৭. ময়ুরভঞ্জ জেলার পলাশধোমা গ্রামে প্রচলিত। পশুপতি প্রসাদ মাহাতোর সংগৃহীত। দ্র, বান্দুয়ার বার্তা (শারদীয়) ১৩৮৯, পৃ ৭।

কান্দে লাগল খয়রো রাণী
নৈয়নে বহে লর
সিঁথাকে সিন্দুর রাণী
দৈবে জরি লেল ।[৮]

॥ সংযুক্তি ॥

এক □

প্রতিজ্ঞাপত্র ।
"মোহর"
মহামহিম শ্রীযুক্ত মেজেষ্টর সাহেব
জেলা হুগলী—বরাবরেষু
লিখিতং শ্রীরাজা ছত্রসিংহ, সাং বগড়ী, মঙ্গলপোতা

কস্য একরার নামা পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে—হুজুর হইতে হুকুম হইয়াছে যে আমি যদি নীচের দফাওয়ারীর মতাবেক কবুল করিয়া একরবার লিখিয়া দিই তবে আমি বগড়ী যাইবে এজাজত পাইব। এমতে আমি ঐ সকল দফা কবুল করিয়া আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একরার লিখিয়া দিতেছি,—

১. শ্রীযুক্ত খৈলী সাহেব কিম্বা মেদিনীপুরের মেজিষ্টর সাহেবের হুকুম ব্যাতিরেকে যে সকল লোক আমার নিকট আছে, এহা সেওয়ায় অন্যলোককে রাখিব না এবং সেখানে গেলেও দোসরা কোন লোককে খানদানে দাখিল করিব না।

২. বগড়ী পরগণার ঘাটওয়াল, সিমান্দার ও নায়েকলোক, যাহারা পূর্ব্ব হইতে পুলিসের কাজে আছে তাহাদের সহিত মিলাপ রাখিব না।

৩. যদি আমার খানদানের কোন লোক কিছু হরককত করে তাহার জবাব আমার জিম্মা।

৪. যে জায়গা আমার দখলে ছিল তাহার উপর দস্ত আন্দাজ হইবে না।

৫. যে সময় মেদিনীপুরের মেজিষ্টর সাহেব কিম্বা হুজুরের হুকুম হয় তৎক্ষণাৎ হুগলী আসিব।

৬. উপরের লিখিত ঐ সকল দফা কবুল করিয়া একরার দিলাম, যদি

---

৮. দ্র, গ্রাম, ডাসার ভারবী, ডাক, দীকণবলকর, জেলা জলপাইগুড়ি থেকে এই ঝুমুর গানটি সংগ্রহ করেছেন পশুপতি বাবু। শারদীয় বালুরঘাট বার্তা, ১৩৮১, পৃ ৮

উহার বরখেলাপ আমলে আমি তবে আমার পেনশন মহকুপ হইবে ইতি সন ১২৩০ সাল, ৭ই কার্ত্তিক। শ্রীরাজা ছত্র সিংহ।
সাং মঙ্গলাপোতা

ইসাক
শ্রীবৈদ্যনাথ সিংহ
সাং বগড়ী, মঙ্গলাপোতা
শ্রীএমাম বক্স পেয়াদা
সাং হুগলী

ইসাদ
শ্রীকালীপ্রসাদ মিত্র
সাং করঙ্গা, পং চন্দ্রকোণা
শ্রীসলিম পেয়াদা
সাং বেশভারুই।

দুই □

রাজা ছত্রসিংহকে কারামুক্ত করণের হুকুম ঃ—
(পারসীর নকল)
(হুকুম নামা আদালত ফৌজদারী, জেঃ হুগলী।)
বনাম সেখ মুঙ্গুল নাজীর আদালত ফৌজদারী।

যেহেতু আনিসান কাউন্সেসের সাহেবাণের হুকুমঅনুসারে উক্তরাজা ছত্রসিংহ ৬-দফা একবার লিখিত করিয়া দাখিল করিলেক, এজন্য বর্ত্তমান সনের ২২ অক্টোবর তারিখের লিখিত বিবরণ দৃষ্টে তোমাকে লেখা যায় যে, ঐ রাজা ছত্রসিংহকে বগড়ী পরগণা জায়নের হুকুম দিবে ইতি সন ১৮২৩।২২ অক্টোবর।

মকাবিলা
সৈয়দ আবদুল আজি
আমলা ফৌজদারী ও
নিয়াজা আহাম্মদ।

নকল মতাবক আসল,
আপ্তাবুদ্দীন আহাম্মদ
সেরেস্তাদার—ফৌজদারী।

তিন □

An extract from Walter Hamilton's Description of Hindostan, Vol—1, 1820, P, 152-53.

"A wild and jungly pergunnah in the Midnapur district, situated towards the north-eastquarter. Although within 60 miles of Calcutta, upto 1816, owing to pecular local obstacles, the authority of Government had never been firmly established in this tract, nor had the peaceably disposed inhabitants ever enjoyed that protection, which had been so effectually extended to all parts of the old provinces. In Baugree the leaders of the Choars continued to act as if they had been independent of any Government, and endeavoured to maintain their predominance by the most atrocious acts of rapine, and frequently the murder of individuals in revenge for having given evidence against them. Besides perpetrating rapine and murder in the prose-

cution of their ordinary vocation, these Choars were generally extremely ready to become the instruments of private malice among the inhabitants, when the malignity of their hatred stimulated them to assassination, which they were too cowardly to perform with their own hands. Every attempt to establish an efficient police having failed, it became necessary to concentrate the powers usually vested in different local authorities in one functionary, under the immediate direction of the Governor General, which was accordingly done, and Mr. Oakley deputed to execute the arduous commission.

The first measure adopted by this gentleman was to ascertain the principal ring-leaders of the banditti, in-order that they might be specifically excluded from the general amnesty to be offered to the great majority of the Choars. The next was to deprive them of their accustomed supplies of food, to encourage a spirit of active co-operation among the inhabitants, and generally to diminish the terror which the cruelty of the chears had impressed on the neighbouring villagers and cultivators. The success of these measures was becoming daily more conspicuous, when it was unfortunately arrested by the insurrection of the pykes in the adjacent pergunnah of Bhanjeboom. The effect of this commotion, however, was only temporary, for by the middle of 1816, the gangs of plunders had been dispersed, and crimes of enormity nearly suppressed, while the current revenue due to Government was completely realized. In february 1816, the Choar banditti consisted of 19 leaders and about 200 accomplices. In the course of a few months all the chiefs, except two, were apprehended, or fell in resisting the attempts to apprehend them ; their frequent and pertinacious resistance being partly ascribable to their long habits of ferocity, and partly to their expectation of capital punishment if taken alive."

॥ সম্পাদনা প্রসঙ্গে ॥

আমাদের সম্পাদিত গ্রন্থটি মূলগ্রন্থের অনুরূপ। এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থের ভাষা, শব্দ পরিবর্তিত হয়নি। গ্রন্থের ভাষা একালের পাঠকের একটু জটিল মনে হতে পারে ; শাব্দিক ব্যায়াম। আবার না ও হতে পারে। কারণ, একালের পাঠক বঙ্কিম রীতির ভাষা আগ্রহের সঙ্গেই পাঠ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইল লেখকের মনকে অধিকার করেছিল। কিন্তু তাঁর কুশলতা ছিল না। তবে বিষয় নির্বাচন ও বলার ঢঙে কাহিনী গতি পেয়েছে। আখ্যানটি অবশ্য মিলনাত্মক। ফলে কাহিনীকে সংহত করতে পারেন নি। পল্লবিত বাক্ বিস্তার. বর্ণনার সংক্রামিত দৈর্ঘ্য কাহিনীর প্রাণকে ব্যাহত করে। তবে বিষয়

আঙ্গিকে তিনি বেশ স্পষ্ট। অতি পরিচ্ছন্ন, স্বাতন্ত্র্য আছে। লেখকের কৃতিত্ব সেখানে।

কিছু কিছু শব্দের টীকা দেওয়া হয়েছে। না দিলে ও ক্ষতি ছিল না। তবে সম্পাদক দায় এড়াতে পারেন না। এখানে বলে রাখা ভালো, যে গ্রন্থ অনুসরণ করা হয়েছে তা কীটদষ্ট। গ্রন্থটিও দুষ্প্রাপ্য। তাই কিছু অসুবিধা ছিল। সংশোধন করা হয়েছে দু'একটি ব্যাকরণগত ত্রুটি। ছাপায়ও ভুল ছিল। তবে সংশোধনীর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে নিতান্ত অল্প।

মেদিনীপুরের ওপর গবেষণারত অধ্যাপক প্রণব রায় বর্তমান সম্পাদককে জানিয়েছেন যে, ঐ গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন অধ্যাপক ডঃ প্রবোধ ভৌমিক মহাশয়। কিন্তু সম্ভব হয়নি। তবে তিনি এখনও আশা ছাড়েননি। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, মেদিনীপুরেই গ্রন্থটির পুনঃ প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে বটে। তবে ত্রুটিপূর্ণ। 'হিস্টোরিক্যাল অ্যালুশন' বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রচার হয়নি। সেদিক থেকে গ্রন্থটির যথার্থ পুনর্মুদ্রণ ও প্রচার হওয়া দরকার।

'শালফুল' নামটি শব্দানুকারী ঝংকার আছে। এই নামে মানিকলাল সিংহের একটি উপন্যাস আছে। সে প্রসঙ্গ ভিন্ন।

ইতিহাস জাগর পরিবেশে এমন রোমান্টিক উপন্যাসের বহুল প্রচার হোক এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। এটি লেখকের প্রতিভার স্পর্শবাহী। পুরনো ধারায় রচিত হলেও অস্বস্তিবোধ হয় না, সে ভাবে, বা আঙ্গিকে যাতেই হোক তিনি আধুনিক।

স্থানীয় বিদ্রোহের ওপর গবেষণার সময় উপন্যাসটি নজর পড়ে। এ সম্পর্কে আমার গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা আছে। আমার গবেষণাপত্রের নির্দেশক অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক গ্রন্থটির সম্পাদনার কথা বলেছিলেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করি।

দুটি প্রকাশন সংস্থাও গ্রন্থটি প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। পরিশেষে, অনন্য প্রকাশনের হীরক রায় এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করলেন। তাঁর আন্তরিকতার তুলনা নেই। আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে ঋণের কথা বলে নিই। আখ্যান পত্রের ফোটো কপি জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাসটি সম্পর্কে কুতূহলতা দেখা দিলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। কিছু ত্রুটি থেকে গেল। এখন সাধুজনের সহৃদয়তার ওপরই ভরসা করি॥

বিনীত
শ্রীরণজিৎ কুমার সমাদ্দার

প্রথম পরিচ্ছেদ

●

বনপথে—ডাকাত

বৈশাখ মাস। বেলা শেষ হইয়াছে। সূর্য্য ক্ষণমাত্র অস্ত গিয়াছেন। তাঁহার রূপ-রাগে পশ্চিম-গগন এখনও রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। রৌদ্রের তাপ নাই, নিশার আঁধার নাই। ঊর্দ্ধে নীল বিমল আকাশ, নিম্নে শ্যামল প্রান্তর। বৃক্ষে বৃক্ষে নবীন পল্লব, নবীন কুসুম। নবীন কুসুমে নবীন ভ্রমর। নিদাঘ প্রারম্ভে বঙ্গে গোধূলি কি লীলাময়ী! কি মনোহারিণী! বিবিধ বিহগকুল—কেহ উড়িতেছে, কেহ বসিতেছে, কেহ মধুর স্বরে সান্ধ্যসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কোথায় যাইতেছে। বঙ্গোপসাগরোত্থিত শীতল বিমল সমীর গাছের পাতা কাঁপাইয়া কুসুমকুলের সৌরভ লুটিয়া বিজন প্রান্তরে তরঙ্গ বিক্ষেপ করিয়া ধাবিত হইতেছে। এমন সময়ে কয়েকজন বাহক একখানা পাল্কী স্কন্ধে লইয়া বিষ্ণুপুর হইতে মেদিনীপুরের পথে যাইতেছিল। অধুনা যে বাঁধা রাস্তা বিষ্ণুপুর হইতে মেদিনীপুর গিয়াছে, পাল্কী সেই পথে[১] যাইতেছিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন ঐ পথের উভয় পার্শ্বে শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং শ্বাপদাধিক নর-শোণিত লোলুপ তস্করকুলের লীলাভূমি হইয়াছিল। সুতরাং পথিকগণ প্রাণের আশা ছাড়িয়া পথ চলিত।

পাল্কীমধ্যে একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী আরোহণ করিয়াছিলেন। বাহকগণ ব্যতীত পাল্কীর পশ্চাৎ একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এবং একজন সবলকায় প্রবীণ পুরুষ যাইতেছিলেন। স্ত্রীলোকটার মুখভঙ্গী দেখিলে তাহাকে ছোট লোকের মেয়ে বলিয়া বোধ হয় না। প্রবীণ ব্যক্তির গলায় কাঠের মালা, পরিধানে সাদা ধুতি, পায়ে চটী জুতা, হাতে বাঁশের লাঠি, মাথায় তালপাতার ছাতি, ইঁহাকে দেখিলে ভদ্রবংশীয় বলিয়া বোধ হয়।

পথিকগণ বনভূমি অতিক্রম করিয়া নিশাগমের পূর্ব্বে কোন পান্থশালায়

---

১. ইদানীং রাণীগঞ্জ রোড, ৬নং সড়ক

পঁহুছিবার মানসে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দ্রুতপদে যাইতেছিল। শ্যামলবসনা শাল্মলী-কুসুম-কিরীটিনী বনভূমির মধুর গম্ভীর মূর্ত্তি, বনবিহগকুলের গগনব্যাপী সঙ্গীত লহরী, পরিমলবাহী শীতল সমীরের তরঙ্গলীলা পথিকগণ কিছুই দেখিল না, কিছুই শুনিল না, কিছুই উপলব্ধি করিল না। তাহারা একমনে একতানে প্রাণের ভয়ে গন্তব্যপথে ধাবিত হইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে নিশার নিবিড় তিমির ছায়ায় বনভূমির নীলকান্তি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। উর্দ্ধে তমোময় অনন্ত আকাশ নিম্নে তিমির-বসনা বিশাল বনভূমি পরস্পর আলিঙ্গন-সুখে অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। নিশার শিরস্শোভিনী হীরকমালার স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিজালে বনরাজি মস্তকোত্থিত কুসুম কিরীট ছটাময় হইয়া উঠিল।

পথিকগণ এখনও সরাই হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে যাইতেছে। হঠাৎ পার্শ্বস্থিত বনান্তরাল হইতে একদল সশস্ত্র ডাকাত বহির্গত হইয়া ভৈরব গর্জ্জনে পথিকগণকে আক্রমণ করিল। ডাকাত দেখিয়া বেহারারা পথের উপর পাল্কী নামাইয়া ভয়ে কে কোথায় পলাইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রবীণ ব্যক্তি কাপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু সশস্ত্র বিপক্ষগণের সহিত একাকী যুদ্ধ করা নির্ব্বোধের কার্য্য ভাবিয়া তিনি তস্করগণকে কাতর বচনে বলিলেন,—"বাবারা, আমি কায়স্থ সন্তান, আমি আমার মেয়েকে বাড়ী নিয়ে যাইতেছি, আমাদের কাছে যা কিছু আছে সব লয়ে আমাদিগকে ছেড়ে দাও, বাপু, প্রাণে মেরো না. আমার মেয়েটীরগায়ে হাত দিও না, দোহাই মা কালীর!" তস্করগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে কয়েকটা মশাল জ্বালিয়া পথিকগণের সংখ্যা ও আকার প্রকার দেখিয়া লইল। তাহারা দেখিল বাহকগণ সকলেই পলাইয়াছে, কেবল একজন পুরুষ ও একখান পাল্কী পথের উপর রহিয়াছে। ডাকাইতগণের হস্তস্থিত মশাল আলোকে, কায়স্থ আপন পরিচারিকাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন সেও বাহকগণের অনুসরণ করিয়াছে। তিনি একবার উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"রামার মা, তুইও পলাইলি।" কিন্তু চতুরা রামার মা কায়স্থ-কন্যাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য এবং আপন সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তস্করগণের ও কায়স্থের অলক্ষ্যে পাল্কী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কায়স্থ তস্করগণকে পুনরায় অনেক বিনয় করিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া

করযোড়ে আপনাদের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিল না।

একজন ডাকাত, দলস্থ অপর একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ওরে জয়া, এ লোকটার হাত দুটো বেঁধে একে ধরে নিয়ে তোরা আয়। আমরা চারজন মিলে পাল্কীটা তুলে নিয়ে যাই। জেনানার পাল্কী, মেয়েটাকে বেআবরু করলে সর্দ্দার রাগ করবে।" ইহা বলিয়া চারিজন তস্কর পাল্কী স্কন্ধে তুলিয়া আপনাদের আড্ডামুখে চলিল। কায়স্থকে একজন তস্কর বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে, তিনি বলিলেন,—"বাপুহে আমাকে বাঁধিতে হইবে না, আমি আমার মেয়েকে ছেড়ে কোথায় যাবে বাপু! আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি চল।" রামার মা পাল্কীর মধ্যেই রহিয়া গেল। সে বুদ্ধি-কৌশলে পাল্কীমধ্যে প্রবেশ করিয়া তস্করস্কন্ধে বাহিত হইবার সময় এই বিপদে পড়িয়াও একটু গাল মুচকে হাসিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গড়বেতা

শিলাবতী নদীর পূর্ব্ব উপকূলে গড়বেতার পরিখাবেষ্টিত দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ দেখিলে, দুর্গের পূর্ব্বতন বিরাট গঠনচ্ছটা এবং গড়বেতা রাজগণের মহৈশ্বর্য্যঘটা অদ্যাপি মানব-হৃদয়ে স্বতঃই জাগিয়া উঠে। দুর্গের চারিদিকে যথায় চারিটী সুবৃহৎ সিংহদ্বার শোভা পাইত, তাহাদের নাম, উত্তরে লাল-দরোজা, পূর্ব্বে রাউতা দরোজা, পশ্চিমে হনুমান দরোজা এবং দক্ষিণে পেশা দরোজা, আজও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সে-সকল তোরণের চিহ্নমাত্র দুই একস্থলে পড়িয়া রহিয়াছে। গড়ের দক্ষিণ প্রান্তে যে গগনভেদী প্রাসাদ শিখরে বসিয়া বগড়ির মহাপ্রতাপশালী স্বাধীন রাজন্যবর্গ বিশাল বনরাজির নীলাভ শোভা পরিদর্শন করিতেন, আজ তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া বনগুল্মলতা-সমাবৃত প্রস্তরস্তূপে পরিণত হইয়াছে, আর যে-সকল বজ্রনিনাদী সুবৃহৎ কামান দুর্গপ্রাকারোপরি সজ্জিত থাকিয়া শত্রু হৃদয়ে ভীতি বিক্ষেপ করিত, তাহা ইংরেজ সুদূর অজ্ঞাত প্রদেশে অপসারিত করিয়াছেন।

গড়বেতার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির চিহ্ন কিছুই নাই। আছে এখনও সেই সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির, আর কয়েকটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী। গড়ের উত্তর প্রান্তে মহাশক্তি সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর প্রস্তর রচিত সুন্দর সুবৃহৎ মন্দির এবং কয়েকটী দীর্ঘিকা, কালের সর্ব্বসংহারক শক্তির প্রতিকূলে আজও দণ্ডায়মান থাকিয়া, গড়বেতার প্রাচীন নৃপতিবৃন্দের শৌর্য্য এবং মহৈশ্বর্য্য কাহিনী ক্ষীণস্বরে পরিকীর্ত্তন করিতেছ।

মেদিনীপুর জেলার উত্তর প্রান্তে জঙ্গলময় বগড়ি পরগণার কেন্দ্রস্থলে গড়বেতা অবস্থিত। বগড়ি অতি প্রাচীন জনপদ। ইহার পৌরাণিক নাম বকদ্বীপ। মহাভারত লিখিত মহাবল নিশাচর বক বগড়ির অধীশ্বর ছিলেন এবং তাঁহার নামেই উক্ত প্রদেশের নামকরণ হইয়াছিল। বক নিশাচরের প্রকাণ্ড আবাস বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও লোকে বগড়ির সুদূর পশ্চিমপ্রান্তে জঙ্গলময় স্থলে দেখাইয়া থাকে। গড়বেতার দুর্গ ও সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির কতকাল পূর্ব্বে কোন্ মহাপুরুষ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাস বলিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের দ্বার উত্তর দিকে অবস্থিত। ভারতে অন্য কোন হিন্দু মন্দিরের দ্বারদেশ উত্তরদিকে থাকা সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে যে জনপ্রবাদ আছে তাহাও ঔপন্যাসিক ; সুতরাং তাহা এই স্থলে বিবৃত করা অযৌক্তিক নহে।

অতি প্রাচীনকালে যখন উজ্জয়িনীনাথ মহাপ্রতাপশালী রাজা বিক্রমাদিত্য মধ্যভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, সেই সময়ে একজন যোগী পুরুষ বগড়ির বনপ্রদেশে সমাগত হইয়াছিলেন এবং গড়বেতার বনরাজি লীলা অবলোকনে পুলকিত হইয়া তথায় নিজ কীর্ত্তি স্থাপন মানসে যন্ত্র সাহায্যে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির নিৰ্ম্মাণ করেন। মহাতেজা রাজর্ষি বিক্রমাদিত্য শক্তিরূপিণী সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর অলৌকিক শক্তির বিষয় লোকমুখে শ্রুত হইয়া গড়বেতায় সমাগত হয়েন এবং সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির মধ্যে শবসাধনে নিরত হইয়াছিলেন। দেবী তাঁহার উপাসনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তালবেতাল নামক অলৌকিক তেজসম্পন্ন আত্মাদ্বয়ের উপর আধিপত্য লাভের বর প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য মহানন্দে আপন সফলতা প্রত্যক্ষীভূত করিবার মানসে দেবীর অনুমতিক্রমে মন্দিরদ্বার উত্তরদিকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য তালবেতালের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। অচিরে মন্দির দ্বার উত্তরমুখী

হইল, এবং তদবধি ঐ দ্বার উত্তরদিকেই অবস্থিত রহিয়াছে। মহাত্মা বেতালের নাম হইতেই ঐ স্থলের নাম বেতা হইয়াছে। দ্বারযোগে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রায় ত্রিশ হস্ত পরিমিত স্থান সুবিস্তীর্ণ সুড়ঙ্গ পথের ন্যায় আলোক বিরহিত মন্দির পথ অতিবাহিত করিয়া গেলে, মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে দেবীর তেজোময়ী পাষাণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থল দিবাভাগেও অন্ধকার, আলোক সাহায্য ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না। দেবীর পার্শ্বে নিশিদিন এখনও একটী দীপালোক জ্বালিত হইয়া থাকে। মহাদেবীর বামপার্শ্বে একটি সুরচিত প্রস্তর আসন রক্ষিত হইয়াছে, লোকে তাহাকে পঞ্চমুণ্ডী আসন কহে। সম্ভবতঃ যে যোগাসনে সমাসীন হইয়া মহাযোগী উজ্জয়িনীনাথ একদিন শবসাধন করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, সেই যোগাসন আজও রহিয়াছে ; সে আসনে আর কেহ বসে না, তাহাতে বসিতে আর কাহারও সাহস হয় না, শক্তি হয় না। আর যে গরীয়সী পাষাণমূর্ত্তি মধ্যে একদিন সেই মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, সে মূর্ত্তি আজও সেইভাবে মন্দির মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে ; কিন্তু তাহাতে সে তেজ, সে শক্তি, সে মাহাত্ম্য আর জাগরিত হয় কিনা তাহা সেই মঙ্গলময়ী মহাশক্তি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছত্রসিংহ—অচলসিংহ

গড়বেতা-দুর্গের দক্ষিণ তোরণ দ্বার, গনগনির নিবিড় বনভূমির উত্তর প্রান্তাভিমুখে অবস্থিত। বনস্থলীর পশ্চিমপ্রান্তে যথায় শিলাবতী নদী উত্তর বাহিনী হইয়া গড়বেতার পশ্চিম তোরণদ্বারে হিল্লোল বিক্ষেপ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই মহোচ্চ গিরিশৃঙ্গোপম নিভৃত প্রান্তরে নিশার তিমির-চ্ছায়ায় দুইজন সৈনিকবেশধারী যুবাপুরুষ পদচারণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। উভয়ের পরিধানে ইজার চাপকান, মস্তকে টুপি, কটিতটে নিষ্কোষ কৃপাণ। তন্মধ্যে এক ব্যক্তির পরিচ্ছদ সমধিক মূল্যবান এবং তাঁহার মস্তকস্থিত সুবর্ণখচিত টোপরের সম্মুখভাগে একটী মহোজ্জ্বল হীরক অবস্থিত থাকিয়া সেই তমোময় নিশার তিমির রাশি ভেদ

করিয়া নিজ অধিকারীর মহত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য্য বিঘোষিত করিতেছিল। এই দুই ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকের জানা আবশ্যক।

যাঁহার টোপরে হীরা জ্বলিতেছিল, তিনি গড়বেতার অধিপতি রাজা ছত্রসিংহ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার সেনাপতি অচলসিংহ।

রাজা। দেখ সেনাপতি, এই বিষমকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা কিছুই নাই, কেবল তোমার নিজের ও আমার মহা অমঙ্গলই ঘটিবে। এখনও সময় আছে, ক্ষান্ত হও।,

সেনাপতি। মহারাজ, আপনি জানেন, এ দাস অন্যায় দেখিতে পারে না। অন্যায়ের চরণে অবনত হইতে সেনাপতি অচলসিংহ কখনও পারিবে না। ন্যায় রক্ষার্থে যদি অমঙ্গল ঘটে তাহাও মঙ্গলমধ্যে পরিগণিত।

রাজা। সত্য বটে, কিন্তু দুর্ব্বল হইয়া প্রবলের প্রতিকূলে প্রধাবিত হওয়া রাজনীতি বিরুদ্ধ। সাধ্যাতীত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

সেনাপতি। মহারাজ, যে কার্য্য কতিপয় বৈদেশিক ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ব হইবে, তাহা সহায়-সম্পদ সম্পন্ন শতশত স্বদেশবাসীর সাধ্যাতীত বলিয়া কি প্রকারে বুঝিব! বলিতে কি, অত্যাচার আর সহ্য হয় না। ভাবিয়া দেখুন, মহারাজের যে রাজ্যপীঠ প্রবল প্রতাপ যবন সম্রাটগণের সুদীর্ঘ শাসনকালেও স্বাধীন ছিল, তাহা এক্ষণে কয়েকজন বিদেশী পণ্যজীবী কোথায় হইতে আসিয়া বলে কাড়িয়া লইতে চাহে; ইহা কি মনুষ্যপ্রাণে সহ্য হয়!

রাজা। অচলসিংহ, তুমি ইংরেজের বলবিক্রমনীতি সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারিলে এরূপ কথা বলিতে না। ভারতে মুসলমানগণ অসংখ্য সৈন্য সাহায্যে, অতুলিত ঐশ্বর্য্যবলে পাঁচশত বৎসরব্যাপী কঠোর শাসনে যাহা সাধন করিতে পারে নাই, তাহা সহায়-সম্বলবিহীন কয়েকজন ইংরেজ এই ত্রিশ বৎসর মধ্যে সংসাধন করিয়া কিরূপ অলৌকিক সাহস এবং অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, একবার ভাবিয়া দেখ। ইংরেজের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া ভারতে কেহই থাকিতে পারিবে না।

সেনাপতি। মহারাজ, কিন্তু তাহা ভাবিয়া ভারতের তাবতীয় স্বাধীনচেতা সৎসাহসী পুরুষ যদি নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে জগতের ইতিহাস ভারত-বাসীর কিরূপ কলঙ্ককাহিনী পরিকীর্ত্তন করিবে, তাহাও একবার চিন্তা করুন।

রাজা। ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন,—"অচলসিংহ, তুমি সংসার-প্রেমশূন্য একজন সৈনিক পুরুষ। তোমার হৃদয় মরুভূমি অপেক্ষাও বিশুষ্ক। সংসারসুখে তোমার আস্থা নাই, জীবনে তোমার মমতা নাই; কিন্তু আমি সংসার-প্রেমে আবদ্ধ। আমি স্ত্রী পুত্র লইয়া সতত শঙ্কিতচিত্তে দীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারিব না। তুমি আমার আজ্ঞায় না হউক, আমার অনুরোধে এই বিষম কার্য্যে বিরত হও। তোমার যাহা কিছু অভাব থাকে আমি তাহা পূরণ করিব।"

সেনাপতি। মহারাজ বীর সমসের জঙ্গ বাহাদুরের বংশধরের মুখে এরূপ কাপুরুষজনোচিত কথা শুনিতে হইবে জানিলে সেনাপতি অচলসিংহ বহুদিন পূর্ব্বে এই অসি শিলাবতী সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া বগড়ি পরিত্যাগ করিত। মহারাজ, ক্ষমা করিবেন, এদাস এক্ষণে আপন বশে নাই। অচলসিংহ এক্ষণে রণোন্মত্ত সিংহ।

রাজা। সেনাপতিকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"সেনাপতি, অদ্য প্রাসাদে চলিলাম, অতঃপর আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া তোমাকে সংবাদ দিব।"

অচলসিংহ রাজা ছত্রসিংহকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"মহারাজের আদেশ পাইলে এ দাস রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত মহারাজের পদানুসরণ করিতে প্রস্তুত আছে।"

ইতিমধ্যে অদূরে তূরী[১] বাজিয়া উঠিল।

রাজা। সেনাপতি, ও-তূর্য্যনিনাদ কিসের?

সেনাপতি। বোধহয় অনুচরগণ কোনও বন্দীকে আনিয়াছে।

রাজা। তবে তুমি স্বকার্য্যে গমন কর। আমি আমার শরীর রক্ষীগণ সমভিব্যাহারে প্রাসাদে চলিলাম।

সেনাপতি রাজাকে পুনরায় অভিবাদন করিয়া অদূরে শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

---

১. তূরী=তূর্য, বাদ্যযন্ত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিদ্রোহী না বীর ?

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। দস্যুদল মশাল আলোকে নিশার অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া, বিজয়নাদে ব্যাঘ্র ভল্লুক হৃদয়ে ভীতি বিস্তার করিয়া, প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত কায়স্থ কন্যার পাল্কীসহ গনগনির[১] বনে প্রবেশ করিল। অনন্যউপায় বিপন্ন কায়স্থ পাল্কী-আরোহিতা কন্যাকে আশ্বাসিত করিবার মানসে, উচ্চকণ্ঠে 'মধুসূদন মধুসূদন' শব্দ উচ্চারণ করিয়া তস্করদলের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দস্যুগণ আপনাদের কয়েকটা ঘাটি পার হইয়া জঙ্গলমধ্যে বৃক্ষলতা বিরহিত প্রান্তরবৎ একটা সুবিস্তীর্ণ স্থলে উপস্থিত হইয়া পাল্কী নামাইল। ইহাই ডাকাতগণের প্রধান আড্ডা। কায়স্থ দেখিলেন তস্কর আড্ডার স্থানে স্থানে কোথাও শতশত পর্ণকুটীর, কোথাও সুবৃহৎ বস্ত্রাগার[২] দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কুটীরাবলীর সম্মুখে কোথাও দীপালোক, কোথাও বনকাষ্ঠরাশি জ্বালিত হইয়া শিবির প্রাঙ্গণ আলোকিত করিতেছে। দলে দলে ভীমকায় তস্করগণ অস্ত্র সজ্জিত করিয়া বিচরণ করিতেছে, কেহ গীত গাহিতেছে, কেহ বাঁশী বাজাইতেছে, কেহ ধূমপান করিতেছে।

আড্ডায় পাল্কী পঁহুছিবামাত্র আড্ডাস্থ কয়েকজন তস্কর কর্ম্মচারী বাহকগণের নিকট হইতে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিল, এবং তূরী[৩] নিনাদিত করিয়া সর্দ্দারকে সঙ্কেতে সংবাদ প্রদান করিল।

অল্পক্ষণ মধ্যে একজন সুসজ্জিত দীর্ঘকায় পুরুষ কয়েকজন পরিচারিকা ও অনুচর সঙ্গে লইয়া পাল্কীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ব্যক্তি পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত সেনাপতি অচলসিংহ। কায়স্থ তাঁহাকে তস্কর নেতা স্থির করিয়া অভিবাদন করিলেন এবং কড়যোড়ে বিনয় বচনে বলিলেন, সর্দ্দারজী!

---

১. শিলাবতী নদীর দক্ষিণতীরাংশ।

২. বস্ত্র দ্বারা নির্মিত গৃহ, আলয়। এক্ষেত্রে তাঁবু অর্থবহ।

৩. তূরী—বাদ্যযন্ত্র।

আমি গরীব কায়স্থ, আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার কন্যাকে মুক্তি দান করুন। আপনি এই বনের রাজা, আমরা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে আপনার আশ্রিত, সুতরাং আপনি এক্ষণে আমার কন্যার পিতৃস্থানীয়। আপনি দয়া করিয়া আমার কন্যার সম্মান রক্ষা করুন। আমার সঙ্গে যাহা কিছু আছে আমি সমস্তই আপনার চরণে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। তস্করপতির আজ্ঞায় আলোক হস্তে পরিচারিকাগণ পাল্কীর দ্বার খুলিয়া সমস্ত দেখিয়া লইল এবং যাহা দেখিল তদ্বিষয় ধীরে ধীরে সর্দ্দারের কর্ণগোচর করিল।

সর্দ্দার কায়স্থের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি?

কায়স্থ। আমার নাম মথুরানাথ দাস।

সর্দ্দার। তোমার বাড়ী কোথায়?

মথুরানাথ। প্রকৃত গ্রামের নাম গোপন রাখিয়া বলিলেন, মেদিনীপুরের নিকট।

সর্দ্দার। তুমি কোথায় যাইবে?

মঃ। আমি বিষ্ণুপুরের নিকট আমার কন্যাকে তাহার শ্বশুর বাড়ী হইতে আনিবার জন্য গিয়াছিলাম, এক্ষণে কন্যা সঙ্গে লইয়া নিজ বাটী যাইতেছি।

সর্দ্দার। তুমি কোন্ জাতি?

মঃ। আমি কায়স্থ।

সর্দ্দার। লেখাপড়া জান?

মঃ। মোটামুটি বাঙ্গালা জানি।

সর্দ্দার। পাল্কীতে তোমার কে কে আছে?

মঃ। আমার মেয়ে একাই আছে।

সর্দ্দার। আর একটী স্ত্রীলোক কে আছে?

মঃ। একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, আর ত কেহ নাই।

মথুরানাথের কথা শুনিয়া সর্দ্দারের পার্শ্বস্থ অনুচরগণ ও পরিচারিকাবর্গ হাসিয়া উঠিল। মথুরানাথ একটু লজ্জিত হইয়া মনে ভাবিলেন, বিপদের উপর এ আবার কি বিপদ! তিনি সর্দ্দারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয় আমি এই রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আপনার এবং পাল্কীস্থিতা দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটীর কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।

রামার মা পাল্কীর ভিতর বসিয়া এতক্ষণ সকল কথা শুনিতেছিল। সে এক্ষণে গোলযোগ দেখিয়া পাল্কীর নিকটস্থ জনেক নাএক রমণী দ্বারা মথুরানাথকে নিকটে ডাকিয়া আপন পাল্কী আরোহণের সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইল। মথুরানাথ তাহার কথা শুনিয়া এই দুঃখের সময় একবার না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। পরে তিনি রামার মাকে বলিলেন, "রামার মা আমি এই বিপদের সময় তোমাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম, কিন্তু তুমি আমাদের জন্য বিপদে পড়িলে, ইহাই দুঃখ।"

নাএক সর্দ্দার মথুরানাথকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও স্ত্রীলোকটি তোমার কে?" মথুরানাথ উত্তর করিলেন ওটী গ্রামবাসী পরিচারিকা। পরে মথুরানাথ রামার মা'র পাল্কী আরোহণ বৃত্তান্ত সর্দ্দারকে বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া উপস্থিত নাএক নরনারীগণ এবং সর্দ্দার হাসিতে লাগিলেন।

নাএক সর্দ্দার মথুরানাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ কায়স্থ মহাশয়, আমি তোমার সকল কথা শুনিয়াছি, এক্ষণে তোমার আর কোনও কথা শুনিতে আমার সময় নাই, শুনিবার দরকারও নাই। আমরা দস্যু-তস্কর নই। আমি নাএক সৈন্যের অধীশ্বর। এই বন আমাদের রাজধানী, বনের নিকটস্থ সমস্ত জনপথ আমাদের রাজ্য, আমরা রাজার ন্যায় কার্য্য করি। আমরা বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করি না। আমাদের এই আড্ডায় জেনানামহল পৃথক আছে, স্ত্রীলোকের হাজতঘর পৃথক আছে; সেখানে কোন পুরুষ যায় না, স্ত্রীলোকে পাহারা দেয়, সেই হাজতে তোমার কন্যাকে ও তোমার চাকরাণীকে থাকিতে হইবে। তোমাকে পুরুষ হাজতখানায় থাকিতে হইবে। আর, তোমাদের আহারের কোন কষ্ট হইবে না; আমরা হিন্দু, আমরা কাহারো জাতি নষ্ট করি না; আমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় পাচক আছে। যদি তোমার কি তোমার কন্যার আহারের বা থাকিবার কোন কষ্ট হয় আমাকে জানাইবে। ইহার পর শীঘ্রমধ্যে একদিন তোমাদের বিচার হইবে, বিচারে তোমাদের প্রতি যেরূপ আদেশ হইবে, তোমাদিগকে সেইমত কার্য্য করিতে হইবে। ইহা বলিয়া তস্কর-নেতা অনুচরবর্গের প্রতি যথোচিত কার্য্যকরণে ইঙ্গিত করিয়া আপন কক্ষে গমন উদ্যম করিলেন। কিন্তু মথুরানাথ ক্ষিপ্রপদে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া করযোড়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা সর্দাজী!

তোমরা মানুষ ধরিয়া কি করিবে ? আমার সঙ্গে যা কিছু আছে সব লইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও না, বাবু !

সর্দ্দার। আমরা মানুষ ধরে কয়েদ রাখি, সময়মত তার বিচার হয়, বিচারে যেমন হুকুম হয় সেইমত কার্য্য করি।

মথুরানাথ। আমরা কোন্ অপরাধে অপরাধী যে তোমরা আমাদের বিচার করবে ?

সর্দ্দার। তোমরা এই অরাজকতার সময় দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছ না, ইহাই তোমাদের অপরাধ।

মথুরানাথ ডাকাইত সর্দ্দারের মুখে উচ্চভাবের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, দেশ অরাজক হয় নাই, দেশে রাজা আছেন, তোমরা রাজবিদ্রোহী।

সর্দ্দার! দেশে এখন কেহ রাজা নাই; আমরা রাজবিদ্রোহী নই।

মথুরানাথ। কেন, দিল্লীর বাদশা ত আছেন, বাঙ্গালার নবাবত এখনও বর্ত্তমান রয়েছেন।

সর্দ্দার। তুমি দেশের কোন খবরই রাখ না—দিল্লীর প্রকৃত বাদশা এখন কেহ নাই, আর বাঙ্গালার প্রকৃত নবাবও কেহ নাই। এই অরাজকতা দেখিয়া এক্ষণে ইংরেজ কোম্পানি দেশের রাজা হইতে চায়।

মথুরানাথ। সত্য বটে, এখন ইংরেজ কোম্পানি দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তোমাদের মতলব কি—তোমরা কি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া দেশ শাসন করিতে ইচ্ছা কর ?

সর্দ্দার। হ্যাঁ আমরা তাই চাই।

মথুরানাথ। রাজ্যরক্ষা করিতে পারিবে ?

সর্দ্দার! কেন, পারিব না—সাত সমুদ্র পারে আসিয়া কয়েকজন সওদাগর এ রাজ্যরক্ষা করিতে পারিবে, আর আমরা দেশের লোক হইয়া দেশ রক্ষা করিতে পারিব না !

মথুরানাথ। তোমরা অশিক্ষিত, রাজনীতি বুঝ না, রাজ্য রক্ষা করা, প্রজাপালন করা বড় কঠিন কার্য্য।

সর্দ্দার। ইংরেজরা বুঝি সকলেই পণ্ডিত, সকলেই রাজনীতি বুঝিতে পারে ? শিক্ষিত অশিক্ষিত লোক সকল:দেশেই আছে। বিশেষ পন্ডিত অপেক্ষা মূর্খের দ্বারাই জগতে প্রকৃত কার্য্য হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

মথুরানাথ। ইংরেজ বিক্রমশালী, রাজনীতি বিশারদ স্বজাতি-প্রেমিক একতা-প্রিয়।

সর্দ্দার। মথুরানাথকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"তোমরা পরের গোলামী করিতে ভালবাস, দেশের লোককে ভালবাস না। তাই ইংরেজ তোমাদের মত লোকের চখে[১] ভাল লাগে।"

মথুরানাথ। গোলামী একপ্রকার উভয়তঃ অর্থাৎ শাসিত সম্প্রদায় যেমন শাসকের গোলাম, সেইরূপ শাসকেরাও শাসিত সম্প্রদায়ের গোলাম। যাহারা শাসিত হয় তাহারা দুর্ব্বল আর যাহারা শাসন করে তাহারা অবশ্যই প্রবল। দুর্ব্বল শাসিত সম্প্রদায় আত্মরক্ষায় অসমর্থ, সুতরাং প্রবল শাসক সম্প্রদায়কে বেতনস্বরূপ কিঞ্চিৎ রাজকর দিয়া প্রহরী নিযুক্ত করে এবং বেতনভুক্ কর্ত্তব্যপরায়ণ শাসকগণ ও শাসিত সম্প্রদায়ের মস্তক রক্ষার্থে আপন মস্তক বিপন্ন করিয়া তুলে। অতএব ভাবিয়া দেখুন, দুর্ব্বল প্রজা যেমন রাজার গোলাম প্রবল রাজাও সেইরূপ প্রজার গোলাম। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল জাতি যদি অন্য কোনও প্রবল জাতির উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রবল পরাক্রম ইংরেজকে বেতনস্বরূপ কিঞ্চিৎ রাজকর দিয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিতে পারে, আর যদি ইংরেজ আমাদের দেশ রক্ষার জন্য আপন মস্তক সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত না হয় তাহাতে লাভ ভিন্ন অলাভ নাই।

সর্দ্দার। হাস্য করিয়া বলিলেন,—"মহাশয় এ সকল আপনার নৈয়ায়িকের যুক্তি, স্বদেশপ্রেমিক বীরপুরুষের কথা নয়।"

মথুরানাথ। মহাশয়, হাসিয়া কথা উড়াইবেন না। আমি যাহা বলিলাম, ভাবিয়া দেখুন, তাহার একটি বর্ণ ও অমূলক নহে। আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য উচ্চ হইতে পারে, কিন্তু আপনারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অতি জঘন্য এবং তাহার ফল বিষময় হইবে।

সর্দ্দার। আমরা ফলের প্রত্যাশা না করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। কর্ত্তব্য পালন করাই মানুষের ধর্ম্ম।

---

১ চখে=চক্ষে

মথুরানাথ। কিন্তু কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বোধ হয় আপনাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। ভাবিয়া দেখুন, ভারতবাসী এক্ষণে শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আপন আপন স্বার্থ সাধন জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে। ইহার মধ্যে এমন একটিও স্বদেশপ্রেমিক সুদক্ষ নেতা নাই যিনি এই উচ্ছৃঙ্খল ভারতবাসীকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিয়া জাতীয় হিতসাধনে পরিচালিত করিতে পারেন। ভারতের এই শোচনীয় দুর্দ্দিনে ইংরেজের ন্যায় শাসনকুশল বীরজাতি দ্বারা ভারত সংরক্ষিত না হইলে, ভারতবাসী হয় জাতীয় বিপ্লবে অথবা অন্য কোন পরাক্রান্ত জাতির উৎপীড়নে উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইবে। যাহা হউক মহাশয়, আমি আপনাকে ডাহা তস্কর-দলপতি ভাবিয়া আপনার সহিত অনেক বচসা করিলাম। আপনাকে "তুমি" বলিয়া আপনার সম্মানের হানি করিয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার জীবনের উদ্দেশ্য উচ্চ এবং আপনার হৃদয় বীররসে পূর্ণ। আপনি স্বীয় ভ্রান্তি পূর্ণ অনুধাবন পূর্ব্বক কার্য্যানুবর্ত্তী হইলে পরম সুখী হইব। আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি, দয়া করিয়া আমার শয়ন কুটীর দেখাইয়া দিবার আদেশ করুন।

সর্দ্দারের আদেশে দুইজন পরিচারক আলোক হস্তে মথুরানাথকে সঙ্গে লইয়া একটা পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে তথায় আসনে উপবেশন করাইয়া, তাঁহার সম্মুখে চিড়ে, মুড়কি, গুড়, দধি, দুগ্ধ এবং কতিপয় ফলমূল, একপাত্র জল রক্ষা করিয়া তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। মথুরানাথ নাএক শিবিরে আহারের পারিপাট্য দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং তস্কর নেতার কথাবার্ত্তা মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে আহার সমাপন পূর্ব্বক একটা শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। নিদ্রার সুকোমল কোলে মস্তক রক্ষা করিয়া বিপন্ন মথুরানাথ ইহ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, ভয়, তাপ, পুত্র, কন্যা, রামার মা, ডাকাইত-সর্দ্দার সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতিভা বনেও ফোটে

রাত্রি প্রভাত হইল। বন বিহগকুলের মহোচ্চ কলরবে তস্কর শিবিরে নাগারার[১] গভীর ধ্বনিতে এবং কয়েকটা অগ্নিঅস্ত্রের[২] ভীষণ শব্দে পর্ণ-কুটীরশায়ী বন্দী মথুরানাথ জাগরিত হইয়া শ্রীহরি স্মরণ করিলেন। তিনি কুটীরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সুবিস্তীর্ণ শিবির ভূমির একস্থলে সুপরিচ্ছদ-ধারী শত শত সৈন্য বন্দুক অসি টাঙ্গি বল্লম হস্তে কাওয়াজ;[৩] করিতেছে। বাল অরুণের রক্তাভ জ্যোতি সুদীর্ঘ বন পাদপকুলের কুসুমিতশিরে, নাএক সৈন্যগণের শিরস্ত্রাণে এবং সুমার্জ্জিত আয়ুধ ফলকে[৪] পতিত হইয়া বনভূমে মধুর গম্ভীর বিভীষিকাময় এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। মথুরানাথ কারাকুটীরের রক্ষীবর্গের অনুমতি লইয়া তস্করগণের আড্ডাভূমি দর্শন অভিলাষে বহির্গত হইলেন। দেখিলেন একদিকে তস্কর মহিলাগণের দারুময় কুটীরাবলী শোভা পাইতেছে, তাহারই পার্শ্বে বন্দী স্ত্রীলোকগণের কারাকুটীর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দিগন্তরে সৈনিক-নিবাস। সৈনিক-নিবাসের অনতিদূরে বিবিধ খাদ্যসামগ্রী পূর্ণ নাএকগণের সুবৃহৎ ভাণ্ডার সজ্জিত রহিয়াছে। শিবিরের মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ শালবৃক্ষরাজি স্তম্ভ শ্রেণীর ন্যায় মস্তকে একটী সুবৃহৎ নীল চন্দ্রাতপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চন্দ্রাতাপতলে কারুকার্য্য-খচিত বহুমূল্য বসন মণ্ডিত দুইটী কাষ্ঠ সিংহাসন, কয়েকটা খট্টা,[৫] খট্টা'পরি উপাধানরাজি শোভা পাইতেছে। ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপতলে কতিপয় কাচনির্ম্মিত সুন্দর দীপাধার রজতশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া দুলিতেছে। আড্ডাভূমির বহির্ভাগে সুবিস্তীর্ণ

---

১. নাকারা, নাকাড়া [আরবী, নক্কারহ] নাকারা>নাগারা, ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, Kettledrum.

২. গাদাবন্দুক

৩. কাওয়াজ [আ কারাইদ] যুদ্ধকৌশল শিক্ষা

৪. যুদ্ধাস্ত্র

৫. খট্টা>খাট

পশ্শুশালায় গো, অশ্ব, মহিষ, মেষ, ছাগ, হংস, কপোত প্রভৃতি বিবিধ জন্তু ক্রীড়া করিতেছে। স্থানে স্থানে বিমল বারিপূর্ণ কয়েকটী কূপ শোভা পাইতেছে। শিবির ভূমির সুদূর উত্তর প্রান্তে মথুরানাথ দেখিলেন বিশুষ্ক তটিনী বক্ষের ন্যায় কয়েকটা সুদীর্ঘ গভীর "খুলে"[১] বনস্থলীর বিশাল বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া শীলাবতী-সৈকতে বদন বিস্তার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ষাকালীন বনভূমি বিধৌত বারিরাশি প্রবল বেগে শীলাবতী অভিমুখে ধাবিত হইয়া এই সকল খুলে সৃজন করিয়াছে। শিবিরের পশ্চিম প্রান্তে মথুরানাথ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সেই অধিত্যকা সদৃশ আরণ্য ভূমির পাদদেশে প্রকৃতির রজত মেখলার ন্যায় বিমল সলিলা শিলাবতী শোভা পাইতেছে। স্রোতস্বিনীর পর পারে দূরে প্রসারিত শস্যশ্যামল সমতল প্রান্তর; কোথাও বনগুল্ম লতার মনোজ্ঞ সমাবেশ. কোথাও বায়ু বিদোলিত বনতরুরাজির কুসুমিত মস্তকের সুনীল হিল্লোল, কোথাও বিনোদ মধুর অটবীবিতান.[২] সেই প্রান্তরোপরি সুন্দর আলেখ্যবৎ চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। মথুরানাথ এরূপ নয়নানন্দকর দৃশ্যবৈচিত্র্য কখনও দেখেন নাই। তিনি সেই দৃশ্যছটার ভাবঘটায় মোহিত হইয়া ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হইলেন। আপদ বিপদ ভুলিয়া সেই দৃশ্যরচয়িতার অনন্ত শক্তি চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার হৃদয়ে ভাব সমীর হিল্লোলে কতই তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, বিধাত! জানি নাই কোথায় মন্দাকিনীতটে মন্দার কুসুম শোভিত নন্দনকানন! দেব, এই জলস্থলময়ী রত্ন প্রসবিনী ধরণীই কি তোমার আনন্দময় নন্দন; পরস্বাপহারী স্বার্থপর মানবহস্তে লাঞ্ছিত হইয়া দেবদল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে! মথুরানাথ কাঁদিলেন, সেই অসুর কবলিত শিবিরভূমি তাঁহার মনে পড়িল। তিনি আপন কুসুম সুকোমলা কন্যার জন্য চিন্তিত হইলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অবিলম্বে সেই মহোচ্চ বনভূমি হইতে ধীরে ধীরে শিলাবতীতটে অবতরণপূর্ব্বক প্রাতঃকার্য্য সমাধানান্তর শিবিরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

শিবির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া মথুরানাথ দেখিলেন সেনাপতি অচলসিংহ মহার্ঘ বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া নীলবিতানতলে সিংহাসনোপরি অসি হস্তে দরবারে সমাসীন হইয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে বহুল কর্ম্মচারী নিজ নিজ কার্য্যে

---

১. পরিখা
২. অরণ্য-বিস্তার

নিরত রহিয়াছে। কেহ বিবিধ লুণ্ঠিত দ্রব্য রাখিতেছে, কেহ কোন বন্দীকে আনয়ন করিতেছে, কেহ কোন বন্দীকে মুক্তি দিতেছে, কেহ কিছু লিখিতেছে, কেহ পড়িতেছে, কেহ রাজাজ্ঞা ঘোষিত করিতেছে। সভামণ্ডপের সম্মুখে কিঞ্চিদ্দুরে[১] স্তাবকগণ "সেনাপতি অচলসিংহের জয়" শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। মথুরানাথ বহুদিন পূর্ব্বে প্রচণ্ড নায়ক সেনাপতি অচল সিংহের নাম শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার মুর্ত্তি, প্রতাপ এবং ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাইলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া তস্কর-নেতার সম্মুখে মস্তক নোয়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মথুরানাথকে দেখিয়া সেনাপতি বলিলেন "দেখ কায়েতজী, আজ আমাদের অনেক জরুর কাম আছে, আজ তোমার বিষয় কোন হুকুম হইবে না। আগামী পরশ্বদিন ঠিক এই সময় তোমার বিচার হইবে, তুমি আজ আপন স্থানে যাও"।

মথুরানাথ কয়েক মুহূর্ত্তকাল মৌনাবলম্বন করিয়া সর্দ্দারের প্রতি জানাইলেন "মহারাজ দয়া করিয়া আমার সঙ্গী স্ত্রীলোক দুইটীকে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবারে অনুমতি প্রদান করুন।" সর্দ্দার মথুরানাথের প্রার্থনা অনুমোদন কয়িয়া একজন অনুচরকে ইঙ্গিত করিলেন। অচিরে একজন কর্ম্মচারী মথুরানাথকে সঙ্গে লইয়া রমণী বন্দীগণের কারাকুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া রক্ষীগণকে রাজাজ্ঞা জানাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রমণীরক্ষীগণ কারা কুটীরাভ্যন্তর হইতে কায়স্থ কন্যার সহিত রামার মাকে মথুরানাথের নিকটউপস্থিত করিলে, তাহাদিগকে দেখিয়া মথুরানাথ সুখে-দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি অশ্রুবেগ সম্বরণপূর্ব্বক আপন কন্যাকে বলিলেন, মা কমলা কেমন আছ মা, কোন কষ্ট হয় নাই ত, বাছা। কমলা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে রামার মা বলিল, আমরা বেশ আছি, খাওয়ার কোন কষ্ট হয় নাই। তুমি কেমন ছিলে? মথুরানাথ উত্তর করিলেন, আমি ভাল ছিলাম। কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা, আমাদের কি হবে? আমরা কবে বাড়ী যাব, বাবা?

মথুরানাথ সজল নয়নে উত্তর করিলেন, মা, আমাদের বেশী বিপদের আশঙ্কা নাই। ইহারা নেহাত ডাকাত নয়। আমি সর্দ্দারের সঙ্গে আজ দেখা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন আমাদের বিচার আগামী পরশ্বদিন হইবে।

---

১. কিঞ্চিৎদূরে

আজ এবং কাল যে রকমে হউক দুঃখে-কষ্টে এখানে থাকিতে হইবে। পরশ্বদিন যদি ভগবান দয়া করেন, তবে বাড়ী যাইব। মথুরানাথ পরে রামার মাকে বলিলেন, দেখ রামার মা এই বিপদে তুমি আমার পরম আত্মীয়ের কার্য্য করিলে, যদি বিধাতা দিন দেন তবে তোমার এ কার্য্যের প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা করিব। তুমি সঙ্গে না থাকিলে আমার কন্যা একাকী এই যমপুরীতে কি করিয়া দাঁড়াইত তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যাহা হউক, তুমি আমার মেয়ের সঙ্গ ছাড়িও না, বাবু! এ কয়েকদিন উহার মায়ের মত তুমি উহাকে দেখিবে, আর বেশী কথা কি বলিব। এই বলিয়া মথুরানাথ রমণীগণের কারাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিষম সমস্যা

রমণী-কারাগৃহ হইতে মথুরানাথ আপন কারাকুটীরে উপস্থিত হইয়া স্নানাহার সমাপন করিলেন। কতিপয় নাএক সৈন্য তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এবং তিনি একজন শিক্ষিত কায়স্থ জানিয়া তাঁহার মুখে রামায়ণ শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। নিরক্ষর বীরহৃদয় নাএকগণ বীররসপূর্ণ ভারতের ঐতিহাসিক কাব্য রামায়ণ ও মহাভারত লিখিত যুদ্ধ কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসিত। মথুরানাথ নাএকগণের অনুরোধে শিবির প্রাঙ্গণে শালতরু ছায়ায় বসিয়া রামায়ণ-পুঁথি খুলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অতিকায় মেঘনাদ প্রভৃতি রক্ষবীরগণের যুদ্ধ বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুস্পষ্ট উচ্চারণ, উচ্চ মধুর কণ্ঠস্বর এবং স্থলবিশেষে সুন্দর টীকা-টিপ্পনী শুনিয়া নাএকগণ মোহিত হইয়া গেল। মথুরানাথের গুণপনা সেইদিন অচলসিংহের কর্ণগোচর হইল। সন্ধ্যার দীপালোকে শিবিরভূমি আলোকিত হইলে, সেনাপতি অচলসিংহ সভাস্থলে পারিষদবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া মথুরানাথকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে রামায়ণ পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। মথুরানাথের মুখে রামায়ণ শুনিয়া সভাস্থ সকলেই পরিতুষ্ট হইলেন। সেনাপতি তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুইদিন কাটিয়া গেল।

তৃতীয় দিবস মথুরানাথের বিচারের দিন আসিল। যথাসময়ে মথুরানাথ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নাএক সেনাপতি সমীপে আপনার ও আপন সঙ্গীগণের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি মথুরানাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কায়স্থ মহাশয়, আমরা তোমরা প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে আমরা বিনা মুক্তিপণে, বরং কিছু বক্‌শিশ্‌ দিয়া, খালাস দিতে পারি। কিন্তু আমাদের নিয়ম অনুসারে তোমার সঙ্গী দুইজন স্ত্রীলোককে বিনা অর্থে ছাড়িতে পারি না। তবে, তোমার অনুরোধে তাহাদের মুক্তিপণ অনেক কম করিব। শুনিয়া যাও;—তোমার কন্যার মুক্তিপণ দুইশত রজতমুদ্রা, আর সেই বাঁদির পঁচিশটী রজতমুদ্রা আমরা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের মুক্তির আদেশ হইবে। তুমি ঐ টাকা সপ্তাহ মধ্যে নিজে গিয়া এখানে আনিতে পার, অথবা আমাদের লোক সঙ্গে লইয়া গিয়া তাহার মারফত পাঠাইয়া দিতে পার, কিম্বা যদি তোমার অসুবিধা হয় তুমি এখানে থাকিয়া তোমাদের বাড়ীর কাহাকেও আমাদের বাহক মারফত সংবাদ দিয়া টাকা আনাইয়া দিতে পার। টাকা আমাদের হিসাবে জমা না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গী স্ত্রীলোকগণের শরীর আমাদের হাতে আটক থাকিবে। নিয়মিত সময়ের মধ্যে টাকা আদায় না পাইলে, তোমার স্ত্রীলোকগণকে আমরা আমাদের পরিবারভুক্ত করিব, তাহা হইলে তাঁহাদের মুক্তি ভবিষ্যতে নাও হইতে পারে। আমাদের এইরূপ আইন। আইনের নিয়ম আমরা কাটিতে পারিব না।

নাএক সেনাপতি যেরূপ গম্ভীরভাবে আদেশ প্রচার করিলেন, তাহাতে মথুরানাথ ভাবিলেন দ্বিরুক্তি করা বৃথা। তিনি নিতান্ত অর্থহীন লোক ছিলেন না। সেনাপতি নিরূপিত মুক্তিপণ তাঁহার প্রদান করিবার শক্তি ছিল। মথুরানাথ বিনয়বচনে সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু কৃপা করিয়া আমার প্রতি আর একটী আদেশ প্রদান করুন। আমি মহারাজের তরফ হইতে কোনও লোক সঙ্গে লইয়া গিয়া তাহার মারফত দুইশত পঁচিশ টাকা দিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমার সহিত আমার সঙ্গী স্ত্রীলোক দুইটীকে গৃহ গমনে অনুমতি দিলে আমি মহারাজের অনুগ্রহপাশে চিরদিন আবদ্ধ থাকিব।

নাএক সেনাপতি উত্তর করিলেন, তাহা হইতে পারে না, আমাদের সেরকম নিয়ম নাই।

সর্দ্দারের কথা শুনিয়া মথুরানাথের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষে জলধারা গড়াইয়া পড়িল। বহুকষ্টে মথুরানাথ চিন্তা বেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ আমি কি করিব এক্ষণে স্থির করিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া আপনি অদ্যকার অবসর প্রদান করুন। আমি আগামীকল্য এইসময়ে মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া আপন বক্তব্য জানাইব।

সর্দ্দার মথুরানাথের প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। মথুরানাথ তাঁহার অনুমতি লইয়া সভাস্থল হইতে বহির্গত হইয়া আপন কন্যা ও রামার মার নিকট রমণী কারাকক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানাইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য নানাপ্রকার বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ স্থলে মথুরানাথের সাংসারিক অবস্থার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। মথুরানাথের বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী, দুইটী নাবালক পুত্র, একটী কুটুম্বিনী ও একজন চাকর ছিল। বন্দিনী রামার মা তাঁহার বাড়ীতে নীচ শ্রেণীর পরিচারিকার ন্যায় কার্য্য করিত না। সে কখনও পাচিকার কার্য্য করিত এবং কখনও বা গৃহস্থলীর তত্ত্বাবধান করিত। মথুরানাথের কয়েক বিঘা নিষ্কর জমির ধান্য এবং কিছু খাজনার টাকা হইতে সংসার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। তাহা ব্যতীত মথুরানাথ আপন গ্রামস্থ পাঠশালায় সরকারী[১] করিয়াও কিছু রোজগার করিতেন।

বিষ্ণুপুরে তাঁহার জামাতার সংসারে, তাঁহার জামাতার মাতা, পিতা, একটী বিধবা ভগ্নী ও একজন চাকর ছিল। মথুরানাথের জামাতা পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক শশিশেখর বিষ্ণুপুরের রাজার তরফ গোমস্তাগিরি কার্য্য করিতেন। মথুরানাথের বৈবাহিক বাড়ীতে থাকিয়া তেজারতী[২] করিতেন এবং গৃহস্থলীর তত্ত্বাবধান করিতেন।

---

১. শিক্ষকতা

২. কারবার, সুদে টাকা খাটানো ব্যবসা

নাএক সর্দারের নিরূপিত মুক্তিপণ দুইশত পঁচিশ টাকা মথুরানাথ স্বয়ং বা তাঁহার জামাতা এতদুভয়ের মধ্যে কেহই প্রদান করিতে অক্ষম ছিলেন না। কিন্তু টাকা কি উপায়ে নাএক শিবিরে আনাইবেন তাহাই মথুরানাথের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল।

তিনি রামার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ রামার মা, আমার জামাতা-বাড়ী বিষ্ণুপুর, এখান হইতে নিকট, তথায় আমি স্বয়ং-যাইলে বা কোন ও নাএক অনুচর পাঠাইলে শীঘ্র মধ্যে টাকা সংগ্রহ হইতে পারে ; কিন্তু কুটুম্বমণ্ডলীর মধ্যে কমলার এই ডাকাত আড্ডায় আবদ্ধ থাকার কথা প্রচারিত হইলে, সেখানকার লোকে কমলার চরিত্রে অনেক দোষারোপ করিবে। পক্ষান্তরে আমার বাড়ীতে এমন কোনও লোক নাই যে তাহাকে পত্র লিখিলে সে এই করাল মূর্ত্তি নাএক অনুচরগণের সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে টাকা প্রদান করিবে। আবার যদি জামাতো বাড়ীতে বা আমার নিজ বাড়ীতে নিরূপিত অর্থ পাইয়া অর্থ পিশাচ অনুচরগণ তাহা আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে আমাদিগকে চিরদিন এই বনেই থাকিতে হইবে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর, মথুরানাথের নিজ বাড়ী যাওয়াই স্থির হইল। তিনি তিন-চার দিবসের মধ্যে টাকা লইয়া বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া কমলার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে সেদিন বিদায় হইয়া পরদিন যথাসময়ে নাএক সেনাপতি অচলসিংহের দরবারে উপস্থিত হইলেন। মথুরানাথ নাএক সেনাপতিকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, মহারাজ, নিরূপিত মুক্তিপণ, আনিবার জন্য আমাকে নিজেই আমার বাড়ী যাইতে হইবে। কিন্তু আমি একাকী গৃহে যাইবার সময় অথবা বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় যদি পথিমধ্যে দুর্দ্দৈব নিবন্ধন আমার গতিরোধ হয়—সেনাপতি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আমার অধীনস্থ দুইজন সশস্ত্র অনুচর ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গে যাইবে, তোমাকে কোন বিপদের আশঙ্কা করিতে হইবে না। মথুরানাথ পুনরায় বলিলেন, মহারাজ, ভরসা করি আমার অনুপস্থিতকালে আপনি দয়া করিয়া আমার কন্যার প্রতি আপনকন্যা নির্ব্বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।

সেনাপতি উত্তর করিলেন, কায়স্থজী, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমরা পরস্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণ করি না ; তুমি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিও। ইহা বলিয়া সেনাপতি অচলসিংহ, বীরসিংহ ও বিজয় নাএক নামক

দুইজন সৈনিক পুরুষকে মথুরানাথের সহিত রাত্রি প্রভাতে মেদিনীপুর যাইবার আদেশ দিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

মথুরানাথ নাএক সভামণ্ডপ হইতে বহির্গত হইয়া সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আর একবার আপন কন্যা ও রামার মার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তাহাদিগকে নানা প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া সজল নয়নে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এক্ষণে হয়ত কোনেও সালঙ্কারা পাঠিকা বলিবেন, কি আশ্চর্য্যের কথা গা, কমলার গাত্রে কি কিছুই অলঙ্কার ছিল না, যে মথুরানাথ ঐ সামান্য টাকার জন্য এত লালায়িত হইলেন। একখানা সোনার গহনা বেচিলেই ত দুইশত পঁচিশ টাকা সংগ্রহ হইতে পারিত। একথার মীমাংসা করা আবশ্যকবোধে গ্রন্থকার লিখিতে বাধ্য হইলেন যে, একালে বিলাসের আধিক্যবশতঃ বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকেও স্বর্ণালঙ্কার প্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছেন। অবস্থায় সঙ্কুলন না হইলেও লোকে পৈত্রিক বাস্তুভূমি পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত করিয়া গৃহলক্ষ্মীর জন্য একছড়া স্বর্ণহার খরিদ করিয়া বসেন। যাঁহারা নিতান্ত নিরুপায়, তাঁহারাও কেমিকেল কেনেডিয়ান[১] প্রভৃতি নামধারী সোনার গহনা দ্বারা সাধ পুরাইতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকগণের সাজসজ্জার এতাধিক আড়ম্বর ছিল না। কমলার ন্যায় মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থ কন্যাগণ অল্পমূল্যের দুই একখানি স্বর্ণালঙ্কার ব্যতীত প্রায় সমস্তই রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। কমলার নাকে একটী ছোট নথ, কানে দুইটী মাকড়ী এবং গলায় কয়েকটী ফাঁপা মাদুলী ভিন্ন সোণার গহনা আর কিছু ছিল না। ইহা ব্যতীত, তাঁহার হাতে ফাঁপা বালা, বাজু, পায়ে মল আর কটিতে একখানি গোট রজত-নির্ম্মিত ছিল। এই সকল অলঙ্কারের মূল্য দুইশত পঁচিশ টাকা হওয়া সম্ভবপর নহে, এ কথা মথুরানাথ পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। বিশেষ, নাএক শিবিরে প্রকৃত মূল্য দিয়া গহনা খরিদ করিবার লোকও কেহ ছিল না। সুতরাং মথুরানাথকে দুইশত পঁচিশ টাকা মুক্তিপণের জন্য লালায়িত হইতে হইয়াছিল।

---

১. স্বর্ণ-বর্ণ অলঙ্কার, নকল গহনা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিদায় হই—মনে রেখো

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। মথুরানাথ দুইজন নাএক সৈনিক লইয়া প্রত্যূষে বাড়ী যাইবেন স্থির হইয়া গিয়াছে। তিনি নির্দ্দিষ্ট কারাকুটীরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সৈনিক নিবাসে বীরসিংহ ও বিজয় নাএক শয়ন করিয়াছে। বনস্থলীর বৃক্ষরাজী কাঁপাইয়া নিদাঘবায়ু শাঁ শাঁ শব্দে বহিতেছে। নাএক শিবিরে দুই একজন রক্ষী জাগিয়া পাহারা দিতেছে, দূরে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি বনজন্তুর বিকট ধ্বনি মধ্যে মধ্যে নৈশ নিস্তব্ধতা প্রতিহত করিতেছে। হঠাৎ সৈনিক নিবাস হইতে একজন সুন্দর যুবা পুরুষ বহির্গত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নিকটস্থ রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, বীরসিংহ! উঠিলে কেন?

বীরসিংহ। গরমে আমার ঘুম হয় না।

রক্ষী। আচ্ছা ভাই, এতলোক থাকিতে, সর্দ্দারজী তোমাকে মেদিনীপুর যাইতে আদেশ করিলেন কেন?

বীর। কি জানি ভাই, কিছু ত বুঝি না। যাহা হউক সর্দ্দারের হুকুম তামিল করিতেই হইবে।

রক্ষী। তা যাও, কিন্তু হুঁসিয়ারে যাবে। আজকাল চারিদিকে ফিরিঙ্গির চর ঘুরাফেরা করে।

বীর। আরে ভাই, কপালে যা আছে তাই হবে, কপাল ছাড়া পথ নাই। আচ্ছা, ভাই, পাহারাওয়ালা, তুমি কি সারারাত জেগে থাক? সব পাহারাওয়ালা কি তোমার মত জেগে বসে আছে?

রক্ষী। সবাই আর কি জেগে থাকে ভাই, এক একবার সকলেই ঘুমিয়ে যায়; কিন্তু আমি আমার কাজ ভুলি নাই।

বীর। তুমি আমার একটী উপকার করতে পারবে?

রক্ষী। কি রকম উপকার বল দেখি!

বীর। তুমি একবার দেখে এস, মেয়েমহলে পাহারাওয়ালারা জেগে আছে কিনা!

রক্ষী। (ঈষৎ হাসিয়া) মেয়েমহলে তোমার এত রাত্রে দরকার কি?

বীর। আমি একবার চামেলীর সঙ্গে দেখা করিব।

রক্ষী। তা চামেলীর সঙ্গে তুমি দিনের বেলায় দেখা করিতে পারিতে। রাত্রিতে গোপনে তাহার সঙ্গে দেখা করিবার প্রয়োজন কি?

বীরসিংহ। দিনের বেলা নানা কার্য্যের দায়ে আমি তাহার সহিত দেখা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এখন তাহার সঙ্গে একবার দেখা করা নেহাৎ দরকার। আমার যা-কিছু গহনা-কড়ি আছে, আমি চামেলীর নিকট রাখিয়া মেদিনীপুর যাইব। তুমি একবার আমার সঙ্গে আইস।

ইহা বলিয়া বীরসিংহ রক্ষীর হস্তে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। রক্ষী আর কোনও আপত্তি না করিয়া জেনানা-মহলের দিকে অগ্রসর হইল। বীরসিংহ তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। বীরসিংহ দেখিলেন জেনানা মহলের রক্ষীগণ সকলেই ঘুমে ঢুলিতেছে। তিনি আপন সহগামী প্রহরীকে একস্থলে উপস্থিত থাকিতে বলিয়া, ধীরে ধীরে চামেলীর শয়নকক্ষের দক্ষিণপার্শ্বে গিয়া দেখিলেন কক্ষবাতায়ন উন্মুক্ত রহিয়াছে। কক্ষমধ্যে সুগন্ধি তৈল-দীপ তখনও জ্বলিতেছে। দীপালোকে খট্টশায়িনী পূর্ণযৌবনা চামেলীর রূপালোক সম্মিলিত হইয়া কক্ষমধ্যে এক অপূর্ব্ব বিনোদময় মধুর আলোকচ্ছটা বিস্তার করিতেছে। আর সেই আলোকদৃষ্টে একটা বনপতঙ্গ বাতায়নপথে কক্ষে প্রবেশ করিয়া চামেলীর অঙ্গে পতিত হইতেছে। বীরসিংহ নির্ণিমেষ নয়নে সে দৃশ্য ক্ষণকাল দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন, আমি যদি বন পতঙ্গ হইতাম, তাহা হইলে এই বাতায়নপথে কক্ষে প্রবেশ করিয়া এই ললনা কুসুমোত্তমা চামেলীর তরঙ্গ-স্পর্শ-সুখ সম্ভোগে আজ ইহজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতাম। হায় আমি কেন মানুষ হইয়াছিলাম! বীরসিংহ বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে কক্ষাভ্যন্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন চামেলী একাকিনী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ধীরে ধীরে চামেলীর নাম ধরিয়া ডাকিলেন। চামেলী জাগ্রত হইয়া বাতায়ন মুখে জনৈক ব্যক্তিকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন কে তুমি? উত্তরে বীরসিংহ বলিলেন, আমি বীরসিংহ। চামেলী তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এ গভীর রাতে তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? বীরসিংহ তদুত্তরে বলিলেন, বোধ হয়

শুনিয়া থাকিবে আমাকে প্রভাতে মেদিনীপুর যাইতে হইবে। তোমাকে একবার দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল, আমি সে ইচ্ছা কোন প্রকারে সম্বরণ করিতে পারিলাম না ; তাই একবার দেখিতে আসিলাম। মেদিনীপুরের পথ এক্ষণে বিপদ-পূর্ণ। জানি না ভাগ্যে আমার কি ঘটিবে! হয়ত এই দেখাই শেষ দেখা হইবে। আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতে ভালবাসি, আর আমার বিশ্বাস, যে তুমিও আমাকে ভালবাস, এবং আমাদের পরস্পরের ভালবাসা বয়োবৃদ্ধি সহিত বৃদ্ধি পাইয়াছে! তুমি যদি কখনও আমায় ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে আজ আমি এই শেষ অনুরোধ করিতেছি যে, এই হতভাগা বীরসিংহকে মনে রাখিও। জগতে আমার কিছুই নাই যে তোমাকে আমার ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ প্রদান করিব ;—আছে কেবল এই একটি অঙ্গুরীয়, যদি দয়া করিয়া অনুমতি কর তাহা হইলে এ দাস ঐ নবীন চম্পকাঙ্গুলে এইটী পরাইয়া দিয়া বিদায় হয়।

চামেলী বাল্যকাল হইতে বীরসিংহকে অনেকবার দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে কখনও এতাধিক কথা শুনেন নাই। আজ তৃতীয় প্রহর রাত্রে বীরসিংহের অনুরাগপূর্ণ প্রাগুক্ত অসম্বন্ধ কথা শুনিয়া তিনি তাহার কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়, কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাব-সমীর হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি আপন চিত্ত সংযম করিয়া ভাবিলেন, এ যুবককে এ রাত্রে এস্থলে লোকে দেখিলে আমার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে পারে। যতশীঘ্র হয় ইহাকে বিদায় করাই মঙ্গল। চামেলী বীরসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বীরসিংহ! কোথায়, কি অঙ্গুরীয় দিবে দাও, আমি নিজে পরিব। আর তুমি এখান হইতে শীঘ্র আপন স্থানে চলিয়া যাও, বিলম্ব করিও না। বীরসিংহ হস্ত প্রসারিত করিয়া বাতায়ন পথে চামেলীর করে আপন হীরক অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক একবার তাঁহার কোমল কর-কমল স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া বলিলেন, চামেলি! তবে এক্ষণে চলিলাম, বিদায় দাও, আমাকে মনে রাখিও!

বীরসিংহ আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে আপন গন্তব্যপথে ধাবিত হইলেন। দেখিলেন পথিমধ্যে সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রহরী তখনও তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বীরসিংহ তাহাকে সঙ্গে লইয়া সৈনিক নিবাসে পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং প্রভাতে উঠিয়া বিজয় নাএক ও মথুরানাথকে সঙ্গে লইয়া মেদিনীপুরের পথে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে কি আর আসিবে না

মুক্তিপণ আনয়নার্থে মথুরানাথ বীরসিংহ ও বিজয়কে সঙ্গে লইয়া প্রত্যুষে মেদিনীপুরের পথে চলিয়া গিয়াছেন। চামেলীর মন আজ যেন একটু চঞ্চল, একটু শান্তিহারা! নির্ব্বাত নিষ্কম্প বিমল সরসীবক্ষের ন্যায় তাঁহার প্রশান্ত হৃদয় সরোবরে কে যেন লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে। চামেলীর বদনে আজ সে বাল্যভাব নাই, মুখ যেন একটু ভারি ভারি। নয়নে সে সারল্য নাই, নয়ন যেন বিদ্যুৎ-বিক্ষেপী সজল জলদ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অঙ্গভঙ্গিতে সে স্ফূর্তি নাই, শরীর জড়জড়ে।

চামেলী প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া বনে বনে বেড়াইতেন। বনফুল তুলিয়া দুই চারিটা মাথায় পরিতেন, কয়েকটা আনিয়া ঘরের মেজের উপর ছড়াইতেন। আজ একবার মাত্র বাহিরে গিয়া বাহির হইতে গৃহে আসিয়া আপন কক্ষমধ্যে শুইয়া রহিয়াছেন। চামেলী ভাবিতেছেন, বীরসিংহ অনেক দিনের পর গতকল্য গভীর রাত্রে কেন আমাকে দেখিতে আসিল, দেখিতে আসিয়া কেনই বা আমাকে ওরূপভাবে একথা বলিল! বীরসিংহকে আমি ত কখনও প্রণয়-চক্ষে দেখি নাই, কখনও ত তাহার রূপগুণ ভাবি নাই, তাহার অনুরাগিনী হই নাই, সে কি আমার অনুরাগী, আমার রূপগুণের পক্ষপাতী নিশ্চয় তাই; নচেৎ সে রাত্রে কেন আমাকে গোপনে দেখিতে আসিবে, দেখিতে আসিয়া ওরূপভাবে কেন আমাকে ওসকল কথা বলিবে। বীরসিংহ কি আর এখানে আসিবে না! আমি তাহার কথার যথাবিহিত উত্তর দিই নাই, তাহার সহিত যদি আবার দেখা হয়, আমি ও তাহাকে অনেক কথা বলিব।

স্নানের সময় উপস্থিত হইল। চামেলীর পরিচারিকাগণ তাঁহাকে স্নান করিতে ডাকিল, তিনি অনিচ্ছায় উঠিয়া স্নান করিলেন, আবার শয্যায় শুইলেন, আবার আপন মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে আহারের সময় আসিল, চামেলীর পাচিকা আহার করিতে ডাকিল, চামেলী উঠিলেন, অনিচ্ছায় সামান্য আহার করিয়া আসিয়া আবার সেই শয্যায় শুইলেন, আবার সেই চিন্তায় ডুবিলেন। এইরূপে প্রায় সমস্তদিন কাটাইয়া বৈকালে চামেলী আপন চিত্ত-

চাঞ্চল্য নিবারণের চেষ্টা করিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, দূর হউক আর ওসকল কথা ভাবিব না। একবার বাহিরে বেড়াইয়া আইসি। সেই রামায়ণ-পাঠক মথুরানাথের মেয়েকে দেখিয়া আসি; শুনিয়াছি মেয়েটি বড় ভাল। চামেলী আপন সান্ধ্য-পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক শিবিরস্থিত রমণী কারাগারের দিকে চলিলেন এবং কারারক্ষীগণের উপদেশানুসারে কমলা ও রামার মার কারাকুটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মনের মতন রতন মিলিল

বন্দীশালায় উপস্থিত হইয়া চামেলী মথুরানাথ-তনয়া কমলার সৌন্দর্য্য দর্শনে পুলকিতা হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার মানসে, তাঁহাকে রামার মার সহিত আপন আবাসে আহ্বান করিলেন। কমলা এবং রামার মা প্রথমতঃ সেই অপরিচিতা রমণীর সহিত যাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন; কিন্তু চামেলীর সরল বচনে এবং বিনীত ভাব দৃষ্টে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। চামেলী তাঁহাদিগকে আপন প্রকোষ্ঠে লইয়া সুন্দর দারুময় আসনে উপবেশন করাইলেন এবং স্বয়ং কমলার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। চামেলী কমলার নয়নোপরি আপন আয়ত নয়ন বিস্তার করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে তাঁহাকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

কমলা তদুত্তরে বলিলেন,—"আমার নাম কমলা"।

চামেলী। তোমার বেশ নাম।

কমলা। তোমার নাম কি ভাই?

চামেলী। আমার নাম চামেলী।

কমলা। আহা তোমার নামটী বড় সুন্দর।

চামেলী। ছাই সুন্দর! বুনো লোকের বনফুলের নাম!

কমলা। ও কথা বলো না দিদি, চামেলীর মত সুন্দর সুরভি কুসুম বোধ হয় অনেক বড় বড় সহরে রাজ-উদ্যানেও নাই।

চামেলী। তোমার স্বামী কোথা আছেন, বোন্।

কমলা। তিনি বোধ হয় এখনও বাড়ীতে আছেন। তিনি বিষ্ণুপুরে চাকরী করেন।

চামেলী। তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার কতদিন দেখা হয় না?

কমলা। (ঈষৎ হাসিয়া) আজ এই পাঁচ দিন।

চামেলী। ও-দিদি! তুমি তবে স্বামীর আদর খেয়ে এসেছ!

কমলা। তোমার স্বামী কোথা আছেন, দিদি?

চামেলী। কোথা আছেন তা ভগবান জানেন!

কমলা। সে কি দিদি! এমন বয়সে স্বামীর খোঁজ রাখ না।

চামেলী। আর কি খবর রাখ্‌ব, সই; বলতে কি, আমার এখনও বিয়ে হয় না।

কমলা। এ বয়সে বিয়ে হয় না! যৌবন যে যায় লো দিদি। তোমার বয়স কত, ভাই?

চামেলী বয়স হয়েছে বৈকি, বোধ হয় ষোল বছর।

কমলা। তা এ বয়সে বিয়ে কর নাই কেন?

চামেলী। কি করি বোন্, মনের মত মানুষ পাই নাই।

কমলা। আগে থেকে কি কেউ মনের মত হয় গা! কাছে রেখে তুমি যাকে মন দিবে, সেই তোমার মনের মত হবে।

চামেলী! তবু প্রথমটা চোখে লাগা চাই; তা না হলে মনে লাগ্‌বে কেন!

কমলা। তা ঠিক কথা বটে। বিশেষ যৌবনে রূপের পিপাসাটা কিছু বেশী থাকে, কিন্তু বয়স যত বেশী হয় ততই গুণ ভাল লাগে।

চামেলী। আচ্ছা দেখ, আমাদের সমাজে মেয়ে মানুষের বেশী বয়সে বিয়ে হয়, আমরা নিজে নিজে পছন্দমত বর খুঁজে নিতে পারি। কিন্তু তোমাদের সমাজে মা-বাপ যাকে পায় তারেই এনে মেয়ের সঙ্গে ছোট বেলায় বিয়ে দেয়, তাতে সকলে কি মনের মত স্বামী পায়?

কমলা। রূপ চোখের কাছে। যাকে যার চোখে লাগে তাঁর কাছে সেই সুন্দর। আমাদের সমাজে কন্যার মা-বাপ যাকে স্বামী বোলে

মেয়েকে দেখিয়ে দেয়, মেয়ে ছোটবেলা হতেই তাকে ভালবাসতে শেখে, তার রূপ-গুণের পক্ষপাতী হয়; কাজেই ভদ্রসমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মনের অমিল প্রায় দেখা যায় না।

চামেলী। জানি নাই বোন্, তোমাদের সমাজের মেয়েমানুষ কি রকম! কিন্তু তোমাদের সমাজের নিয়ম আমাদিকে ভাল বোধ হয় না।

কমলা। ও সকল অনেক কথা। যাদের যেমন দেশাচার, তাদের সেইটী ভাল লাগে। কিন্ত আমার বোধ হয়, দেশাচার মাত্রেই এক-একটু খুঁত আছে। নিখুঁত পদ্ধতি কোথাও নাই, কেউ চালাবার চেষ্টাও করে না; সকলেই আপন আপন দেশী প্রথার গোঁড়া।

চামেলী। তোমার কতদিন বিয়ে হয়েছে, বোন ?

কমলা। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে।

চামেলী। এখন তোমার বয়স কত ?

কমলা। সতের বছর।

চামেলী। ওঃ এত অল্প বয়সে তোমার বিয়ে হয়েছিল!

কমলা। আমাদের সমাজে এইরকম হয়। আমাদের বিবাহ-কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সংযোগ আছে। কেবল ইন্দ্রিয় বাসনা চরিতার্থ করা বিবাহের উদ্দেশ্য নয়।

চামেলী। যা'হউক তোমার বয়স যদি সতর বছর হয়, তা'হলে তুমি আমার চেয়ে একবছরের বড়। এবার আমি তোমাকে দিদি বল্‌ব, আমি তোমার ছোট ভগ্নী।

চামেলীর কথা শুনিয়া কমলা বড় সুখী হইলেন। তিনি কয়েকদিনের পর আজ মনের মত মানুষের সহিত প্রাণ ভরিয়া কথা কহিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন। চামেলী তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিদি, তোমরা এই আড্ডায় কয়দিন আসিয়াছ ?"

কমলা। আজ চার দিন এখানে আছি। ইহা বলিয়া কমলা পথের দুর্ঘটনা, তাঁহার পিতার মুক্তিপণ আনয়নার্থ বাটী গমন প্রভৃতি সমস্ত বিপদের কথা একে একে চামেলীকে বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

চামেলী কমলার হাত ধরিয়া বলিলেন, দিদি কেঁদনা, তোমার ভয় নাই,

এরা সেরকম ডাকাত নয়! আমি থাক্‌তে তোমার কোন কষ্ট হবে না।
মুখ ধোও, কিছু খাবার খাও।

কমলা। ভগ্নি, আমি এখন কিছু খাব না।

চামেলী। এখানে তোমার আহারের কোন কষ্ট হয় না ত?

কমলা। না বোন্; তা খাবারের কষ্ট কিছুই হয় না। ডাকাতেরা এমন ভাল খাবার দেয়, তা আগে মনে ভাবি নাই।

চামেলী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্থানান্তর হইতে একটী ছোট পাথরবাটী পুরিয়া কিঞ্চিৎ সুগন্ধিতৈল ও একখান চিরুণী আনিয়া কমলার পশ্চাতে বসিয়া তাহার আলুলায়িত কেশরাশি পরিষ্কার করিয়া একটী সুন্দর লোটনী[১] বাঁধিয়া দিলেন। পরে একখানা রুমাল আনিয়া কমলার মুখ চোখ ঘাড় পিঠ মুছাইয়া দিয়া পার্শ্বস্থ সিন্দুক হইতে একখানা ভাল বারাণসীর শাড়ী ও এক জোড়া সোণার বালা বাহির করিয়া কমলাকে পরাইতে চেষ্টা করিলেন। রামার মা এতক্ষণ নীরব ছিল। সে এক্ষণে চামেলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মা ঠাকুরাণী জানি নাই আপনি কে? কিন্তু আপনার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় আপনি কোনও বড়লোকের মেয়ে; নচেৎ এত দয়া এত বড় নজর সামান্য লোকের হইতে পারে না। যাহা হউক, আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; ওরকম বস্ত্র অলঙ্কার এখানে এ কয়েদ অবস্থায় কমলার মত মেয়ে-মানুষের পরা ভাল দেখায় না; কমলার কুৎসা রটিবে। রামার মার কথা শুনিয়া তাহাকে চামেলী বিনয় বচনে বলিলেন, বাস্তবিক বটে, তুমি খুব পাকা মেয়েমানুষ। পরে কমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন ভগ্নি, যদি তোমার পক্ষে এ অবস্থায় শাড়ী, বালা পরা উচিত না হয়, তবে তোমার পরনের এই ময়লা কাপড়খানি ছাড়িয়া একখানি ফর্সা ধুতি পর, তাহাতে কেহ দোষারোপ করিবে না। ইহা বলিয়া চামেলী শাড়ী বালা যথাস্থানে রাখিয়া একখানি সাদা ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া কমলাকে পরাইয়া দিলেন এবং আপন কবরী হইতে একটি সুদীর্ঘ টাটকা শালফুল উন্মোচন পূর্ব্বক কমলার মাথার খোঁপায় গুঁজিয়া দিলেন। কমলার রূপ এবার দ্বিগুণ ফুটিয়া উঠিল। চামেলী কমলার চিবুক ধরিয়া হাসিমুখে বলিলেন, দিদি কমলে, তুমি আমার "শালফুল"। আজ থেকে আমি তোমাকে "শালফুল" বলিয়া

---

১. আলগা খোঁপা।

ডাকিব। আর যেদিন তুমি আমাকে এ বনে ফেলিয়া রাখিয়া আপন পিত্রালয়ে যাইবে, সেদিন আমি তোমাকে আমার ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ সেই শাড়ী বালা পরাইয়া দিব। কমলা লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, ভগ্নি, তোমার গুণরাশি আমি কখনও ভুলিব না, তোমার ঋণপাশে আমি চিরদিন আবদ্ধ থাকিব। ক্ষণপরে চামেলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগ্নি, তুমি আমার সকল পরিচয় পাইয়াছ, আমি তোমাকে সকল কথাই বলিয়াছি, এক্ষণে আমার একটী বিষয় জানিতে বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

চামেলী কমলাকে বাধা দিয়া বলিলেন, দিদি, কি এমন গুরুতর কথা আছে যে আমি তোমাকে বলিব না!

কমলা হাসিয়া বলিলেন, দিদি, তোমার পিতামাতা কোথা আছেন, তাঁহারা কে, এবং তাঁহারা কিংকার্য্য করেন, এসকল কথা জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। যদি বাধা না থাকে সবিশেষ বলিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।

চামেলী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, আমার মাতা বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমার পিতা এই শিবিরস্থিত তাবতীয় সৈন্যের অধিনায়ক, তাঁহার নাম অচলসিংহ।

কমলা চামেলীর পরিচয়প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত এবং আহ্লাদিত হইলেন। তিনি চামেলীর প্রতি বিনীতবচনে বলিলেন; জানি নাই, আপনি দেবী কি মানবী! আপনি যিনিই হউন, আপনি যাহাকে দয়া করিয়া দিদি সম্বোধন করিয়াছেন, তাহার এ জগতে কিসের ভয়, কিসের অভাব! কিসের কষ্ট! এ শিবির আমার এক্ষণে প্রমোদ কানন, আর এই কারাকক্ষ আমার আনন্দনিকেতন। আমি আজ সমস্ত আপদ-বিপদ ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

ইতিমধ্যে শিবির-প্রাঙ্গণে সান্ধ্যতোপ শব্দিত হইয়া বন্দীগণকে কারাকক্ষে প্রবেশ করিতে সংকেত করিল। কমলা এবং রামার মা চামেলীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। চামেলী কমলার কর ধারণপূর্ব্বক বিষণ্নবদনে তাঁহাকে বিদায়সূচক ইঙ্গিত করিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

দারুণ কষ্ট

কয়েকদিনের মধ্যে চামেলীর সহিত কমলার সম্ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিল। কমলা দিবাভাগে অধিকাংশ সময় চামেলীর সহবাসে থাকিতেন, রাত্রিকাল কারাকুটীরে অতিবাহিত করিতেন। পাঁচদিন মথুরানাথ মুক্তিপণ আনয়নার্থে বাড়ী গিয়াছেন, আজও প্রত্যাগমন করেন নাই। কমলা গতকল্য সমস্তদিন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তিনি তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আপন চিন্তার বিষয় চামেলীর নিকট বিবৃত করিলেন। চামেলী তাঁহাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিয়া আরও দুই-একদিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কমলা সেদিন দিবা-অবসানে চামেলীর নিকট হইতে কারাকুটীরে আসিয়া আপন পিতার অমঙ্গল চিন্তায় রাত্রি কাটাইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, মথুরানাথ আসিলেন না। কমলা আজ বড়ই ব্যাকুলিতা তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগে না। তিনি সেদিন চামেলীর কক্ষে না গিয়া আপন কারাকুটীরে বসিয়া প্রতি মুহূর্তে পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা যতই বাড়িতে লাগিল তাঁহার ব্যাকুলতা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি আর বসিতে পারিলেন না, কারাকুটীরের মলিন শয্যায় শায়িতা হইয়া আপন স্নেহময় পিতার বিপদ আশঙ্কা করিয়া চিন্তার প্রবল তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। স্নানের সময় আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, কমলা স্নানাহার পরিত্যাগ করিয়া পিতাকে ভাবিতেছেন, আপন বিপদের কথা পর্য্যালোচনা করিতেছেন। তিনি রামার মাকে আপন ভাবনার বিষয় জানাইলেন। রামার মা তাঁহাকে নানাপ্রকার কথায় প্রবোধ দিয়া বহুকষ্টে যৎসামান্য আহার করাইলেন। কমলা আহার করিয়া আবার শুইলেন, আবার সেই ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় রামার মা কমলার অবস্থা দেখিয়া কাতর হইল এবং একাকী চামেলীর কক্ষে গিয়া তাঁহাকে সকল কথা জানাইল। রামার মার কথা শুনিয়া চামেলী দুঃখিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন মথুরানাথের সহিত

বীরসিংহও গিয়াছে, ইহাদের কি কোনও বিপদ ঘটিল? তিনি রামার মার সহিত অচিরকাল মধ্যে কমলার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চামেলীকে দেখিয়া কমলা কাঁদিতে লাগিলেন। চামেলী কমলার করধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নানাপ্রকার আশ্বস্তবচনে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রমধ্যে মথুরানাথের সংবাদ আনাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ক্রমে আরও দুইদিন কাটিয়া গেল, মথুরানাথ আসিলেন না। কমলার চিন্তাবেগ এইবার উথলিয়া উঠিল। তিনি না কাঁদিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। চামেলী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বড় কাতরা হইলেন এবং আপন পিতৃসমীপে সবিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। সেনাপতি অচলসিংহ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও চামেলীর অনুরোধে মথুরানাথ ও তাঁহার সহগামী সৈনিকদ্বয়ের অনুসন্ধানার্থ দুইজন সুদক্ষ অনুচর নিয়োজিত করিলেন। কয়েকদিনের পর অচলসিংহের প্রেরিত অনুচরগণ প্রত্যাগত হইল; কিন্তু সংবাদ বড় ভীষণ। তাহারা জানাইল যে ইংরেজের গোয়েন্দাগণ পথিমধ্যে বীরসিংহ ও বিজয় নায়েকের সহিত মথুরানাথকে ধৃত করিয়া মেদিনীপুরের জেলে আবদ্ধ রাখিয়াছে।

চামেলী এই নিদারুণ সংবাদ কমলাকে না বলিয়া কয়েকদিন গোপন রাখিলেন; কিন্তু আর গোপন রাখা চলিল না। কমলা প্রতিদিন অধিকতর কাতরা হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রভাত সরোজসন্নিভ চলিত-বদন বিশুষ্ক হইয়া গেল, নয়ন কোটরে প্রবেশ করিল। চামেলী অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতে পারিলেন না। তিনি একদিন অতি গোপনে রামার মাকে সকল কথা বলিলেন। মথুরানাথ কারাবদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া রামার মা বড়ই দুঃখিতা হইল; শোকে-দুঃখে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে কমলার জন্য অত্যন্ত চিন্তিতা হইল। রামার মা আপন শোকাবেগ সংযত করিয়া চামেলীকে বলিল, মা ঠাকুরাণি! এ দারুণ সংবাদ কমলা শুনিলে মূর্চ্ছিতা হইবে, তাহাকে এক্ষণে সকল কথা বলা হইবে না। রামার মা চামেলীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রকৃত কথা গোপন পূর্ব্বক, মথুরানাথ পীড়িত হইয়া বাড়ীতে আছেন এবং আরোগ্য হইলে শীঘ্র আসিবেন এইরূপ সংবাদ কমলার নিকট প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিয়া উঠিল। কমলা মথুরানাথের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আরও অধিক উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি আহার একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়া কখনও আপন মনে চিন্তা করিতেন, আর

কখনও রোদন করিতেন। চামেলী কমলার অবস্থা দেখিয়া আর কোন কথা গোপন না রাখিয়া মথুরানাথের বন্দী হওন বৃত্তান্ত সরলভাবে কমলাকে জানাইলেন। তিনি কমলাকে আরও বলিলেন যে সেনাপতি কর্তৃক শীঘ্রমধ্যে মথুরানাথের উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করা হইবে এবং কমলাকে সম্মানের সহিত তাঁহার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করা হইবে।

চামেলীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া কমলা আর কাঁদিলেন না। তিনি কয়েকদিন অনেক কাঁদিয়াছিলেন, এক্ষণে বিপদের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া, এবং বিপদ উদ্ধার হইবার উপায়ন্তর না দেখিয়া তিনি সেই সর্ব্ববিপদবিনাশন দয়াময় হরির চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি চামেলীকে বলিলেন—"ভগ্নি, আমাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্যই বোধহয় বিধাতা তোমাকে এই বনপ্রদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তুমি না থাকিলে এই ঘোর বিপদসাগরে অদ্যই কমলার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত!" পরদিন চামেলী আপন পিতার অনুমতি লইয়া কমলাকে রামার মার সহিত আপন আবাসকক্ষে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং অনুক্ষণ তাঁহার সহিত সদালাপে তাঁহার চিত্তবৈকল্য নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নানাকথা—বিপদের উপর বিপদ

মথুরানাথ গনগনির জঙ্গলস্থিত নাএক সেনানিবাস হইতে দুইজন সৈনিক পুরুষ সঙ্গে লইয়া, আপন কন্যার ও পরিচারিকার মুক্তিপণ আনয়নার্থ মেদিনীপুরের পথে বাড়ী যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ইংরেজ কোম্পানির কতিপয় গোয়েন্দা ছদ্মবেশধারী নাএক সৈনিকদ্বয়ের আকার প্রকার ও তাহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে লুক্কায়িত অস্ত্র দেখিয়া তাহাদিগকে দস্যু নিশ্চয় করিল এবং মথুরানাথকে তাহাদের সহযোগী ভাবিয়া তাহাদের তিনজনকেই গ্রেপ্তার করিল। নিরীহ মথুরানাথ আজ চোরের সহবাসে চোর হইলেন। তিনি গোয়েন্দাগণকে আপন অবস্থা জানাইয়া মুক্তিলাভার্থে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিলেন। কিন্তু অর্থলোলুপ গোয়েন্দাগণ তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না। মথুরানাথ মাথায় হাত চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতর রোদনে গোয়েন্দাগণ কথঞ্চিত ব্যথিত হইয়া এই পর্য্যন্ত বলিল যে,—"দুই তিন মাস পরে তাদের সকলের বিচার হইবে। বিচারে তিনি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইলে অব্যাহতি পাইবেন।"

হতভাগ্য মথুরানাথ দুইজন সঙ্গী নাএক সহ মেদিনীপুরের জেলে আবদ্ধ হইলেন। তিনি আপন বাড়ীতে বা তাঁহার জামাতাব নিকট এইসকল বিপদের সংবাদ পাঠাইতে সুযোগ পাইলেন না। বিপন্ন মথুরানাথ ইংরেজের জেলে আহার নিদ্রা ছাড়িয়া কেবল কমলার অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। হতভাগিনী কমলা নাএকগণের নিয়মানুসারে তাহাদের রমণীমহলে নীতা হইলে পাছে তাহার সতীত্ব নষ্ট হয়, এই ভাবনায় মথুরানাথের মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি সেই অতল বিপদসাগরে পড়িয়া মুদিত নেত্রে বলিতে লাগিলেন,—"মা কমলে আমার কমলাকে রক্ষা করিও।"

এদিকে যখন সেনাপতি অচলসিংহ শুনিলেন যে তাঁহার অধীনস্থ দুইজন সৈনিক ইংরেজের জেলেআবদ্ধ হইয়াছে তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি ইংরেজ অধিকৃত বগড়ির পার্শ্ববর্ত্তী ভারতীয় জনপদে আপতিত হইয়া, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্বজাতীয় নরনারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে আপন সৈন্যগণের

প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন এবং মেদিনীপুরের জেল * ভাঙ্গিয়া বীরসিংহ ও বিজয় নায়ককে উদ্ধার করিবার জন্য প্রচুর আয়োজন করিতে লাগিলেন।

নাএকগণের দারুণ অত্যাচারে হুগলি এবং মেদিনীপুরের মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ জনপদ কাঁপিয়া উঠিল। শতশত নরনারীর রোদনরোলে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া ইংরেজ রাজপুরুষগণের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি বিস্তার করিল। তাঁহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। হুগলি এবং মেদিনীপুরের কর্ত্তৃপক্ষগণ নাএক দমনার্থ গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

---

* মেদিনীপুরে মহারাষ্ট্রীয়গণ যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইংরেজ মেদিনীপুর অধিকার করিয়া তাহাকেই জেলখানা করেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রমণী সুন্দরী—ফাঁকিবাজি।

দেখিতে দেখিতে চারিমাস কাটিয়া গেল। ভাদ্রমাস উপস্থিত। নদীখাল পুষ্করিণী দীর্ঘিকা জলে পূর্ণ হইল। শস্যক্ষেত্র নবীন ধান্যতৃণে সমাচ্ছন্ন হইয়া সুদূর আকাশ-কক্ষব্যাপী অতুল নীলাভশোভা বিস্তার করিল। বগাড়ির বিশাল বনভূমি নবীন গুল্মলতায়, বৃক্ষাবলীর নবীন শাখাপত্রে, সজ্জিতা হইয়া যেন গগনালম্বিত নবীন ঘনঘটায় স্থির-গম্ভীর কালিকাময় মূর্ত্তি অনুকরণ করিল। শিলাবতী নদী নবীন যৌবন-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া পূর্ণ বিকশিত বক্ষভারে ঢলিতে ঢলিতে ধাবিতা হইল। নাএকগণ নূতন অভিযানে বিরত হইলেন এবং শত্রুকুলের আক্রমণ আশঙ্কা পরিশূন্য হইয়া রমণীকক্ষে বিরাম সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বনরাজ্য রক্ষার্থ চারিদিকে যে-সকল অনুচর নিয়োজিত ছিল তাহারা অসতর্কভাবে আপন ঘাটির চৌপায়ায়[১] শুইয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

মথুরানাথ-তনয়া কমলা নাএকগণের নারী-নিবাসে নীতা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে চামেলীর কৃপায় কোন কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই; তিনি অনেক সময় আপন বিপদের অবস্থা ভুলিয়া যাইতেন। কিন্তু সময়ে সময়ে যখন তিনি ভাবিতেন যে হয়ত এ জীবনের মত তিনি মাতাপিতার স্নেহসুখে, স্বামীর প্রণয়সুখে বঞ্চিত হইলেন; বাল্যে কৈশোরে যাহাদের সহিত খেলা করিয়াছেন, আমোদ করিয়াছেন, সেই সরলা সঙ্গিণীগণকে আর দেখিতে পাইবেন না; সেই সুখময় ভবনে, আনন্দময় স্বামী-নিকেতনে আর প্রবেশ করিতে পারিবেন না; তখন তাঁহার গণ্ড দুইটী নয়নজলে ভাসিয়া যাইত। আবার যখন মনে ভাবিতেন যে সেইসকল প্রিয়জন, সেই মাতা-পিতা, স্বামী তাঁহার অমঙ্গল চিন্তায় বড়ই কাতর হইতেছেন, স্বামী হয়ত তাঁহাকে অসতীজ্ঞানে দুঃখিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার মস্তক উন্মাদদশা প্রাপ্ত হইত। কিন্তু কমলার হৃদয় বঙ্গীয রমণীজনসুলভ

১. ঘাট

নিতান্ত কোমল উপাদানে গঠিত হয় নাই; তিনি প্রচুর মানসিক তেজঃসম্পন্না ছিলেন। সেই তেজঃপ্রভাবে কমলা আপন চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতেন। তাহা ব্যতীত কমলার এই তমোময় দুর্দ্দিনে তাঁহার নয়নসমক্ষে দুইটী শান্তি-প্রদ আলোকশিখা বিদ্যমান ছিল। সে দুইটী চামেলী এবং রামার মা। কমলা চামেলীকে বনদেবীজ্ঞানে মনে মনে পূজা করিতেন এবং রামার মাকে আপন জননী নির্ব্বিশেষে ভক্তি করিতেন।

চামেলী কমলাকে মুক্তি দিয়া তাঁহার স্বামীর ভবনে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া একদিন প্রতিশ্রুতি হইয়াছিলেন। কমলা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। কিন্তু কয়েকটী কারণে চামেলী আপন বাক্য এতাবৎকাল রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথম কারণ এই যে চামেলী এ সময়ে আপন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কমলা সম্বন্ধে কোনেও কথা বলিবার সুযোগ পাইতেন না। দ্বিতীয়তঃ লাবণ্যবতী কমলাকে কাহার সহিত বিদায় দিবেন সেরূপ বিশ্বস্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করা চামেলীর পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ প্রেমিকা চামেলী কমলার প্রনয়পাশে এতাধিক আবন্ধ হইয়াছিলেন যে কমলার সহবাস পরিত্যাগ করিতে তাঁহার মনে একটা বিশেষ ব্যগ্রতা জন্মায় না, এবং চতুর্থ কারণ এই যে, মথুরানাথকে মেদিনীপুর জেল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার সহিত কমলাকে সগৌরবে বিদায় দিতে চামেলীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল।

বন্দিনী কমলা একদিন বৈকালে মনোমধ্যে নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা আন্দোলন করিয়া চামেলীর সম্মুখে মলিনমুখে সমাগত হইলেন। চামেলী কমলার চিন্তাবেগ বিষয়ান্তরে ফিরাইবার মানসে তাঁহাকে সঙ্গী লইয়া শিবির বাহিরে ক্ষণকাল বেড়াইবার জন্য আপন সান্ধ্যসজ্জায় নিরত হইলেন। তিনি একখানা বুটাদর ছিটের ঘাঘরী পরিয়া বক্ষে একটী সুন্দর কাঁচলি চোস্তভাবে আঁটিয়া তাহার উপর একখানা রেশমী ওড়না ছড়াইয়া দিলেন। মাথার কেশরাশি আঁচড়াইয়া অলুলায়িতভাবে পৃষ্ঠে ফেলিয়া দিলেন। পায়ে একজোড়া জড়ির জুতা পরিলেন। অলংকারের মধ্যে চামেলী পরিলেন, কানে কুণ্ডল, গলায় সোণার হার, হাতে সোনার বালা, আর আঙ্গুলে হীরকাঙ্গুরীয়। ভ্রমণ-সজ্জার এই সকল উপকরণ ব্যতীত, চামেলী আপন অভ্যাসমত কটিদেশে

একটী সুন্দর কারুকার্য খচিত কটিবন্ধ বাঁধিয়া তাহাতে একখান সকোষ কিরীচ ঝুলাইয়া দিলেন। পরে কমলার হস্তধারণ করিয়া শিবির বহির্গত হইলেন। রামার মা এবং মতিবালা নাম্নী একজন না এক পরিচারিকা তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কমলা চামেলীর সজ্জাছটা দেখিয়া আপন শোকতাপ বিস্মৃত হইলেন। তিনি চামেলীকে সম্বোধন করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, ভগ্নি শালফুল, আজ বর খুঁজিতে বাহির হইয়াছ কি? তোমার বাহার দেখিলে পুরুষ দূরে থাক, স্ত্রীলোকের মনও ভুলিয়া যাইবে! কমলার কথা শুনিয়া চামেলী হাসিলেন এবং তাঁহার স্ফূর্ত্তি দেখিয়া সুখী হইলেন।

বনের শোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহারা সকলে শিলাবতীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চামেলী দেখিলেন নদীর ঘাটে নাএক আড্ডার একখানা নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। তিনি নৌকার মাঝিকে তল্লাস করিলেন কিন্তু মাঝির দেখা পাইলেন না। তখন চামেলী সঙ্গিনীগণের সহিত নৌকায় উঠিয়া ক্ষণেক জলখেলার মানসে নৌকার দড়া খুলিয়া দিলেন। চামেলী হাল ধরিয়া দাঁড়াইলেন, অন্যান্য রমণীগণ হেলিয়া দুলিয়া দাঁড় টানিয়া নৌকা নদীস্রোতে ভাসাইয়া দিল।

সেই গোধূলিকালে ধূসরবসনা বনভূমিবক্ষে শিলাবতীর শীকরবাহী[১] শীতল সমীর প্রবাহে পূর্ণযৌবনা সুসজ্জিতা চামেলী আপন নিবিড় কৃষ্ণ-কেশরাশি হেলাইয়া সুন্দর বক্ষবসনাচঞ্চল কাঁপাইয়া তরণীর উপরি স্বর্গবিচ্যুতা সুরবালার ন্যায় রমণীয় দৃশ্য বিকাশ করিতে লাগিলেন। এমন মহাসুযোগে সেই প্রেম-প্রতিমার জগৎ মনোমোহিনী মূর্ত্তি নয়নে দেখিলে কোন্ প্রেমিকার হৃদয়ে সঙ্গীতরসের মধুর প্রস্রবণ উচ্ছ্বলিত হইয়া না উঠে! কমলা চামেলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রাণের শালফুল একটী গান গাওনা! ইতিপূর্বে চামেলী কমলাকে দুই একটা প্রণয়-সঙ্গীত শুনাইয়াছিলেন; অদ্য তাঁহার অনুরোধে বিম্বাধর ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া হাস্যবদনে আয়তলোচনা চামেলী উচ্চ মধুর কণ্ঠে রাগিণী ভাঁজিয়া খেমটা তালে গাইতে লাগিলেন।

জানি নাই কেন হেন হ'ল আমার মন উদাসী;
ভারি ভারি লাগে কেন নিজের এ যৌবনরাশি।

---

১. বায়ুচালিত জলকণা

ইচ্ছা হয় কারও করে, সঁপি এই যৌবনভারে,
হাল্কা হয়ে তারি পদে, থাকি পড়ে দিবানিশি।
ছিল বাসনা মনে দিবনা প্রাণ কোন জনে,
সে গুমার এতদিনে' ভাঙ্গল ছি ছি কায় প্রকাশি।
দামিনী জলদ কোলে, লতিকা পাদপ গলে,
অলিফুল সবাই মিলে, আজি হাসে আমায় উপহাসি।

চামেলীকে সাবাসি দিয়া কমলা পুনরায় গানটী গাইতে বলিলেন। চামেলী ফিরিয়া গাইতে লাগিলেন। কমলা হাততালি দিয়া বলিলেন, শালফুল আজ তোমার গানে মনের কথা ফুটে বার হল আর একটী গান গাও; চামেলী হাসিয়া বলিলেন আর গান গাব না। পরে কমলার অনুরোধে আবার একটী গান ধরিলেন।

কোথা হে ও কালাচাঁদ, সেই বাঁশরী বাজাও বারে;
যার মধুর তানে উজান পানে যমুনার ঢেউ গেছল ফিরে।
বয়ে যায় বেগে ধারা,
তরি মোর মাতোয়ারা,
আমি কাণ্ডারীহারা,
পাল টিকে না সমীরভারে
আমি কুলের নারী
ভয় করি শ্যাম অকুল হেরি,
মান রাখ আজ বংশীধারী,
ফিরিয়ে বারি বাঁশীর সুরে।

চামেলী কমলার অনুরোধে গীতটি ফিরিয়া ফিরিয়া গাইতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র বিম্বাধর বিনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত-তরঙ্গ নদীবক্ষে উচ্ছ্বলিত হইয়া আকাশ-প্রান্তর কান্তার প্লাবিত করিল।

চামেলী সঙ্গীত-তরঙ্গে সকলকে ভাসাইয়া আপনিও ভাসিতেছেন, সময়ও ভাসিয়া যাইতেছে, শিলাবতী আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছে, আর সেই রসময়ী রমণীবৃন্দকে বক্ষে ধরিয়া কাণ্ঠময়ী তরণীও আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছে। গোধূলিকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। নিশার তিমির ছায়া চারিদিক পচ্ছন্ন করিয়া ক্রমশঃ শিলাবতী সলিলে এবং বামাকুলের তরণীবক্ষে প্রসারিত হইয়া

পড়িল। আনন্দকগ্ন আরোহীগণের অনবধানতাবশতঃ নৌকা এক্ষণে স্রোত মুখে নদীর অনেক দূরে নিম্নদিকে ভাসিয়া গিয়াছিল। রামার মা চমকিতা হইয়া বলিল, ওগো, এ যে রাত্রি হল, নৌকা কোথা এসেছে দেখ! চামেলী দেখিলেন নৌকা আভ্ডার ঘাট ছাড়িয়া গড়বেতা পল্লীর ঘাট পার হইয়া আরও একটু নীচু দিকে ভাসিয়া যাইতেছে। সকলে তাড়াতাড়ি নৌকা নদীর উজান পথে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নৌকা ফিরিল না। তখন রামার মা এবং চামেলীর পরিচারিকা—"মাঝি মাঝি—কেউ মাঝি আছ গো আমাদের নৌকা সামলাও," বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু একি! চামেলী সেই প্রায়ান্ধকারা রজনীর মধ্য দিয়া দেখিলেন অদূরে নদীর পূর্ব্ব উপকূলে বিস্তর লোক বসিয়া রহিয়াছে। রামার মা-ও তাহাদিগকে দেখিতে পাইল।

সে পুনারায় হাঁকিয়া বলিল—"কেউ আছ হে! আমাদের নৌকা ধর, বক্‌শিশ্ পাবে।" তাহার কথা শুনিয়া সেইসকল লোকের মধ্যে এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের নৌকার মাঝি কোথা?" রামার মা উত্তর করিল,—"আমাদের নৌকায় মাঝি নাই।"

পুরুষ। নৌকায় কে আছে?

রামার মা। নৌকায় আমরা চারজন মেয়েমানুষ আছি।

পুরুষ। এ ত বড় মজার কথা! মেয়ে মানুষের ডিঙ্গি মাঝি-হারা! তা তোমরা কয়জন মাঝি চাও? আমরা এখানে অনেক মাঝি আছি।

রামার মা পুরুষের ব্যঙ্গোক্তি বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"বাবু, এ তামাসার সময় নয়, নৌকা ভেসে যায়, দয়া ক'রে আমাদিগকে বাঁচাও।"

রামার মা'র কাতরোক্তি শুনিয়া আর একজন পুরুষ অগ্রসর হইয়া সেই সকল অজ্ঞাত ব্যক্তিগণের প্রতি আদেশসূচক বাক্যে বলিল,—"চার আদ্‌মি যাকে নৌকা পাক্‌ড়ো।" তাহার কথা শুনিয়া তিন চারিজন লোক তাড়াতাড়ি আসিয়া নৌকার উপর একখান মোটা দড়া নিক্ষেপ করিল এবং তাহা নৌকার উপর গোঁজে বাঁধিবার জন্য রামার মাকে বলিল। দড়া ধরিয়া রামার মা নৌকার পার্শ্বস্থ দাঁড়বাঁধা গোঁজে জড়াইয়া দিল। তখন সেই সকল অজ্ঞাত ব্যক্তি দড়া ধরিয়া নৌকা নদীর তীরের দিকে টানিয়া একটা গাছের গোড়ায় বন্ধন করিল। এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে। পশ্চিমগগনের প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে একখান কালো মেঘ বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিল,

কিন্তু বৃষ্টি হইতেছে না। যে অজ্ঞাত পুরুষের আদেশক্রমে কয়েকব্যক্তি চামেলীর নৌকা নদীতীরে রুদ্ধবন্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার নৌকার দিকে আসিতে দেখিয়া রমণীগণ নৌকায় ছৈয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া বসিল। অজ্ঞাত পুরুষ নৌকায় উঠিয়া রমণীগণকে জিজ্ঞাসা করিল,—"নৌকায় তোমরা কয়জন আছ ?" চামেলী এবং রামার মা উত্তর করিল,—"আমরা চারজন মেয়েমানুষ আছি।"

পুরুষ। তোমরা সকলে মিলিয়া কথা কহিওনা, তোমাদের মধ্যে যে ভাল বুঝিতে পার সেই আমার সওয়ালের জবাব দিবে। চামেলী ইতিপূর্বেই নদীতীরস্থ ব্যক্তিগণকে দেখিয়া বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই পুরুষের আকার-প্রকার দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। তিনি প্রকৃত বিষয় গোপন রাখিয়া অজ্ঞাত ব্যক্তির সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার মানসে তাহার কথামত বলিলেন,—"আপনার সওয়ালের জবাব আমি একা দিব।"

পুরুষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা চারজন পরস্পর কে হও ?

চামেলী উত্তর করিল—"আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ সেরকম কিছু নাই। আমরা চারজন একটু আগে একস্থানে কয়েদ ছিলাম, এখন এক নৌকায় বসে আছি, যা কিছু এই সম্বন্ধ।"

পুরুষ। তোমরা কোথায় কয়েদ ছিলে ?

চামেলী। নাএকদের আড্ডায়।

পুরুষ। (একটু ব্যগ্র হইয়া) তোমরা কি কোরে খালাস্ পেলে ?

চামেলী। আমরা নাএক ডাকাতদের অসাবধানতাবশতঃ ফাঁক পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি।

পুরুষ। এ নৌকা কোথায় পেলে ?

চামেলী। ডাকতদের পারঘাটের নৌকা।

পুরুষ। তারপর।

চামেলী। আমরা নদীতে জল আনিতে আসিয়া দেখিলাম ঘাটের নৌকায় কেহ রক্ষক নাই, অমনি চারজনায় যুক্তি করিয়া নৌকায় উঠিয়া নৌকা খুলিয়া দিলাম।

পুরুষ। তোমরা কোন্ জাতি ?

চামেলী। আমরা এখন বারজেতে[১], আমাদের আবার জাত কি!

পুরুষ। তোমরা কতদিন আড্ডায় কয়েদ ছিলে?

চামেলী। আমি ছয় বৎসর ছিলাম। ইহারা দুই-তিন বৎসর ছিল।

পুরুষ। তোমরা আড্ডায় কি কাজ করতে?

চামেলী। আমি সর্দ্দারের স্ত্রীলোকগণের খিজ্‌মৎ করিতাম, ইহারা তিন জন অপর কাজ করিত।

পুরুষ। তোমাদের ঘর কোথা?

চামেলী। ঘর এখন যমের বাড়ী!

পুরুষ। তোমরা তবে কি যমের বাড়ী যাবে?

চামেলী। ডাকাতদের কয়েদঘরের চেয়ে যমের ঘর ভাল বোধ হয়, তাই যাব।

পুরুষ। দেখ মেয়েমানুষ, আমি আঁধারে তোমার চেহারা ভাল দেখতে পাইনা, কিন্তু তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আর তোমার গলার আওয়াজে বোধ হয় তোমার বয়স খুব নরম, আর তুমি বেশ রসিকা মেয়ে মানুষ আছ। তোমার সঙ্গী ও তিনজনার বয়েস কত?

চামেলী। ওদের মধ্যে একজন আমারই বয়সী, আর দু'জন আধবুড়ো।

পুরুষ। তোমার নাম কি?

চামেলী। ডাকাতদের আড্ডায় আমাকে সকলে দিল্‌জান বলিয়া ডাকিত, আমার এখন সেই নাম দিল্‌জান।

পুরুষ। ক্যা বাত! আচ্ছি নাম হ্যায়! দিলজান মেরি জান্। আচ্ছা ভাই দিলজান তুমি একটু বস, আমি এক ছিলিম তামাক খাই।

ইহা বলিয়া পুরুষ নদীতীরে নামিয়া আপন দলে গেল। নৌকামধ্যে থাকিয়া কমলা এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ চামেলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার কথা শুনিয়া হাসি পাইয়াছিল। চামেলী তাহাদিগকে ধীরে ধীরে বলিলেন, চুপ কর, ভিতরে বোধ হয় অনেক কথা আছে, বড় বিপদ দেখিতেছি।

ইতিমধ্যে সেই অজ্ঞাত পুরুষ একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া নৌকার ছৈয়ের সম্মুখে আসিয়া বসিল। চামেলী বুঝিলেন যে তাঁহাদের সকলের আকার-

---

১, ভিন্ন ভিন্ন জাত, বর্ণ

প্রকার দেখিবার জন্য অজ্ঞাত পুরুষ আলোক লইয়া আসিয়াছে। তিনি মুখ খুলিয়া বসিলেন। তাঁহার কানে কুণ্ডল, গলায় হার, হাতে সুবর্ণ বলয়, তাঁহার সেই স্ফীত বক্ষে সুন্দর কোরতা, তাহার উপর রঙ্গিল ওড়না, তাহার সেই চলিত বদন-ভঙ্গিমা, দেখিয়া পুরুষের মন মোহিত হইয়া গেল। তিনি আলোক সাহায্যে রামার মাকে ও চামেলীর পরিচারিকাকেও দেখিয়া লইলেন। কমলা অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া চামেলীর পশ্চাৎ লুকাইয়া ছিল। পুরুষ তাহাকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। চামেলী পুরুষের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ও ছুঁড়িটা বড় লাজুক, ওকে কাল দিনের বেলায় ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে। এই সময় নৌকারূঢ়া স্ত্রীলোকগণ ও অজ্ঞাত পুরুষকে দেখিয়া লইল। তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, শরীর দোহারা, বর্ণ কাল, মাথার বাবরি চুলের সিঁতে, লম্বা দাড়ি, চওড়া গোঁপ, পরণে ইজার চাপকান, পায়ে নাগরা জুতো, মাথায় পাগড়ী, কোমরে কটীবন্ধ তাহাতে একখান সকোষ অসি ঝুলিতেছে।

চামেলীর সম্মুখে পুরুষ আপন লণ্ঠন রাখিয়া তাঁহার সেই সুন্দর মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া গল্প আরম্ভ করিল।

চামেলী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নাম কি ?"

পুরুষ। আমার নাম এলাহিবক্স' আমি পাঠান আছি।

চামেলী। তোমার জরু আছে ?

পুরুষ। না।

চামেলী। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

পুরুষ। তোমার সঙ্গে আমারও বহুত বাতচিৎ আছে।

চামেলী। সে সকল কথা পরে হবে। এখন বল দেখি, তোমরা এত লোক এখানে কেন এসেছ ?

পুরুষ। দেখ দিল্‌জান, ও কথাটী কাউকে বলবার হুকুম নাই, কিন্তু আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, তাই সে-সকল কথা ধীরে ধীরে বল্‌ব। শুনে যাও। বনে এই যে নাএক ডাকাত সব আছে, তাঁদিকে ধর্‌বার জন্য ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুরের দু-দল ফৌজ এসেছে। আমাদের এই দলউত্তরথেকেএসেছে, আর একদলদক্ষিণ মেদিনীপুর হয়ে আসবে। আমরা এখানে আড্ডা ক'রে বোসে আছি, সে

দলও বনের দক্ষিণ তরফে প'হ্রছে গেছে। রাত দেড় প্রহরের পর আমরা এখান থেকে কুচ[১] কর্‌ব, তারাও সেদিক থেকে এসে দ্রই দল একযোট বেঁধে বনের প্ব্বর্ব তরফ দিয়ে গিয়ে না একদের উপর চড়াও কর্‌ব। আমি জমাদার আছি, যদি ভগবান করে, লড়াই যাতে হয়, তা'হলে ল্রঠতরাজে মাল পেয়ে আমি এইবারে বড়লোক হয়ে যাব। তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে সাদি কর্‌বে?

চামেলী বহ্রক্ষণ প্ব্বর্ব হইতে জমাদার-কথিত বিষয়ের সন্দেহ করিয়াছিলেন এক্ষনে সবশেষ শ্রনিয়া বড় ভাবিত হইলেন। তিনি আপন মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—"জমাদার সাহেব, তুমি ল্রঠতরাজের মাল পেয়ে বড় লোক হলে আর কি আমাকে তোমার মনে লাগবে!"

জমাদার। মনে আর কি লাগতে বাকী আছে, মনে একেবারে লেগে গেছে।

চামেলী। তা'হলে আমার সঙ্গে ঐ যে আর একটী ভাল ছ্রকরী আছে তাকেও তোমায় সাদি করতে হবে।

জমাদার। তা বেশ কথা। আমি দ্রজনাকেই সাদি করব।

চামেলী। আচ্ছা ভাই জমাদার, তোমাদের আসবার খবর ডাকাতেরা কি জানে না?

জমাদার। খবর পাবে কিরকম করে! আমরা টাকা দিয়ে তাদের সব ঘাটোয়ালকে[২] হাত করেছি।

চামেলী। মনে মনে ভাবিলেন, ওঃ কি সর্ব্বনাশ! কি বিশ্বাসঘাতকতা! প্রকাশ্যে বলিলেন, জমাদার সাহেব, তোমাদের কৃপায় ডাকাতগ্রলো জব্দ হলে দেশটা রক্ষা হয়! তোমাদের কত লোক এসেছে— ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে ত?

জমাদার। আমাদের এই দলে দ্র'হাজার লস্কর আছে, সে দলেও এইরকম লোক আছে। আমাদের বন্দ্রকের কাছে ডাকাতরাও কি দাঁড়াতে পারবে?

---

১. [ফারসী, কুচ] সৈন্যদলের দলবদ্ধ যাত্রা।

২. ঘাটোয়াল=ঘাটরক্ষক, ঘাট পারাবারের নৌকা যাদের কর্ত্তৃত্বে থাকে।

চামেলী। দেখ জমাদার সাহেব, তোমরা ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে আমাদের এ নৌকা কোথা থাক্‌বে ?

জমাদার। সে কথা এখনও কিছু হয় নাই। আমাদের কাপ্তেন সাহেবকে এখনও তোমাদের কথা বলা হয় নাই। আমার মতলব আছে যে, আমি তোমাদিগকে লয়ে এইখানে থাক্‌ব, লড়াই ফতে হলে তোমাদিগকে সঙ্গে লয়ে গিয়ে লুঠ করব। আচ্ছা, ডাকাতদের ধনদৌলত কোথা আছে তা তুমি আমাকে সন্ধান দিতে পারবে ?

চামেলী। সে সন্ধান আমি জানি। লড়াই শেষ হলে পর তোমাকে লয়ে আমরা সবাই মিলে আড্ডায় গিয়ে সে সকল সোণাচাঁদি জহরৎ তুলে আনব। যাহ'ক ভাই জমাদার, তুমি আমাদিগকে এখানে ফেলে রেখে লড়াইয়ের কাছে যেও না, কি জানি পাছে কোনও বিপদ ঘটে।

জমাদার। সেকথা আমাকে বলতে হবে না, আমি তেমন বে-হুসিয়ার কাপ্তেন নই। আমি লড়াইয়ের সময় বরাবর ফাঁকে থাকি।

চামেলী। তোমরা এখানে কবে এসেছ ?

জমাদার। আজ বৈকালে।

চামেলী। তোমাদের আর একদল ফৌজের পঁহুছন সংবাদ পেয়েছ ?

জমাদার। হাঁ, চারজনা সিপাহি আর দুজন গোয়েন্দা আমাদের এখানে এখনই খবর এনেছে।

চামেলী। তোমরা নাএকদের আড্ডা কোন্‌পথে যাবে—পথ চেন ?

জমাদার। সেইজন্য ঐ দুইজন গোয়েন্দা এসেছে, তারা পথ দেখায়ে যাবে। তারা আগে নাএক দলে ছিল।

চামেলী। কাপ্তেন সাহেবকে আমাদের কথা কখন বলবে ?

জমাদার। কাপ্তেন সাহেবকে এখন তোমাদের কথা বলবার দরকার নাই।

চামেলী। আমার আর একটী কথা আছে!

জমাদার। কি কথা, বল না।

চামেলী। আমরা রাত্রে কি খাব বল দেখি ?

জমাদার। সে বন্দোবস্ত আমি করে দিব।

চামেলী। তবে এই সময় তুমি সে বন্দোবস্ত কর, আমাদের বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

জমাদার দ্বিরুক্তি না করিয়া রমণীগণের আহারীয় আনিতে যাইবার জন্য নৌকার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ পুনরায় বসিয়া চমেলীকে জিজ্ঞাসা করিল, দেখ দিলজান, তোমরা সকলে আমার তৈয়ারি খানা খাবে ?

চামেলী। কেন খাব না, গা ! তুমি কি আরও আমাদের পর ! তুমি জল্‌দি খানা আন গিয়ে।

জমাদার আলোক হস্তে লইয়া দ্রুতপদে রমণীগণের খাবার আনিতে চলিয়া গেল। চামেলী এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণ বিপদে পড়িয়াও একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিল। চামেলী অন্যান্য রমণীগণকে বলিলেন, ও হতাগা এবার আসিলে উহাকে বলিয়া আমরা সকলে নদীঘাটে মুখ ধুইতে যাইবার ছলে পলাইব. সাবধান !

ক্ষণেক পরে জমাদার একটা সান্‌কে[১] করিয়া, বোধ হয় তাঁহার নিজাংশের ডাল ও রুটী লইয়া পঁহুছিলেন, এবং চামেলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন. —"দেখ ভাই দিলজান, এই ডাল রোটী তোম্‌লোক চার আদমি খা লেও।"

চামেলী বলিলেন,—"এই আমার সাম্‌নে রাখ।" পরে অগ্রসর হইয়া জমাদারের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"দেখ জমাদার সাহেব আমার বড় নসিব-জোর যে তোমার মত জাঁহাবাজ[২] রসিক পুরুষের সঙ্গে আমার আলাপ হল ! কিন্তু দেখ ভাই, আমাকে যেন মনে থাকে !" ইহা বলিয়া চামেলী আপন কণ্ঠস্থিত স্বর্ণহার উন্মোচন পূর্ব্বক জমাদারের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"প্রাণ ধন, তুমি এইখানে একটু বস, আমরা চারজনায় নদীর ঘাটে মুখ হাত ধুয়ে আসি।"

জমাদার। আমি বুঝেছি, তোমরা ঝাড়া ফির্‌তে[৩] যাবে ?

চামেলী। হাঁ ভাই, তা এখনি আস্‌ব, তোমার কোন চিন্তা নাই।

জমাদার। অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমরা এখন আমাদের কয়েদী, তোমাদিগকে ছাড়া ভাল হয় নাই। যাই হোক চুপে চুপে চলিয়া যাও, ফের চুপে চুপে আস্‌বে।

---

১. ছোট থালা

২. জাঁহাবাজ [ফারসী, জান-বাজ] কুটবুদ্ধি, ধড়িবাজ

৩. প্রস্রাব ও প্রক্ষালন

চামেলী। তোমার কোন চিন্তা নাই, বরং তোমার ইচ্ছা হয়ত তুমি আমাদের সঙ্গে চল, একটু দাঁড়াবে।

জমাদার। আমাকে ফের তোমাদের কাছে মোতায়েন থাকতে হবে? ছি, ছি, ছি। সে কথা আমি ভাবি নাই। তোমরা ঐ তরফ যাও, বহুত দূরে যাবে না, এ সকল জঙ্গল জায়গায় বড় খারাপ জানোয়ার আছে।

চামেলী, কমলা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া শিলাবতী নদীর পূর্ব্বতীরে নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অন্ধকারাচ্ছন্ন বন গুল্মলতা পরিবেষ্টিত কুটিল পথে দ্রুত পদ বিক্ষেপ করিলেন এবং অচিরে একটী সেতুসহযোগে গড়ের পরিখা পার হইয়া গড়বেতার পশ্চিম তোরণ-দ্বার-মুখে উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পাষাণী না দেবী।

এই উপন্যাস-লিখিত ঘটনাবলীর কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরেজ রাজনীতির প্রবল স্রোতোমুখে পড়িয়া গড়বেতা-দুর্গ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। চামেলী আপন সঙ্গিনীগণের সহিত দুর্গের ভগ্ন দ্বারপথে গড়বেতা প্রবেশপূর্ব্বক কিয়দ্দূর আসিয়া পথিমধ্যে দাঁড়াইলেন। কমলা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। চামেলী তাঁহার কর ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"দিদি, তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বড় ব্যথিত হইতেছে, কিন্তু আমি এক্ষণে নিরুপায়। আমার পিতার ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। যদি এ বিপদে রক্ষা পাই, তুমি যেখানে থাক, আমি পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু আমার ভাগ্যে কি ঘটিবে বলিতে পারি না।"

ইহা বলিয়া চামেলী ক্ষিপ্রহস্তে আপন হস্তস্থিত দুইখানি সুবর্ণবলয় উন্মোচন পূর্ব্বক কমলার হস্তে পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"প্রাণের শালফুল তোমাকে আমার পিতা অনেক কষ্ট দিয়াছেন। তুমি সে সকল ভুলিয়া আমার পিতাকে ক্ষমা করিবে। মনে করিয়াছিলাম তোমাকে সম্মানের সহিত নাএক শিবির হইতে বিদায় দিব। আমার সে আশা সফল হইল না, মনের সাধ মনেই রহিল। তোমাকে, এই সামান্য পাথেয় দিতেছি, অন্য কিছু ভাবিবে না। এই দুইজন পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া আপন স্বামী-ভবনে বিষ্ণুপুরে যাইও। অদ্য অদূরে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে রাত্রিযাপন করিবে।" পরে চামেলী রামার মার কর ধারণ করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইলেন এবং আপন পরিচারিকাকে বলিলেন,—

—"মতি, তুমি আমার বহুদিনের বিশ্বস্ত পরিচারিকা, আজ আমাকে বিদায় দাও। আমি আজ তোমাকে আমার প্রিয় সখী কমলার হস্তে অর্পণ করিলাম। তুমি আজ হইতে কমলাকে আমার ন্যায় সম্মান করিবে। সম্প্রতি তুমি ইহাদিগকে লইয়া সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরে যাও, প্রভাতে উঠিয়া সকলে বিষ্ণুপুরে যাইবে।"

চামেলীর কথা শুনিয়া সকলে পুত্তলিকাবৎ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। চামেলী আর কোন কথা না বলিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কমলা হঠাৎ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। কমলা কাতরস্বরে বলিলেন,—"প্রাণের ভগ্নি, কোথা যাইবে! আমি তোমার অনুগমন করিব, তোমার বিপদের অংশ গ্রহণ করিব। আমি আজ মাতাপিতা স্বামী সকলের স্নেহমমতার জলাঞ্জলি দিয়া তোমার ভাগ্যপথ অনুসরণ করিব, আমাকে পরিত্যাগ করিও না।" চামেলী তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন —"প্রাণের সই, তুমি আমার অনুগমনে ক্ষান্ত হও। চারুমুখি, তোমার স্নেহের, ভাণ্ডার, প্রেমের পারাবার, সংসারের সার যাবতীয় সুখের আধার ইহজগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তোমার হৃদয় নবীন অনুরাগে নবীন বাসনায় উল্লসিত রহিয়াছে; তুমি পতিপ্রেমের মধুর স্বাদ উপভোগ করিয়াছ। যে স্বাদে আজও বিস্বাদ ঘটে নাই। তুমি আমার অনুগমন করিতে পারিবে না। আমার ইহ-জগতের স্নেহের আধার পিতা ভিন্ন আর কেহই নাই, সুতরাং আমি তাঁহার জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারিব। আমার মরুময় হৃদয়ে দাম্পত্য প্রেম নাই, অসার জীবনে সুখের আশা নাই, জঞ্জালময় ইহসংসারে দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি পাষাণী, তুমি মানুষী; হইয়া কেমন করিয়া পাষাণীর অনুগমন করিবে! ভগ্নি, কমলে, ক্ষমা কর, আমাকে আর বাধা দিও না। এক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে পার্থিব যাবতীয় রত্নরাজি অপেক্ষা মূল্যবান্। আমার এই অসার রসনানিঃসৃত একটী কথার উপর ভারতীয় শতশত নায়ক বীরকুলের জীবন নির্ভর করিতেছে। আমার বিলম্ব হইলে অদ্যই ইংরেজ সৈন্য সেই বীরগণের সুখকুঞ্জ শ্মশানে পরিণত করিবে। কমলে, আমি বিদায় হইলাম।"

চামেলী আর কাহাকেও কোন কথা কহিতে অবসর না দিয়া, আপন পৃষ্ঠাচ্ছাদিত আলুলায়িত কেশরাশি দ্বিধা করিয়া মস্তক সম্মুখে চূড়াকারে বন্ধন পূর্ব্বক তাহার উপর গাত্রাচ্ছাদন ওড়নাখানা জড়াইয়া দিলেন এবং কটীবন্ধাবৃত তীক্ষ্ণধার কিরীচ কোষ-বহির্গত করিয়া হস্তে ধারণ করতঃ তীরবেগে নিমেষ মধ্যে অন্ধকার পথে অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বীরবালা

একাকার[1] রজনীর গভীর তিমিররাশির মধ্য দিয়া বীরবালা চামেলী একাকিনী সেই মনুষ্যশূন্য আলোকশূন্য শ্বাপদ-সঙ্কুল গড়বেতার দুর্গম দুর্গপথ অতিবাহিত করিয়া গড়ের দক্ষিণ তোরণদ্বার (পেশা দরজা) মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেবল একমাত্র দামিনী মধ্যে মধ্যে আকাশ বাহির্গতা হইয়া তাঁহাকে আলোক প্রদর্শন করিতে লাগিল। চামেলীর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, হৃদয়ে শঙ্কা নাই; কেবল এক চিন্তা পাছে ইংরেজ সৈন্য তাঁহার অগ্রে গিয়া নাএক শিবিরে আপতিত হয়। তিনি ভগ্ন তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সম্মুখে সেতুসান্নিধ্য সুগভীর দুর্গ-পরিখাপূর্ণ জলরাশি নৈশ বায়ু সংস্পর্শে তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। আর পরিখা পারে অনতিদূরে আকাশ প্রান্তব্যাপী বিরাট ভূধর মালার ন্যায় গনগনির বিশাল কাননমালা নৈশাকাশ নিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই ঘনান্ধকারা রজনীযোগে কার সাধ্য সেই সুদূরব্যাপী নিবিড় বনরাজি ভেদ করিয়া নাএক শিবিরে প্রবেশ করে? কিন্তু চামেলীর হৃদয় আজ পিতৃবাৎসল্যভাবে স্বজাতি প্রেমিকতায় উন্মত্ত; সে হৃদয় আজ অসাধ্য সাধনে দৃঢ়ব্রতা, তাহার আবেগ কে প্রতিহত করিবে!

চামেলী একবার পশ্চাৎ চাহিয়া বলিলেন,—“মা সর্ব মঙ্গলে, মঙ্গলময়ী জননি, তোমার পালিতা তনয়াকে বিদায় দাও, মা বিদায় হইলাম, প্রণাম করি।” ইহা বলিয়া চামেলী আপন হস্তস্থিত কিরাচিকে[2] সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“ভাই কিরাচি, প্রাণের দোসর, আজ তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। আজ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই চামেলী এই করাল কানন কবলে প্রবেশ করিবে। ভাই দেখিও, বিপদকালে আপন কর্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইও না। চামেলী বনে জন্মিয়াছে, বনেই লালিত হইয়াছে, আর আজ বনেই পতিত হইবে—বনকুসুম বনে প্রস্ফুটিত হইয়া বন সমীরেই বিলীন হইবে।” ইহা বলিয়া চামেলী ধীর তেজে পরিখা পার হইয়া গনগনির বনে তিমির সাগরে ডুবিয়া অদৃশ্য হইলেন।

রাত্রি শব্দ করিতেছে, বন শব্দ করিতেছে, বন-পতঙ্গকুল শব্দ করিতেছে, ব্যাঘ্র ভল্লুক শব্দ করিতেছে, বসুধা শব্দ করিতেছে, কিন্তু চামেলী আজ গম্ভীর

---

১. একাকার—একত্র মিশ্রিত

২. কিরাচ—বকাগ্র তরবারি

নীরব-নিমগ্না ; এবং তাঁহার চক্ষে প্রকৃতিও আজ গভীর নিমগ্না। তিনি নীরবে সেই শব্দ তরঙ্গ শৃন্যস্থল অনন্ত তিমির-সাগরে কিরীচ হস্তে ভাবিয়া চলিতেছেন।

এ ভীষণ অন্ধকারে তরঙ্গ ভেদ করিয়া কোথা হইতে গভীর নাদে "চামেলী—ঈ-ঈ" শব্দ সমুত্থিত হইয়া তাঁহার কাণে বাজিল! চামেলী বিস্মিত হইয়া নিমেষকাল মাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, শব্দ অনন্ত তিমিরে মিশাইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, আমি কি ভ্রমে পড়িলাম! চামেলী পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু আবার একি! আবার কে তাঁহাকে সুদূর পশ্চাৎ হইতে "চামেলী-ঈ-ঈ" বলিয়া ডাকিল। এবার আহ্বান শব্দ পূর্ব্বাপেক্ষা নিকট হইতে আসিল বলিয়া চামেলী অনুমান করিলেন। ভয় কাহাকে বলে চামেলী জানিতেননা ; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, মনুষ্য হৃদয় যে সকল উপাদানে গঠিত হইয়াছে তাহার একটীও ত নষ্ট হইবার নয়। চামেলীর চিত্ত ঈষৎ চঞ্চল হইল। তিনি ভাবিলেন এ ঘোরান্ধকারা নিশাকালে এই নিবিড় কানন তলে আসিয়া কে আহ্বান করিবে। একি কোন যাদুকরের ইন্দ্রজাল, না পৈশাচিক অভিনয়। আবার সেই ডাক—"চামেলী।" চামেলী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন যে তাঁহাকে কোনও মনুষ্য আহ্বান করিতেছে। তিনি ভাবিলেন ইংরেজের কোনও অনুচর কি আমাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে! আবার সেই ডাক—"চামেলী-ঈ-ঈ" এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অদূরে তিনি মনুষ্য পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। এই সময় একবার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। চামেলী বিদ্যুতালোক-সাহায্যে দেখিলেন দুইজন ভীম-কায় সৈনিকবেশধারী মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার দিকে দ্রুত পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। চামেলী ভাবিলেন আর উপায় নাই, সকলই বিফল হইল। এখনই তাঁহাকে ইংরেজের হস্তে বন্দীকৃত হইতে হইবে। নায়ক শিবির এখনই ইংরেজের সৈন্য হস্তে শ্মশানে পরিণত হইবে! চামেলী বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া শত্রুহস্ত এড়াইবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু নিমেষকাল মধ্যে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি স্থির করিলেন, যদি মরিতে হয়, এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া বীরের ন্যায় মরিব। ইতিমধ্যে মূর্ত্তিদ্বয় তাঁহার অনতিদূরে আসিয়া বলিল,—"চামেলী, দাঁড়াও।" এই সময় আবার আকাশে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। চামেলী এবার স্পষ্ট দুইটী সৈনিক মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি দৃঢ়-মুষ্টিতে কিরীচ ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কে আমার গমনে বাধা দিতে অগ্রসর হইতেছ? শীঘ্র পরিচয় দাও, নচেৎ আমি কিরীচ মুখে আপন গন্তব্য পথ

পরিষ্কার করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিব।" মূর্ত্তিদ্বয় এবার চামেলীর অতি নিকটে আসিয়া বিকট হাস্য করিল। চামেলী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"সাবধান, যদি বাঁচিবার সাধ থাকে আমাকে স্পর্শ করিও না, শীঘ্র পরিচয় প্রদান কর।" চামেলীর কথা শুনিয়া একজন সৈনিক পুরুষ বলিল—"চামেলী, ছি! তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না। কিন্তু আমি তোমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কাতর নহি।" এই সময় আবার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। চামেলী বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে সৈনিক পুরুষের দিকে একবার চাহিলেন। সৈনিক মূর্ত্তি আবার বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"চামেলি—।" চামেলী এইবার সৈনিক পুরুষকে বাধা দিয়া যুগপৎ বিরক্তি 'আনন্দ' বিস্ময়ে আন্দোলিত হইয়া বলিলেন,—"বীরসিংহ, ছি! তুমি নেহাৎ মূর্খ। এই কি তোমার কৌতুকের সময়! এতক্ষণ তোমার পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। তোমার সঙ্গে ও ব্যক্তি কে?" বীরসিংহ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"বিজয় নাএক।" চামেলী আনন্দস্বরে তাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—: "বীরসিংহ, বিজয়, আমি এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে তোমাদিগকে দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা একণে প্রকাশ করিতে পারি না, প্রকাশ করিবার ভাষাও নাই। যদি বিধাতা কখনও দিন দেন, তাহা হইলে এ আনন্দ প্রকাশিত করিব। একণে তোমাদের ভাবভীর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমি বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে তোমরা উভয়ে ইংরেজের জেলে আবদ্ধ হইয়াছ, একণে কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া এস্থলে উপস্থিত হইলে, যদি বাধা না থাকে তবে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া চরিতার্থ কর।"

বীরসিংহ বলিলেন, চামেলি, তুমি শিবিরে পঁহুছিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছ, ফলতঃ ব্যগ্র হইবার বিশেষ কারণ নাই, ইংরেজ সৈন্য এ রাত্রিকালে অপরিচিত বনপথে অগ্রসর হইয়া নাএক শিবিরের সন্ধান পাইবে না। যাহা হউক এস্থলে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। তুমি অগ্রসর হও, পথিমধ্যে আমি তোমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিব।

বীরসিংহের কথা শুনিয়া চামেলী বলিলেন,—"এই অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটিল বনপথে কথা কহিতে কহিতে অন্যমনস্ক ভাবে যাওয়া অনুচিত। কথাবার্ত্তা এইখানে সমাপ্ত করাই কর্ত্তব্য।"

বীরসিংহ। তোমার সঙ্গিনী অন্যান্য রমণীগণ কোথায় রহিল?

চামেলী অন্যমনস্কা হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পাঠান জমাদার বোধহয় এই

দুইজনকেই গোয়েন্দা স্থির করিয়াছিল।)। বীরসিংহের প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া, চামেলীকে সম্বোধন করিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল,—"চামেলী, কমলাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে ?"

চামেলী তাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"নাএকগণের মহাবিপদ উপস্থিত হইতে দেখিয়া, আমি কমলা প্রভৃতিকে পথিমধ্যে বিদায় দিয়াছি।"

চামেলীর কথা শুনিয়া বীরসিংহ ও বিজয় ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন। চামেলী তাঁহাদিগকে পুনরায় বলিলেন,—"আর অকারণ বিলম্ব করিও না, শীঘ্রমধ্যে আপনাপন ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।"

বীরসিংহ বলিলেন, "মেদিনীপুরের জেল হইতে আমাদের মুক্তিলাভের আশা ছিল না। ঘটনাক্রমে তথায় ইংরেজের একদল ফৌজ আসিয়া পঁহুছিল। ইংরেজ সেনাপতি আমাদের পরিচয় জানিতে পারিয়া, আমাদের দ্বারা নাএক শিবিরের সন্ধের তত্ত্ব পাইবার আশায় আমাদিগকে মুক্তি দিয়া পুরস্কৃত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ধূর্ত্ত ইংরেজ সেনাপতির সহিত ধূর্ত্ততা ভিন্ন কার্য্য সাধন করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া আমরা উভয়ে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হই এবং গতকল্য তাঁহার সহিত শিলাবতী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আজ সন্ধ্যার পরেই আমরা ইংরেজ শিবির হইতে পলাইয়া আসিতে পারিতাম, কিন্তু হঠাৎ নদীর উপর নাএক আড্ডার পানসি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে পানসিসহ তোমরা সকলে জামাদারের হস্তে আবদ্ধ হইয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারিলাম না; তোমাদের মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে দেখিলাম তোমরা আপনাদের বুদ্ধি কৌশলেই মুক্তিলাভ করিলে। কিন্তু সে সময় আমরা তোমাদের সঙ্গে আসিবার সুযোগ পাইলাম না, অগত্যা বিলম্ব হইল।"

চামেলী বীরসিংহকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মথুরানাথের কি হইল ?"

বীরসিংহ। মথুরানাথ শীঘ্রমধ্যে খালাস পাইবে। সে নিরপরাধ বলিয়া ইংরেজ জানিয়াছে।

বিজয় চামেলীকে কোনও কথা বলিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু চামেলী তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"আর এখানে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, আইস সকলে মিলিয়া এই বনভূমি অতিক্রম করিবার চেষ্টা দেখা যাউক।" ইহা

বলিয়া চামেলী নায়েক সৈনিক দ্বয়ের পশ্চাতে থাকিয়া অন্ধকারময় কুটিল বন-পথে নায়েক শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তাঁহারা কোথাও পদস্খলিত হইয়া পড়িতেছেন, কোথাও বৃক্ষশাখার প্রতিঘাতে আহত হইতেছেন, কোথাও হিংস্র জন্তুর শব্দ শুনিয়া মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইতেছেন, কিন্তু কেহই দিশাহারা হইতেছেন না। তাঁহারা স্থির বুঝিয়াছেন, এ বিপদের অবশ্য শেষ আছে।

বহুকষ্টে বহুদূর বনপথ অতিবাহিত করিয়া চামেলী এবং তাঁহার সঙ্গীদ্বয় দূরে নায়েক শিবিরস্থিত দীপালোক দেখিতে পাইলেন। সে আলোক দৃষ্টে তাঁহাদের আশালোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। শিবিরালোক লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা নবীন তেজে নবীন উৎসাহে ধাবিত হইলেন তাঁহাদের গতি আর কিছুতেই নিবারিত করিতে পারিল না।

অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহারা শিবির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিবা অবসানকাল হইতে চামেলীর ও তাঁহার সঙ্গীগণের অন্বেষণে বিস্তর সৈন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যাহারা শিবির দ্বারে উপস্থিত ছিল তাহারা চামেলীর সহিত বিজয় ও বীরসিংহকে দেখিয়া মহাহ্লাদে তাঁহাদের সকলকে অভিবাদন করিল। দ্বাররক্ষকগণের সহিত তাঁহারা অধিক কথাবার্তা না কহিয়া, তাহাদিগকে সৈন্যসংগ্রহ সূচক বাদ্যধ্বনি করিতে ইঙ্গিত করিলেন। চামেলী, বীরসিংহ ও বিজয়কে পশ্চাতে রাখিয়া রমণীমহলে আপন পিতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রণরঙ্গিণী

নিশীথ সময়ে ধরণীর সুষুপ্তি ভঙ্গ করিয়া রণবিতান তলে নাএক শিবিরে সেনাসংগ্রহসূচক ধামসাধ্বনি গম্ভীর নাদে সমুত্থিত হইয়া অনন্ত আকাশ অনন্ত কানন প্রকম্পিত করিল। সে শব্দে নাএক সৈন্যগণের সুষুপ্তি ভঙ্গ হইল। তাহারা সুপ্তোত্থিত সিংহগর্জ্জনে রণসাজে সাজিতে লাগিল।

চামেলী আপন পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া যাবতীয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে, সেনাপতি অচলসিংহ নির্ভীক হৃদয়ে ইংরেজের সহিত স্বীয় অসিবল পরীক্ষার্থে সমুৎসুক হইলেন। তিনি শিবিরস্থ সৈন্যগণের প্রতি ধীরভাবে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া বীরসিংহ বিজয় প্রভৃতি কয়েকজন সুদক্ষ সেনানীসহ উপস্থিত কার্য্যের ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত স্থিরীকৃত হইয়া গেল। সেনাপতির আদেশে স্ত্রীলোকগণ বনমধ্যে একটা গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ধনরত্ন সমূহ অতি গোপনীয় স্থলে সুরক্ষিত হইল। তীরধারী সৈন্যগণ স্থানে স্থানে বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক ইংরেজ সেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একদল পদাতি বন্দুক ও কয়েকটী কামান সজ্জিত করিয়া বনস্থলের প্রবেশপথ রক্ষা করিতে লাগিল। আর একদল পদাতি[1] ইংরেজ সেনার নৌকা আক্রমণে বহির্গত হইল। স্বয়ং সেনাপতি অচলসিংহ একদল অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া ধীরভাবে সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

চামেলী আর সে কুসুম কোমল রমণীর রমণী বেশ নাই। তিনি বক্ষে বর্ম্ম, পৃষ্ঠে চর্ম্ম, কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে কিরীট ধারণ করিয়া সমর সৌদামিনী বেশে কটিতটে অসি ঝুলাইয়া ভল্ল[2] হস্তে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক আপন পিতার পদানুসরণ করিতেছেন। তাঁহার সে বেশও জগৎ মনমোহিনী।

এদিকে ইংরেজের নৌকা হইতে চামেলী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ পলায়ন করিয়া আসিলে, পাঠান জমাদার এলাহিবক্স বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে তাহাদের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন, এবং সুন্দরী চামেলীর প্রণয়লাভে হতাশ হইয়া দারুণ মর্ম্মযাতনা সহ্য করিতে লাগিলেন।

---

১. পদাতি বা পদাতিক, পায়ে হেঁটে যুদ্ধকরার জন্য সৈন্য ; Infantry.

২. বর্শা-জাতীয় [illegible]

নাএক আক্রান্ত রমণীগণের এবং বাঁদীসহ ও বিজয় নাএকের পলায়ন সংবাদ অচিরকাল মধ্যে ইংরেজ সেনাপতির কর্ণগোচর হইল। তিনি সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জমাদার প্রভৃতি প্রহরীবর্গের প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং ইংরেজ সেনার আগমনবার্ত্তা নাএকগণ অবগত হইয়া সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে ভাবিয়া, নিশাকালে অজ্ঞাত বনপ্রদেশে সৈন্য পরিচালনা বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊষাগমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশ ঊষালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রণ-পরিচ্ছেদধারী ইংরেজ সৈন্য গণগণির বনভূমি প্রান্তে মধুর বিভীষিকাময় দৃশ্য বিস্তার করিয়া রণভেরী নিনাদিত করিল। সে শব্দে বনচারী হিংস্র জন্তুগণ শব্দ মিশাইয়া সমস্ত কাননতলে এক মধুর গম্ভীর বিভীষণ ধ্বনি সমুত্থিত করিল। অমনি বজ্রগম্ভীর নাদে দিগন্ত কাঁপাইয়া পুঞ্জ পুঞ্জ জ্বলন্ত গোলক বনরাজি মস্তক আলোকিত করিয়া নাএক শিবিরাভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল। ইংরেজের কামান হইতে রাশি রাশি ধূম বহির্গত হইয়া আকাশ কানন সমাচ্ছন্ন করিল। কিন্তু হঠাৎ ইংরেজের কামান নীরব হইয়া গেল। কোথা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া ইংরেজের গোলন্দাজগণকে আহত করিতে লাগিল। এমন সময়ে নাএক সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে ইংরেজ সৈন্যের উপর গুলি ও গোলা বর্ষণ করিতে অগ্রসর হইল। ইংরেজ সৈন্য সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। নাএকগণের কামান বন্দুকের সরঞ্জাম বেশী ছিলনা। ইংরেজ সৈন্য হটিয়া যাইতেছে দেখিয়া, নাএক আরোহী-গণ তাহাদের উপর পতিত হইয়া অসি ও ভল্লের আঘাতে আঘাতে তাহাদের শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া দিল। এই সুযোগে একদল নাএক পদাতি ইংরেজের কামান সমূহ হস্তগত করিয়া তাহার রঞ্জক মুখ[১] নিরোধ করিল।

বেলা একপ্রহর অতীত হইয়াছে। ধূমাচ্ছন্ন আকাশপটে আদিত্য অদৃশ্য ভাবে বিরাজ করিতেছেন। গনগনির বনে বন্যজাতীয় নাএকগণের সহিত সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের বাহুযুদ্ধ ভীষণবেগে চলিতেছে। উভয় সেনার বিকট গর্জ্জনে, অস্ত্রের গভীর নিস্বনে, আহতের আর্ত্তনাদে, অশ্বের চীৎকারে, বনভূমি আলোড়িত হইতেছে। ইংরেজ সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বন্দুক ধরিয়া যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে, নাএক সৈন্য তাহাদের শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া তাহা-দিগকে হাতাহাতি যুদ্ধে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

---

১. রঞ্জক = বারুদ ; এক্ষেত্রে কামানের যে ছিদ্রে আগুন লাগান হয়, Touch hole

বীরবালা চামেলী, আপন পিতার শরীর রক্ষী সৈন্যগণের কিঞ্চিদ্দূরে অশ্বপরিচালনা করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে একজন যুদ্ধপ্রত্যাগত নাএক অশ্বারোহী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। অশ্বারোহী পুরুষের পরিচ্ছেদ ঘর্ম্মাভিষিক্ত ও স্থানে স্থানে রক্তরঞ্জিত।

চামেলী আরোহী পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বীরসিংহ, বোধ হয় তুমি নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, শিবিরে গিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে পার।"

বীরসিংহ। চামেলি, সেনাপতির অজ্ঞাতে রণস্থল পরিত্যাগ করা সৈনিকের অকর্ত্তব্য। আমি তোমার সহিত একবার শেষ সাক্ষাৎ করিয়া তোমাকে আমার মনের একটী কথা বলিবার জন্য তোমারই অন্বেষণে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বলিব কি, এ যুদ্ধে আমার জীবনের আশা নাই। আমি মরিলে তুমি তোমার ঐ নয়নপ্রান্তে আমার জন্য একটী বিন্দু অশ্রুসম্পাত করিও ইহাই প্রার্থনা।

চামেলী। বীরসিংহ, যে কোনও নাএক নরনারীর অমঙ্গল দেখিলে আমার হৃদয় স্বতঃ কাঁদিয়া উঠে। এক্ষণে অধিক কথা কহিবার সময় নাই। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন কর, ইহাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

বীরসিংহ। চামেলি, তবে বিদায় হইলাম।

ইহা বলিয়া বীরসিংহ তীরবেগে অশ্বপরিচালনা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত বিজয়ের দেখা হইল। বীরসিংহকে সম্বোধন করিয়া বিজয় বলিল,—"ভাই বীরসিংহ, আজ আমার শেষের দিন, তোমাকে একটী অন্তরের কথা বলিয়া সংসারক্ষেত্র হইতে বিদায় হইব। সংসারে আমার সুখের আশা নাই, সুতরাং আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই। আমি এক্ষণে এ জীবন স্বজাতির হিতসাধন জন্য বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গারোহণ করিব স্থির করিয়াছি।"

বীরসিংহ। কেন বিজয়, জীবনে তোমার এত বিরাগ জন্মিল কেন ?

বিজয়। ভাই বীরসিংহ, তুমি সকলই জান, তোমাকে পূর্ব্বে সকল কথাই বলিয়াছি। মনে ভাবিয়াছিলাম, যথা সময়ের মধ্যে মথুরানাথ মুক্তিপণ প্রদানে অসমর্থ হওয়ায়, যদি কমলা নাএক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পাইবার চেষ্টা করিব, কিন্তু,—বীরসিংহ বিজয়কে বাধা দিয়া বলিলেন,—"বিজয়, সেজন্য মরিবে কেন ? জীবন থাকিলে তুমি কত কমলা পাইতে পারিবে। এখন ওসকল কথা থাক্। আইস একবার যুদ্ধে যাওয়া যাউক।"

ইহা বলিয়া দুই বীর প্রাণের আশা ছাড়িয়া উভয় সৈন্যের বাহুযুদ্ধস্থলে প্রবেশপূর্বক দুর্দমনীয় তেজে অস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গুলি এবং অসির আঘাতে শতশত ইংরেজ সৈন্য রণভূমে পতিত হইতে লাগিল। সেনাপতি অচলসিংহ এবং নাএক সৈন্যগণ বীরসিংহ ও বিজয়ের বীরত্ব দেখিয়া মহাআহ্লাদিত হইলেন এবং জয়ধ্বনি পূর্বক বীরদ্বয়ের উৎসাহ বর্ধন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সুদূরে শিলাবতী বক্ষে গভীর গর্জনে গগনস্পর্শী অনলচ্ছটা সন্দীপিত হইয়া ক্ষণকাল উভয় সৈন্যকে স্তম্ভিত করিল। নাএকগণ সে অনল জ্বলিবার কারণ বুঝিল। তাহারা বুঝিল যে ইংরেজের নৌকায় আগুন লাগিয়াছে। শত্রুর অমঙ্গল দৃষ্টে নাএকগণ সমধিক উৎসাহিত হইয়া প্রচণ্ড বিক্রমে ইংরেজের সৈন্যের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

বাহুযুদ্ধে নাএক সৈন্যকে পরাস্ত করা অসাধ্য ভাবিয়া ইংরেজ সেনা প্রান্তরের দিকে অপসারিত হইতে লাগিল। কিন্তু নাএক সৈন্য আর তাহাদের অনুসরণ করিল না; তাহারা বুঝিয়াছিল যে সুদক্ষ ইংরেজ সেনা প্রান্তরে গিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে বন্দুক ধরিয়া যুদ্ধ করিলে তাহাদের হস্তে আর কাহারও রক্ষা হইবে না। ইহা ভাবিয়া নাএকগণ আপনাদের বিজয় ঘোষণা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। ইংরেজ সৈন্য আর নায়েকগণের পশ্চাদ্ধাবিত না হইয়া তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধনের উপায়ান্তর চিন্তা করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হরিষে বিষাদ

যুদ্ধশ্রান্ত নাএক সৈন্যগণ দিবা অবসানে শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া দেখিল ইংরেজের গোলায় শিবিরের বিস্তর দ্রব্যসামগ্রী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অনেক নাএক সৈন্য হত এবং আহত হইয়াছে। সেনাপতি অচলসিংহ আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া নিহত সৈন্যগণের দেহ শিলাবতী তটে দাহ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। নাএক রমণীগণ এক্ষণে খুলের গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া কেহ হতাবশিষ্ট সৈন্যগণের আহারীয় প্রস্তুত করিতে লাগিল। কেহ বা আত্মীয়গণের দুর্দ্দর্শগ্য দৃষ্টে মর্ম্মপীড়া সহ্য করিতে লাগিল। কিন্তু নাএকগণের সামরিক নীতি অনুসারে কেহই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল না। ইতিমধ্যে যে সকল পদাতি সৈন্য ইংরেজের নৌকা আক্রমণে গিয়াছিল, তাহারা অরক্ষিত নৌকা সমস্ত দগ্ধ করিয়া নৌকাস্থিত বিবিধ দ্রব্য লুণ্ঠন পূর্ব্বক সদর্পে শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বিজয়নাদে নাএক নরনারী কণ্ঠধ্বনি মিশাইয়া শোকতাপ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইয়া দিল।

যুদ্ধাবসানে বীরসিংহ শিবিরে আসিয়া রণবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চামেলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চামেলী দেখিলেন তাঁহার দক্ষিণ বাহু তরবারির আঘাতে ক্ষত হইয়া গিয়াছে এবং ক্ষতমুখে রক্ত বহিতেছে। তিনি বীরসিংহকে খাটিয়ার উপর শয়ন করাইয়া তাঁহার ক্ষতস্থল ধৌত করতঃ তাহাতে ঔষধি লেপন পূর্ব্বক পটি বাঁধিয়া দিলেন। বীরসিংহ চামেলীর শুশ্রূষায় আপন অঙ্গ জ্বালা ভুলিয়া পরমসুখে ভাসিতে লাগিলেন। চামেলী বিজয়কে দেখিতে না পাইয়া বীরসিংহকে বিজয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বীরসিংহ বলিলেন, আজ রণভূমে উভয় পক্ষের বিস্তর সৈন্য মারা গিয়াছে। আমি একসময় বিজয়কে অসিযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলাইতে দেখিয়াছিলাম; তাহার পর বিজয়ের কি হইয়াছে বলিতে পারি না। পরে বীরসিংহ চামেলীর নিকট ধীরে ধীরে কমলার প্রতি বিজয়ের অযথা অনুরাগের কথা বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া চামেলী নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি বীরসিংহকে বলিলেন,—“বীরসিংহ, পাপমতি বিজয় যদি পাপচক্ষে সেই সাধ্বী সতীর দিকে কখনও চাহিয়া থাকে তাহা হইলে পাপাত্মার নিশ্চয় কোনও অমঙ্গল ঘটিয়াছে।” বীরসিংহ চামেলীর

নিকট বিদায় লইয়া সেনাপতি অচলসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। চামেলীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

গোধূলীকাল বহুক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে। গণগণির বনে নাএক শিবির অন্ধকারাচ্ছন্ন। শিবিরের স্থানে স্থানে দুই একটা আলোক জ্বলিতেছে। নাএকগণ সমস্ত দিনের পর ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য আহারের উদ্যোগ করিতেছে। নাএক রমণীগণ ব্যস্ত হইয়া গৃহকার্য্যে নিরত রহিয়াছে। সেনাপতি অচলসিংহ কয়েকজন সৈনিক পুরুষের সহিত বসিয়া বীরসিংহের পরিভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিতেছেন। চামেলী আপন পিতার অনতিদূরে কয়েকজন পরিচারিকাবেষ্টিত হইয়া বিরাম সম্ভোগ করিতেছেন। হঠাৎ বনান্তরাল হইতে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। এবং রজনীর কৃষ্ণাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া জ্বলন্ত গোলকপুঞ্জ নাএক শিবিরে পতিত হইতে লাগিল।

নাএকগণ এই বার প্রমাদ গণিল। তাহারা ইংরেজ সেনাপতির চাতুরী দেখিয়া রোষে ঘৃণায় অধীর হইয়া আহারীয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় রণসজ্জা করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। কিন্তু অচলসিংহ বুঝিয়াছিলেন যে এই রাত্রিকালে ইংরেজের তোপের মুখে নাএক সৈন্যগণ পতঙ্গবৎ ভস্মসাৎ হইবে। তিনি সৈন্যগণকে রণসজ্জায় ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন, বীরগণ, আর এক্ষণে যুদ্ধে কাষ[১] নাই, তোমরা আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিয়াছ, তোমাদের আসন স্বর্গে রক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি আইস সকলে মিলিয়া শিলাবতীর ক্রোড়ে বিরাম সম্ভোগ করা যাউক। ইহা বলিয়া সেনাপতি পদাতি সৈন্যগণকে নাএক রমণীগণের সহিত বনের একটী গুপ্তপথ অবলম্বনে বনান্তরে প্রস্থান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং প্রিয় কন্যা চামেলী ও বীরসিংহ প্রভৃতি সমস্ত আরোহী সেনা সমভিব্যাহারে নদীর পশ্চিমতীরে উত্তীর্ণ হইবার পরামর্শ স্থির করিলেন। তাঁহার সে যুক্তির কেহই প্রতিবাদ করিল না। নিমেষ মধ্যে যে যাহার কর্ত্তব্য কার্য্যে নিরত হইল।

এই সময়ে নাএক শিবিরে ভয়ংকর গোলযোগ আরম্ভ হইল। এদিকে মেঘমুক্ত বারিধারার ন্যায় গোলাগুলি আসিয়া শিবিরে পতিত হইতেছিল।

---

১. কাষ = কাজ

চামেলী এই গোলযোগের মধ্যে বীরসিংহকে দেখিতে পাইলেন না ; অগত্যা অন্যান্য আরোহীর সহিত আপন পিতার অনুসরণ পূর্ব্বক লিলাবতী সলিলে ঝম্প প্রদান করিলেন।

নদীর প্রবল স্রোতে বহুদূর ভাসিয়া গিয়া সেনাপতি অচলসিংহ কতিপয় বিশ্বস্ত আরোহী সহ বহুকষ্টে নদীপারে উত্তীর্ণ হইলেন। চামেলী নদীর বহুদূর নিম্নে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সেই অন্ধকারময়ী রজনীযোগে একাকিনী আপন অশ্বসহ নদীর একটা ঋজুগামী তটে উঠিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার অশ্ব পদস্খলিত হইয়া গভীর জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। তিনি ক্ষিপ্রগতি অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাঁতার দিয়া নদীকূলে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নদীর প্রবল স্রোত তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মহাবিপদ

সেই রাত্রে ইংরেজ সেনা নাএকগণের প্রধান আড্ডা অনলে ভস্মীভূত করিয়া, পরদিন বৃক্ষশাখায়, বনান্তরালে, নদী পুলিনে[১], গুল্মের গহ্বরে অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিস্তর নাএক নরনারীকে হত আহত এবং বন্দী করিল। উভয়পক্ষীয় কতিপয় আহত সৈন্যকে চিকিৎসার্থ স্থানে স্থানে প্রেরণ করিল। নাএকগণের অবস্থিত বিবিধ সামগ্রী লুণ্ঠন করিল এবং স্থানে স্থানে মৃত্তিকা খনন করিয়া নাএকগণের গুপ্তধনের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। নাএক-গণের যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বেই আপনাদের ধনসম্পত্তি স্থানান্তরিত করিয়াছিল, সুতরাং ইংরেজ সেনা আশানুরূপ অর্থ না পাইয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইল। এইরূপে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য কয়েকদিন বগাড়ির বনভূমি আলোড়িত করিয়া সেনাপতির আদেশ অনুসারে অধিকাংশ সৈন্য মেদিনীপুর এবং হুগলির সৈনিক নিবাসে যাত্রা করিল এবং কিয়দংশ সৈন্য পলায়িত নাএক সর্দার অচলসিংহের অনুসন্ধানে নিয়োজিত রহিল।

পাঠকের পরিচিত হতভাগ্য মথুরানাথ এই সময়ে রাজ বিচারে অব্যাহতি পাইয়া মেদিনীপুর জেলখানা হইতে বাড়ী গমন করিলেন। তিনি বাড়ীতে পেঁছুছিলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বহুদিনের পর তাঁহাকে পাইয়া হর্ষে রোদন করিতে লাগিলেন। মথুরানাথ সজল নয়নে বাড়ীর কুশল সংবাদ গ্রহণান্তর পুত্রগণের মুখ চুম্বন পূর্ব্বক, গৃহিণীকে আপন বিলম্বের কারণ কি বলিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে কমলার দুর্দ্দশার কথা আপাততঃ গোপন রাখিবেন, কিন্তু মথুরানাথ আপন প্রকৃতি অনুসারে মনোভাব গোপন রাখিতে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন। তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী তাঁহাকে সযত্নে আহার করাইয়া কমলার সংবাদ এবং তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সহৃদয় মথুরানাথ কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বহুকষ্টে পথে যাবতীয় দুর্ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রগণ সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মথুরানাথের গৃহপ্রাঙ্গণ ক্ষণকাল রোদনরোলে ভাসিয়া গেল। পাছে গ্রামের অন্য কেহ তাঁহাদের পারিবারিক রহস্য জানিতে পারে, এজন্য মথুরানাথ

১. তট, চড়া

সকলকে আশ্বস্ত করিয়া দুইশত পঁচিশ টাকা মুক্তিপণ লইয়া পুনরায় শীঘ্র মধ্যে নাএকগণের আড্ডায় যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে কমলার মাতা কোনও আপত্তি করিলেন না।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর কমলার মাতা কক্ষাভ্যন্তর হইতে একখানি পত্র আনিয়া মথুরানাথের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন যে, এই পত্র একদা রাত্রিকালে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসী অনুরোধ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে গৃহকর্ত্তা ভিন্ন আর কাহারও এ পত্র পড়িবার অধিকার নাই।

মথুরানাথ কৌতূহল পরবশ হইয়া পত্র খুলিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল।

পরমপূজনীয়

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ দাস

পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

সেবক শ্রীশশিশেখর রায় সাং সুন্দর পুর পং বিষ্ণুপুর। শতশত প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে, এ দাসের বাড়ী হইতে মহাশয় স্বীয় কন্যাসহ মেদিনীপুরের পথে রওয়ানা হইলে পর, বগড়ির রাজপথে আপনাদের যে সকল দুর্দশা ঘটিয়াছিল তাহা একজন বাহকমুখে এ দাস সমস্তই অবগত হইয়াছে এবং সে সকল বৃত্তান্ত আমাদের গ্রামের সাধারণ ব্যক্তিবর্গও শুনিয়াছে।

যে দিন সেই দারুণ দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলাম, সেইদিন নিশাকালে আমি সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া পিতা মাতার অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিয়াছি এবং প্রচ্ছন্ন-বেশে বগড়ির বনে বনে ভ্রমণ করিয়া আপনাদের সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি।

কমলাকে আর পাইবার আশা নাই এবং তাহাকে না পাইলেও আমার দুঃখিত হইবার কোনও কারণ নাই। কেন না আমি কমলার স্বামী হইয়া তাহাকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, সুতরাং আমি তাঁহার স্বামিত্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, কমলাকে ইহার পর পাওয়া গেলেও তাহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া থাকিতে হইবে। সহধর্ম্মিণীকে অসতী ভাবিয়া তাহার সহবাসে থাকা অপেক্ষা তাহাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

কমলা আপন সতীত্ব রক্ষা করিয়া প্রত্যাগত হইলেও তাহাকে কেহ সতী বলিবে না। সুতরাং কমলাকে লইয়া সমাজে থাকা আমার পক্ষে বড়ই কণ্টকর হইবে। আর জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক কমলাকে লইয়া সংসারে বাস করাও দুঃখের বিষয় হইবে।

আমি এসকল কথা ভাবিয়া আত্মঘাতী হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু আত্মজীবন বিসর্জ্জন-জনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান নাই, অগত্যা আমি আজও জীবিত রহিয়াছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি আপনি শীঘ্রমধ্যে কারামুক্ত হইয়া বাড়ীতে প্রত্যাগত হউন।

দাস

শ্রীশশিশেখর রায়।

মথুরানাথ পত্রখানি একবার দুইবার তিনবার পড়িলেন। পত্রপাঠ করিতে করিতে তাঁহার মস্তক আলোড়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি উপর্য্যুপরি বিপদের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া আপন হৃদয়কে অনেকটা সহিষ্ণুতা গুণ-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি স্বাভাবিক অতি সরল প্রকৃতি হইলেও সম্প্রতি বহু কষ্টে কৌটিল্য[১] অবলম্বনে বাধ্য হইলেন। মথুরানাথ পত্রের মর্ম্ম আপন গৃহিণীর নিকট গোপন করিয়া বলিলেন,—"এই সন্ন্যাসীর সহিত বর্গাড় যাইবার পথে আমাকে সাক্ষাত করিতে হইবে। সন্ন্যাসী আমাকে কতকগুলি সর্পদংশনের ঔষধ শিক্ষা দিবেন বলিয়া পত্রে লিখিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার বিষ্ণুপুরে আলাপ হইয়াছিল। আমি আগামীকল্যই বর্গাড় যাত্রা করিব।" মথুরানাথ আপন স্ত্রীর সহিত এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া আবশ্যক মত টাকা লইয়া পরদিন একজন ভৃত্যসহ কমলার উদ্ধার সাধন জন্য বর্গাড়ের বনপথে অগ্রসর হইলেন।

---

১. কুটিলতা

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নশ্বর জগৎ—নশ্বর প্রতিভা

নাএকগণের হস্ত হইতে আপন কন্যার মুক্তিসাধন জন্য মথুরানাথ গৃহবহির্গত হইয়া বর্গাড়ির বনপথে ইংরেজের পল্টন দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে, ইংরেজ সৈন্য হস্তে নাএকগণ পরাজিত হইয়া গণগণির জঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং তাহাদেব প্রধান আড্ডা পুড়িয়া গিয়াছে। তিনি এই সংবাদ পাইয়া কমলার দশা চিন্তা করিতে করিতে অধীর হইয়া উঠিলেন। হতভাগ্য মথুরানাথ মস্তকে করাঘাত করিয়া পথিমধ্যে বসিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন.—"বিধাতঃ! সংসারের সমস্ত বিপদরাশিই কি তুমি আমার জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছ! দয়াময়! কোন্ অপরাধে কমলা এতাধিক দুর্দ্দশা ভোগ করিল! হায় আমার কি হইল! আমার কমলা কোথায় গেল!" মথুরানাথের বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল। মথুরানাথ ক্ষণকাল কাঁদিয়া শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"ভাগ্যে যাহাই থাক্ বর্গাড়ির বনে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহে কমলার তল্লাস না লইয়া ফিরিব না।" ইহা বলিয়া মথুরানাথ ভৃত্যসহ গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং গণগণির বনে নাএকগণের শিবিরভূমে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া মথুরানাথ যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে শোক ভয় দুঃখ বৈরাগ্য যুগপৎ জাগিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, সেই সুবিস্তীর্ণ শিবির প্রাঙ্গণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তাহার স্থানে স্থানে সেই কুসুমশোভিত সুদীর্ঘ শালতরুরাজি অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকায় বিকট পিশাচ-দলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে ভ্রমরকুল আর নাই, সে সংগীতপ্রিয় বিহগদল কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের স্থলাধিকার করিয়া বায়স গৃধ্র প্রভৃতি নরমাংস-লোলুপ খেচরগণ বিকট স্বরে শ্মশানভূমে বিভীষিকা সঞ্চার করিতেছে। সেই নরনারী-পূর্ণ সুন্দর কুটীরাবলী, শিবিরস্থ সভাপ্রাঙ্গণের সেই সুবৃহৎ নীল-চন্দ্রাতপ, সেই কারুকার্য্যখচিত সুন্দর সিংহাসন কিছুই নাই। জ্বলন্ত অনলে সকলই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। অনল তখনও নির্ব্বাণ হয় নাই। শিলাবতীর তটভূমে অগ্রসর হইয়া মথুরানাথ দেখিলেন অসিঘাতে দ্বিধা হইয়া, তীর বল্লম সঙ্গিন গুলি বিদ্ধ হইয়া, গোলকতাপে দগ্ধ

হইয়া, শতশত মনুষ্য, অশ্ব স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। শৃগাল কুক্কুর বায়স গৃধ্র প্রভৃতি মাংসভোজী জন্তুগণ তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও ভৈরব গর্জ্জনে শৃগাল কুক্কুর দ্বন্দ্ব করিতেছে। কোথাও মাংসহীন নরমুণ্ড সমূহ পরিদৃশ্যমান পৈশাচিক মূর্ত্তির অভিনয় করিতেছে। শিলাবতী সলিলোত্থিত সে সমীর আর কুসুম সৌরভ বহেনা, স্তূপীকৃত গলিত শবদেহের পূতিগন্ধরাশি বিক্ষেপ করিয়া শ্মশানবক্ষে বিচরণ করিতেছে।

সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া মথুরানাথের মনে পার্থিব সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য মহত্ত্বের অকিঞ্চিৎকারিতা জাগিয়া উঠিল। তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মনুষ্যদেহের পরিণাম দেখিয়া তাঁহার অন্তস্থল বিলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন বিধাতা-বিনির্ম্মিত এই স্থলজলময়ী শষ্যশালিনী সুখদা বসুন্ধরাকে দুর্ভাগ্য মানবকুল কেন এত জ্বালাময়ী করিয়া তুলিল! এ যে লক্ষ্মীর ভান্ডার, কুবেরের ধনাগার, সুখের প্রস্রবণ, নরকুলের হৈর্মনিকেতন! হায় স্বার্থপর মানব কেন ইহাকে যন্ত্রণাময় নরক করিয়া তুলিল! হা মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি কতদিন সৃজিত হইয়াছ, বিধাতাই জানেন! তোমার বক্ষে কতলোক কতই আস্ফালন করিয়া গিয়াছে, কাহারও কোন চিহ্ন নাই! অনন্ত আকাশপটে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীরগণ নিমেষমাত্র আপনতেজে আপনি বিভোর হইয়া বিলীন হইয়াছে, কোন চিহ্ন নাই। বীরের বীরত্ব, সম্রাটের প্রতাপ, ধনীর ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকে না! সুলোচনার নয়ন, নর্ত্তকীর ভঙ্গিমা, গায়িকার কণ্ঠ, রূপসীর রূপ সকলি পুড়িয়া যায়! তবে কেন মানুষের এত তেজ এত অহংকার এত অত্যাচার! মাতঃ মেদিনি! তুমি কি মানবের অত্যাচার অনন্তকাল সহ্য করিবে? এইত বন পুড়িল, কত জীবজন্তু পুড়িল, কত মানুষ পুড়িল, তুমি কবে পুড়িয়া মরিবে!

মথুরানাথ নদীতীরে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এইরূপ বলিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার মনে কমলা জাগিয়া উঠিল। তাঁহার চিন্তাডোর ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি পুনরায় সংসারের মায়াপাশে জড়িত হইয়া কমলার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। কমলাকে কোথায় পাইবেন, কোথায় তাঁহার সন্ধান করিবেন, মথুরানাথ তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিষাদে হর্ষ

ইংরেজ সৈন্য নাএকগণের আড্ডা পোড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে, নাএকগণ বিনষ্ট হইয়াছে, এ সংবাদ পার্শ্ববর্ত্তী জনপদবাস নরনারী শ্রুত হইয়া দলে দলে নাএক শিবিরে ধ্বংসাবশিষ্ট দেখিতে বাহির হইল। পাঠকের পরিচিতা কমলা, রামার মা এবং মতিবালা সেইদিন নিশাকালে চামেলীর পরামর্শানুসারে গড়বেতা পল্লী মধ্যে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা কয়েকদিন ইংরেজ সেনার বিভীষণ কাণ্ড দেখিয়া রাজপথ দিয়া বিষ্ণুপুর যাইতে সাহস করেন নাই। কমলা বিদেশে উদরান্ন সংস্থানের উপায়ান্তর না দেখিয়া আপন গাত্রস্থ একখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া আপনার ও সঙ্গিনীগণের দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলে অদ্য নাএক শিবিরের অবস্থা দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পল্লীবাসী নর-নারীর সহিত বিদগ্ধ শিবিরভূমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শিবিরের শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে কমলা এবং তাহার সঙ্গিনীদ্বয় দুঃখিত হইলেন। কমলা এবং রামার মা বন্দিনী অবস্থায় নাএক আড্ডায় আবদ্ধ থাকিয়া ও চামেলীর সহবাসে পরমসুখে কালযাপন করিয়াছিলেন। সে বন্দীশালা তাঁহাদের পক্ষে প্রমোদভবন হইয়াছিল। মতিবালা এবং কমলা চামেলীর শোকে একবার কাঁদিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কমলা দেখিলেন অদূরে নদীতীরে তাঁহার পিতা এবং একজন ভৃত্য বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিয়াছেন। মথুরানাথও কমলাকে দেখিতে পাইলেন। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া নিমেষকাল আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ভাবিলেন একি স্বপ্ন! কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই মথুরানাথ পাগলের ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া আপন কন্যাকে বক্ষে ধরিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামার মা এবং মতিবালা তাড়াতাড়ি নদীসলিলে আপনাপন বস্ত্রাঞ্চল অভিষিক্ত করিয়া আনিয়া মথুরানাথের মুখে জলাভিষেক করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মথুরানাথ চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং কমলার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুবিপদের পর পিতাকন্যা পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশিত হয় না। সে আনন্দ সেই স্নেহময়

পিতার এবং সেই স্নেহময়ী কন্যারেই অনুভবের সামগ্রী। মথুরানাথ কমলাকে পাইয়া সুখী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন তাঁহার মনে শশিশেখরের পত্রের কথা জাগিয়া উঠিল তখন তাঁহার মস্তক দুঃখে ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি নীরবে মনের দুঃখ সহ্য করিতে লাগিলেন। কমলা তাঁহাকে বাড়ীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সংক্ষেপে তাঁহাকে সকলের মঙ্গল সমাচার প্রদান করিলেন। কমলার বড় ইচ্ছা ছিল একবার আপন স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু লজ্জাশীলা বঙ্গীয় ললনা পিতাকে সে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। মথুরানাথ নদীতীরে সময়ক্ষেপণ করা অকারণ ভাবিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া শিলাবতী সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক বনপথে গড়বেতা পল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

পথিমধ্যে মথুরানাথের সহগামী ভৃত্য এবং স্ত্রীলোকগণ গণগণির বনে একটা সুগভীর খুলে দেখিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল। মথুরানাথ হিংস্র জন্তু ভয়ে প্রথমতঃ খুলে গর্ভে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের কামানের শব্দে বন্যজন্তু সমূহ বনান্তরে পলায়ন করিয়াছে ভাবিয়া তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন খুলের অভ্যন্তর অতি রমণীয় এবং শান্তিরসের আস্পদ ; যেন বনদেবীর নীরব নিশ্চিন্ত বিরামকক্ষ সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। খুলের উভয় পার্শ্বে ঋজুগামী শৈলগাত্রের ন্যায় বিরাট উন্নত এবং শ্বেত রক্ত নীল পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের মৃত্তিকা স্তরে অলংকৃত। তাহার স্থানে স্থানে কুসুমিত বন গুল্মলতা আনন্দে মন্দান্দোলিত হইয়া সেই খুলে রচয়িতা মহাশিল্পীর সুযশ পরিকীর্ত্তন করিতেছে।

খুলের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটা গহ্বরে যেন কোন মনুষ্যদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি আপন সহগামী স্ত্রীলোকগণকে কিঞ্চিদ্দূরে দাঁড়াইতে বলিয়া ভৃত্য সহ অপরিচিত নরদেহ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক প্রকাণ্ড পুরুষ রক্তপরিপ্লুত দেহে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মুখভঙ্গি মথুরানাথের চেনা চেনা বোধ হইতে লাগিল। মথুরানাথ স্থিরভাবে সে ভঙ্গি কিয়ৎক্ষণ দেখিয়াই বুঝিলেন বিজয় নাএক পড়িয়া রহিয়াছে। বিজয়ের সংজ্ঞা আছে কিনা জানিবার জন্য মথুরানাথ তাহার নাম ধরিয়া কয়েকবার ডাকিলে, বিজয় চক্ষু মিলিয়া চাহিল। চাহিয়া

চাহিয়া সে মথুরানাথকে চিনিতে পারিল। বিজয় জড়িত স্বরে বহুকষ্টে বলিল—"মথুরানাথ, আমি মরিলাম, আমি যুদ্ধে আহত হইয়া ইংরেজ সৈন্যের ভয়ে এই খুলের গর্ভে লুকাইয়া রহিয়াছি। আমার বক্ষ ভল্লাঘাতে বিদারিত হইয়া গিয়াছে। আমি পাপী, আমি তোমার সতী কন্যার দিকে পাপ নয়নে চাহিয়াছিলাম, তাই আজ আমার এ দশা হইল। আমি যাই—মরিলাম।" ইহা বলিযা বিজয় চক্ষু মুদ্রিত করিল। আর চাহিল না। মথুরানাথ দেখিলেন তাহার শ্বাস বায়ু নিরোধ হইয়া গেল।

মথুরানাথ বিজয়ের দশা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি সঙ্গীগণের নিকট তাহার দেহ দাহ করিবার বাসনা প্রকাশিত করিলে তাহাতে কেহই আপত্তি করিল না। মথুরানাথ আপন ভৃত্য ও রামার মার সাহায্যে কতকগুলি শুষ্ক বনকাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক তাহা ভৃত্যের বুচ্‌কিস্থিত চক্‌মকির আগুনে জ্বালিত করিলেন এবং সেই অগ্নি সহযোগে বিজয়ের দেহ দাহ করিলেন।

বেলা অপরাহ্নে মথুরানাথ বিজয়ের সৎকার সাধন করিয়া পুনরায় সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে শিলাবতী সলিলে অবগাহন করিলেন। এবং তথা হইতে গড়বেতা পল্লী মধ্যে প্রস্থান করিলেন।

সমস্ত দিনের পর মথুরানাথ নিশাকালে গড়বেতা গ্রামে কন্যা ভৃত্য ও পরিচারিকাগণ সহ আহারাদি সমাপন করিয়া তথায় সে রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রত্যূষে কমলার জন্য একখানি ডুলি ভাড়া করিয়া, কন্যাকে ডুলি আরোহণ করাইয়া সকলের সহিত মেদিনীপুরের পথে বাড়ী রওয়ানা হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নাএকী হাঙ্গামা[১]

দিল্লীর যবন সম্রাট ভারতের সর্ব্বপ্রধান শক্তির কেন্দ্রীভূত হইলেও, ভারতের বিবিধ গৈরিক প্রদেশে এবং বনান্তরালে অনেক পরাক্রান্ত ভূস্বামী স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন। তাঁহারা সম্রাট নিয়োজিত রাজপুরুষগণের হস্তে, সম্রাটের সম্মান রক্ষার্থে, কালেভদ্রে কথঞ্চিৎ উপহার বা উপঢৌকন প্রদান করিলেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন; তাঁহাদের স্বাধীন কার্য্যকলাপের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিত না। এই সকল ভূস্বামী আপনাপন অধিকৃত ক্ষেত্রে রাজোপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পীঠস্থান পরিখা-বেষ্টিত প্রাকার দ্বারা সুদৃঢ় করিতেন এবং শত্রুর উপর আক্রমণ ও স্বরাজ্যে শান্তি সংরক্ষণ মানসে কতিপয় সৈন্য পরিপোষণ করিতেন।

গড়বেতায় ভূস্বামীগণ এইরূপে বগড়ির বনপ্রদেশে বহুকাল হইতে পুরুষ পরম্পরায় স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। কোন্ সময়ে কোন্ মহাপুরুষ গড়বেতা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা ইতিহাস বলিতে পারে না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমসের জঙ্গ নামক একজন পরাক্রান্ত বীর যুবক বিষ্ণুপুরের রাজ পরিবারেব হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক বগড়ি গ্রহণ করিয়া গড়বেতার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আপন প্রতিভাবলে পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য ভূস্বামীগণকে করায়ত্ত পূর্ব্বক রাজ্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। রাজা সমসের জঙ্গ বাহাদুরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রাজা বৈষ্ণবচরণ সিংহ গড়বেতার রাজাসনে উপবেশন করেন এবং তাঁহার পরলোক গমনান্তর তদীয় পুত্র যাদবচন্দ্র সিংহ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্য্যবসানে গড়বেতার রাজ্যভার প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে কালের বিচিত্র স্রোতোমুখে পড়িয়া বঙ্গে মোগল শাসন বিলুপ্ত হয় এবং ইংরেজ, বাঙ্গালা প্রদেশে সর্ব্বোচ্চ শক্তি করায়ত্ত পূর্ব্বক বিপুল বিক্রমে অতুল দক্ষতা সহকারে বঙ্গে নবীন শাসন প্রণালী বিস্তার করেন। রাজ্য মধ্যে কাহাকেও স্বাধীন রাখা স্বাধীন পথে বিচরণ করিতে দেওয়া ইংরেজ রাজনীতি অনুমোদন করে না। ইংরেজ, গড়বেতা অধিপতি রাজা যাদবচন্দ্রকে তাঁহার অধিকৃত বগড়িভূমির রাজকর চাহিয়া পাঠাইলেন। যাদবচন্দ্র অতি নিরীহ প্রকৃতি

১- এই পরিচ্ছেদটি ঐতিহাসিক

ছিলেন। তিনি ইংরেজ যাচিত কর প্রদানে কোনও আপত্তি করিলেন না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার প্রদেয় কর বর্দ্ধমান রাজের হস্তে প্রদান করিতে আদেশ করেন।

কথিত আছে, যে কয়েকজন ইংরেজ কর্ম্মচারী রাজা যাদবচন্দ্রের বার্ষিক কর নির্দ্ধারণ জন্য তাঁহার প্রাসাদে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন যাদবচন্দ্রের শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিগণের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। ইংরেজ তাহাতে রাজা যাদবচন্দ্রকে বিদ্রোহী স্থির করিয়া গড়বেতা আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। নিরীহ যাদবচন্দ্র সে অবমাননা সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি আপন করাঙ্গুলি ধৃত সবিষ রত্নাঙ্গুরীয় উদরস্থ করিয়া কলিকাতার ইংরেজ কারাগারে মানব লীলা শেষ করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ এই সময়ে গড়বেতার দুর্গ ইংরেজ কোম্পানির আদেশে লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং রাজপুত্র ছত্র সিংহ সপরিবারে গড়বেতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় পিতামহ সমসের জঙ্গ বাহাদুর বিরচিত মঙ্গলাপোতার প্রমোদ-উদ্যান বাটীতে পলায়িত হইয়া বাস করেন। গড়বেতার পূর্ব্ব-উত্তর প্রায় দুই ক্রোশ দূরে বনরাজি বেষ্টিত মঙ্গলাপোতা গ্রামে আজও যাদবচন্দ্রের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

রাজা যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ছত্র সিংহ বগড়ির রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি ইংরেজের কোষাগারে আপন প্রদেয় বার্ষিক কর নিরূপিত সময়ের মধ্যে প্রদান করিতে না পারায়, ইংরেজ তাঁহাকে বগড়ির রাজ-সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া, বার্ষিক ছয় সহস্র টাকা আয়প্রদ কয়েক মৌজার জমিদারীস্বত্ব প্রদান করেন, এবং বগড়ির অবশিষ্ট অংশের জমিদারী স্বত্ব অন্যান্য ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইংরেজ কর্ত্তৃক এইরূপে নিগৃহীত হইলেও নিরীহ রাজপুত্র ছত্র সিংহ স্বীয় দুর্দ্দশা নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অধঃপতনে অচল সিংহ নামক জনেক দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক পুরুষ প্রমুখ বহু সংখ্যক নাএক সৈন্য, আপনাপন বৃত্তি ও ভূসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া, ইংরেজ শক্তি বিলোপ সাধনে অভ্যুত্থিত হইল। তাহারা গড়বেতার নিকটবর্ত্তী নিবিড় বনভূমি মধ্যে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বগড়ির কেন্দ্র হইতে প্রান্তস্থল পর্য্যন্ত ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিল এবং যেদিন অচল সিংহ শুনিলেন যে বন্দী মথুরানাথের সহগামী দুইজন নাএক সৈনিক ইংরেজের গোয়েন্দাগণ দ্বারা ধৃত হইয়া মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ হইয়াছে,

সেইদিন হইতে সে অনল হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার বহুদূর পর্য্যন্ত বিদগ্ধ করিয়া ইংরেজ হৃদয়ে ভীতি বিক্ষেপ করিল। ইহাই বগাড়ির প্রসিদ্ধ "নাএকী হাঙ্গামা।"

নাএকগণ দৃঢ়কায় সমর কুশল বন্যজাতীয় মনুষ্য। তাহারা ইংরেজ শক্তির প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত হইলে পর, তাহাদের দলে লুণ্ঠনপ্রিয় অনেক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। নাএকগণ হিন্দুধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করিত এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের ন্যায় গো-ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বীরহৃদয় প্রতিভাময়

সেইদিন নিশাকালে ইংরেজ সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে সংক্ষুব্ধ হইয়া নাএক সেনাপতি অচল সিংহ গণগণির জঙ্গলস্থিত শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতিপয় আরোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া শিলাবতী নদীর পশ্চিম তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। নদীতীরে দাঁড়াইয়া তিনি আপন প্রিয়কন্যা চামেলীকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। পার্শ্বে বীরসিংহকে দেখিয়া অচলসিংহ তাঁহাকে চামেলীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে বীরসিংহ তাঁহার কোনও সন্ধানই বলিতে পারিলেন না। বীরহৃদয় বলে অচলসিংহ শোক দুঃখ বিস্মৃতি সাগরে ডুবাইয়া দিয়া একবার সেই পরিত্যক্ত শিবিরের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, শিবির ইংরেজ-সৈন্যের গোলার আগুনে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। জ্বালাময়ী পাবক শিখা যেন সমস্ত কানন উদরসাৎ করিয়া আকাশ গ্রাস করিতে লেলিহান ভীষণ রসনা নিষ্কাশিত করিয়াছে। সেই জ্বলন্ত দৃশ্যে অচলসিংহের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সে নয়ন আপন অনুচরগণের নীরব নিরুদ্যম স্তিমিত নয়নোপরি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"বীরগণ, অদ্য আমরা আপনাদিগকে হীনবল জ্ঞানে ইংরেজের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর না হইয়া একপ্রকার পরাজিত হইয়াছি। আমাদের প্রধান শিবির ইংরেজ দগ্ধ করিয়াছে। আমাদের শত শত আত্মীয়স্বজন বীরবন্ধু হতাহত হইয়াছে। আমাদের বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী অনলসাৎ হইয়াছে। আমরা এক্ষণে অসহায় সম্বলবিহীন পথের কাঙাল। পক্ষান্তরে ইংরেজের অমিত বাহুবল, অতুল ঐশ্বর্য্যবল আমাদের উচ্ছেদ সাধনে প্রয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু বীরগণ, আমরা কিছুতেই ভীত হইব না। আমাদের হৃদয় ইংরেজ সমরে পরাজিত হয় নাই। সে হৃদয় কিছুতেই দমিত হইবেনা। তাহা পূর্ব্বাপর স্বাধীনভাবে নৃত্য করিতেছে এবং আজীবন স্বাধীনতা হিল্লোলেই নৃত্য করিবে। আমরা বনে বনে হিংস্রজন্তুর সহিত বাস করিব, বনফলমূলে উদর পরিতৃপ্ত করিব এই চরম সময়ে বনেই দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিব। কিন্তু কখনই কাহারও অধীনতা স্বীকার করিব না।

কালে আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু নাএকগণের একতা, নায়ক সৈন্যের বীরতা, নাএক সমিতির প্রতিভা যেন চিরদিন এই বনে অমরভাবে জাগরিত থাকে, ইহাই আমার কামনা।"

সেনাপতির উৎসাহবাক্য শুনিয়া সেই কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য গভীর গর্জ্জনে জয়ধ্বনি করিয়া নৈশাকাশ আলোড়িত করিল। সে শব্দ ইংরেজ সৈন্যের কামান ধ্বনি অতিক্রম করিয়া দূরবনে প্রতিধ্বনি বিস্তার করিল।

নাএকগণ ক্ষণকাল নদীতীরে বিশ্রাম করিয়া অচলসিংহের পরামর্শানুসারে সেই রাত্রে বগড়ির সুদূর পশ্চিমপ্রান্তে অশ্ব পরিচালনা করিল।

জঙ্গলময় বগড়ির পশ্চিম-প্রত্যন্ত-প্রদেশ অতি রমণীয়। তথায় গিরিমালা সদৃশ প্রস্তর-স্তূপমালা-পরিশোভিত বনরাজি লীলা অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন বনদেবী সুনীল বাসে অঙ্গ আবরিত করিয়া মস্তকে গিরিমুকুট ধারণ পূর্ব্বক হাস্য করিতেছে। সুবাসিত বনকুসুমনিকর সৌরভ বিস্তার করিতেছে। বন-বিহগকুল উচ্চকণ্ঠে স্বরলহরী তুলিয়া আকাশ ধ্বনিত করিতেছে। বিমলবায়ু তরুশির বিকম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সে প্রদেশ স্বাধীনতার লীলা-ভূমি, স্বাধীন-হৃদয় বীরকুলের আনন্দ নিকেতন।

সেই নিভৃত বনান্তরালে অচলসিংহ-প্রমুখ নাএকগণ আড্ডা স্থাপন করিল এবং ইংরেজ অধিকৃত পল্লীসমূহে আপতিত হইয়া পল্লীবাসী জনগণের যথা-সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক আপনাদের নষ্ট ঐশ্বর্য্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে লাগিল। যে সকল নাএক নরনারী গণগণির বনে ইংরেজ সেনার আক্রমণে চারিদিকে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা দলে দলে অচলসিংহের নব শিবিরে সমাগত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার দলবল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিনের মধ্যে অচলসিংহ পূর্ব্ববৎ বলীয়ান হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অনুচরগণের ভৈরবনাদে ইংরেজ সেনা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বীর-হৃদয় অচলসিংহ আপন প্রিয় তনয়া চামেলীর শোক অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন বটে; কিন্তু বীরসিংহ তাঁহার অভাবে জগৎসংসার শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি যে চামেলীর জন্য ইংরেজের সুখময় আশ্রয়চ্ছায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাএক শিবিরে আসিয়া আপন জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, সেই সুরভি বনকুসুম চামেলী বিহনে সমস্ত কান্তার প্রদেশ তাঁহার নয়নে মরুময় শ্মশানবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাকে অচলসিংহের প্রতিভা, নাএক সৈন্যের বীরতা আর ভাল লাগিল না। তিনি একদিন সেনাপতিকে অভিবাদন পূর্ব্বক চামেলীর

অনুসন্ধানে বহির্গত হইবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অচলসিংহ হৃষ্টচিত্তে বীরসিংহের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। বীরসিংহ নাএকগণের নব শিবির হইতে বহির্গত হইয়া, ছদ্মবেশে নানাস্থানে চামেলীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ইংরেজের যেসকল সৈন্য নাএক দমনার্থ বগড়ির বনপ্রদেশে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা অচলসিংহের পরাক্রমে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সুযোগে হতভাগ্য ছত্রসিংহ ইংরেজের হিত সাধন করিয়া স্বীয় প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার মানসে, বিবিধ উপায়ে অচলসিংহকে বন্দীকৃত করিয়া ইংরেজ সৈন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আচরণে সংক্ষুব্ধ হইয়া নাএকবীর অচলসিংহ তাঁহার মস্তকে যে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হয় নাই।

অচলসিংহের ভাগ্যের বিপর্য্যয় ঘটিলে, নাএকগণ তাহাদেরই দলস্থ অন্যান্য সৈনিক পুরুষকে ক্রমান্বয়ে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ইংরেজ রাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নাএক বিদ্রোহ নিবারণার্থ পুনরায় বগড়ির বনপ্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করেন। ইংরেজ সৈন্যের রণকুশলে নাএকগণ পরাভূত হইলে, ছত্রসিংহ ইংরেজ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে কতই সম্মান প্রদর্শন করিবেন। হয়ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একটা বীর অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া বগড়ির রাজসিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইয়াছিল। ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে নাএক বিদ্রোহীগণের অন্যতম নেতা স্থির করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া হুগলির জেলে প্রেরণ করিলেন। হতভাগ্য ছত্রসিংহকে দশ বৎসর কাল ইংরেজের কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ঐ দশবৎসর ইংরেজ ছত্রসিংহের চরিত্র পুঙখানুঙখরূপে অনুসন্ধান করেন; কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি নিরপরাধী প্রমাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কারাবাস সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তির বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি মুক্তিলাভ করিলে পর, তাঁহাকে বার্ষিক ছয় সহস্র টাকা বৃত্তি দানে সম্মতি প্রকাশ করেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট আরও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি যে কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন তিনিই তাঁহার

মৃত্যুর পর ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোষাগার হইতে বার্ষিক তিন সহস্র টাকা বৃত্তি পাইবেন। ছত্রসিংহ ইংরেজের হস্ত হইতে আপন সম্পত্তি উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া, অগত্যা ইংরেজের প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ছত্রসিংহের জনেক বংশধর এক্ষণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোষাগার হইতে বার্ষিক দেড় সহস্র টাকা মাত্র বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

এ সন্ন্যাসী কে ?

সেই অন্ধকারময়ী নিশাকালে, বীরবালা চামেলী শিলাবতী নদীর খরতর স্রোতে বহুদূর ভাসিয়া গিয়া নদীর তীরলগ্ন একটা বালুকাময় চরের উপর নিমীলিত নেত্রে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বদনে জ্যোতি নাই, শরীরে তেজ নাই, মস্তকে সংজ্ঞা নাই, ধমনী রক্ত পরিশূন্য। চরের অনতি দূরে কৃষ্ণাঙ্গারবসনা নরকঙ্কাল মালিনী একটা সুবৃহৎ শ্মশান-ভূমি চরমকালের বিকটচ্ছায়া মানব নয়নে প্রতিফলিত করিতেছে। শ্মশান পার্শ্বে এক প্রাচীন বিটপী ঘনপত্র বিন্যস্ত দীর্ঘ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া যেন গতাসু জীবকুলের মস্তকোপরি ছায়া দানে সমুৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিটপি-মূলে একটী পর্ণকুটীর। তাহাতে একজন শ্মশ্রুধারী যুবাপুরুষ কিছুদিন পূর্ব্বাবধি যোগ সাধন জন্য বাস করিতেছেন। লোকে তাঁহাকে জীবন সন্ন্যাসী বলে।

সন্ন্যাসী প্রাতঃকার্য্য সমাধানার্থ ঊষালোকে নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন, চরের উপর একটা রণবেশধারী মনুষ্যদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসী পূর্ব্বদিবসের যুদ্ধ বৃত্তান্ত অনেকটা অবগত ছিলেন ; এক্ষণে কৌতূহল পরবশ হইয়া ভাবিলেন, এদেহ কাহার! একি নর, না নারী! কিন্তু ক্ষণপরেই অগ্রসর হইয়া দেহের গঠন দৃষ্টে সকলই বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিলেন—"হত-ভাগিনী চামেলি, কেন পতঙ্গবৎ অনলে পুড়িয়া মরিলি!" সন্ন্যাসী ভাবিলেন এ যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শুশ্রূষা করা আমার উচিত হয় না। কারণ ভারতললনা পরপুরুষের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি জ্ঞান করে। ইহা ভাবিয়া জীবন সন্ন্যাসী নিকটস্থ গ্রাম মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া কয়েকজন প্রবীণা স্ত্রীলোককে নদীতীরে ডাকিয়া আনিলেন। স্ত্রীলোকগণ সমাগত হইয়া চামেলীর জলকর্দ্দমাভিষিক্ত সপরিচ্ছদ দেহ নদীজলে পরিস্কৃত করিয়া তাঁহাকে চড়া হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া সন্ন্যাসীর মঠে একটা শয্যায় শয়ন করাইলেন। চামেলীর রত্নকিরীট ইতিপূর্ব্বে স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কর্ণে কুণ্ডল এবং হস্তে সুবর্ণবলয় জড়িত ছিল। আগন্তুক স্ত্রীলোকগণ তাঁহার আর্দ্রবস্ত্র সমূহ ও কুণ্ডলবলয় উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে একখানি

শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া দিলেন। পরে সন্ন্যাসীর পরামর্শানুসারে তাঁহারা চামেলীর গাত্রে সামান্য অগ্নি তাপ দিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন।

চামেলী নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি একটা আনাবৃত কুটীর প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সে রণবেশ নাই, শরীরে শক্তি নাই। পার্শ্বে কয়েকজন স্ত্রীলোক এবং অদূরে একজন দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুধারী বিভূতি বিভূষিত যুবাপুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কোথায় ?" সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া উত্তর করিলেন,—"তুমি এক্ষণে শিলাবতী তটে সন্ন্যাসীর আশ্রমে। তোমার কোনও চিন্তা নাই, তোমার শরীরের অবস্থা বড়ই মন্দ। তুমি কথা কহিও না। কিছু আহার করিয়া সম্প্রতি নিদ্রা যাও।" ইহা বলিয়া সন্ন্যাসী আপন কুটীর হইতে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ আনিয়া চামেলীকে পান করাইলেন। চামেলী দুগ্ধ পান করিয়া পুনরায় শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

এক্ষণে গ্রামস্থ অনেক নরনারী চামেলীকে দেখিবার জন্য সন্ন্যাসীর মঠে আসিতে লাগিল। সন্ন্যাসী চামেলীর বিরক্তি নিবারণ জন্য তাঁহাদের সকলকে সমম্ভ্রমে বিদায় দিয়া কেবলমাত্র দুইজন প্রবীণা রমণীকে তাঁহার কুটীর-প্রাঙ্গণে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী চামেলীর শারীরিক অবস্থার সুলক্ষণ দেখিয়া, আপন দৈনিক স্নান আহ্নিক সমাপানার্থ মঠ হইতে বহির্গত হইলেন। এবং শিলাবতী সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক নিকটস্থ প্রান্তর হইতে পুষ্পাদি আহরণ করিয়া বিটপিমূলে একটী সিন্দুর-চন্দন-চর্চ্চিত মৃন্ময় ঘটের পূজা সাঙ্গ করিলেন। পরে কুটীরের এক পার্শ্বে অন্ন পাক আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসীর মঠে আহারীয় দ্রব্যাদির অভাব ছিল না। গ্রামস্থ ধর্ম্মভীরু নরনারীগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে দুগ্ধ, ঘৃত, তণ্ডুল ও নানাপ্রকার ফলমূল উপহার দিয়া যাইত। সন্ন্যাসী অন্নপাক সমাধান করিয়া প্রবীণা স্ত্রীলোকদ্বয়কে কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলেন এবং চামেলীকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। আহার সমাধা হইলে, তিনি কুটীর প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী চামেলীর চিত্তবৈকল্য নিবারণ জন্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"চামেলি, আমি তোমার প্রতি আপন ভগ্নীনির্ব্বিশেষে দৃষ্টিপাত করিব। তুমি নিশ্চিন্ত চিত্তে অবস্থান কর। যতদিন তোমার শরীর সম্পূর্ণ

সুস্থ না হয়, ততদিন তুমি আমার এই আশ্রমে নিরাপদে থাকিতে পারিবে।" ইহা বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার পূর্ব্বদিবসের জীবন বৃত্তান্ত জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে, চামেলী সমস্ত কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। চামেলীর অসুস্থতা দেখিয়া সন্ন্যাসী সেদিন তাঁহার সহিত বেশী কথাবার্ত্তা কহিলেন না। পরে তিনি আপন কুটীর হইতে চামেলীর কুণ্ডল ও বলয় বাহির করিয়া চামেলীকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, চামেলী সন্ন্যাসীর সাধুতা দৃষ্টে তাঁহাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—"সন্ন্যাসী মহারাজ, এক্ষণে আমার অলংকারেব প্রয়োজন নাই। আপনি দয়া করিয়া এই দুইখানি গহনা কোনও ভদ্রলোককে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিলে উপকৃত ও অনুগৃহীত হইব।" সন্ন্যাসী চামেলীর গহনা বিক্রয় করিয়া দিতে প্রথমতঃ অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু চামেলী তাঁহাকে বলিলেন যে,—"বিদেশে অর্থহীন অবস্থায় থাকিলে আমার মনে স্ফূর্ত্তি হইবে না।" অগত্যা সন্ন্যাসী তাঁহার গহনা দুইখানি বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন অপরাহ্ণে আপনমঠে বসিয়া মহাভারত পাঠ করিতেন এবং সন্ধ্যার পর রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর পর্য্যন্ত শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। তাঁহার মুখে মহাভারত ও শাস্ত্র কথা শুনিবার জন্য গ্রামস্থ অনেক নরনারী মঠে আসিত। তাহারা সেদিন মঠে আসিয়া সকলে কেবল নাএক ইংরেজের যুদ্ধ কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইল। সন্ন্যাসী গ্রামস্থ কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া চামেলীকে একটী ব্রাহ্মণবাটীতে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সে বাড়ীতে কোনও পুরুষ বাস করিতেন না, কেবল একজন প্রবীণা স্ত্রীলোক ও তাঁহার দুইটী কন্যা থাকিত সন্ন্যাসী তদ্বিষয় চামেলীকে জানাইলে চামেলী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন এবং সন্ন্যাসীর অনুমতিক্রমে সে রাত্রে তথায় গিয়া শয়ন করিলেন।

চামেলী এইরূপে সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে কয়েকদিন কাটাইলেন। এক্ষণে গ্রামবাসী অনেক স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তাহারা চামেলীর নিকট যুদ্ধের গল্প শুনিতে ভালবাসিত। তাঁহার অসুখের কোনও কারণ ছিলনা; কিন্তু তাঁহাকে সেই একই অবস্থায় অধিকদিন থাকা ভাল লাগিল না। বিশেষতঃ তিনি তাঁহার পিতার কুশল সংবাদ না পাইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। চামেলী একদিন মধ্যাহ্নকালে সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া

তাঁহাকে আপন মনকথা বিবৃত করিলেন, এবং নাএক সেনাপতি অচলসিংহের অন্বেষণে বহির্গত হইবার অনুমতি প্রর্থেনা করিলেন।

সন্ন্যাসী চামেলীর মনোভাব অনুধাবন করিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"চামেলি, তোমার অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। কিন্তু যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে তুমি এ সময় একাকিনী নাএক সেনাপতির অনুসন্ধানে বাহির হইলে হয়ত তোমাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। ইংরেজের অনুচরগণ নাএকদিগকে ধৃত করিবার জন্য চারিদিকে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছে। তুমি তাহাদের হস্তে পড়িলে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে। বিশেষ তোমার পিতা এক্ষণে কোথায় কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন তাহা জানিবার উপায় নাই। এসময়ে এই পল্লীমধ্যে তোমার অবস্থান করাই যুক্তিসিদ্ধ। মনুষ্যের ভাগ্যে যাহা ঘটে তাহার গূঢ় রহস্য বিধাতা ভিন্ন আর কেহই অবগত নহেন। আমরা যে ঘটনা দেখিয়া আশু অশুভ কল্পনা করি, তাহার মধ্যে বিধাতা কতই মঙ্গল নিহিত রাখেন, তাহা কালে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। তুমি সেই নিশাকালে নদী-স্রোতে ভাসিয়া আসিবার সময় আপনার কতই অমঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলে। কিন্তু আজ ভাবিয়া দেখ, যদি তুমি এখানে আসিয়া আমাদের আশ্রয় প্রাপ্ত না হইতে, তাহা হইলে হয়ত তোমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইত।"

এই সকল কথা বলিয়া সন্ন্যাসী চামেলীর মনের গতি অনেকটা পরিবর্তন করিলেন। তিনি পরে চামেলীর সহিত নাএক শিবিরের নানা রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলীর আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর সন্ন্যাসী চামেলীকে কমলার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং কমলার চরিত্র সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। চামেলী তদুত্তরে, কমলার নির্ম্মল স্বভাব, নিষ্পাপ হৃদয় এবং মহোচ্চ অন্তঃকরণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার কথায় আস্থা প্রদর্শন না করিয়া বলিলেন,—"চামেলি, দুর্দ্ধর্ষ নাএকগণের শিবিরে ক্রমাগত তিন চারিমাস কাল কমলার ন্যায় যুবতী স্ত্রীলোক অরক্ষিতা অবস্থায় থাকিয়াও আপন সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।" সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া রোষে চামেলীর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তেজোব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নাএক শিবিরের বাহ্যতত্ত্ব মাত্র অবগত হইয়াছেন, নাএক-নীতির আভ্যন্তরিক সংবাদ কিছুই জানেন না। নাএকগণও কোনও রমণীকে প্রলোভন দেখাইয়া বা কাহারও

বিনা সম্মতিতে সতীত্ব নষ্ট করে না। কমলা নাএক শিবিরে পূর্ব্বাপর আমার সহবাসেই ছিল। তাঁহার চরিত্র আমি যতদূর অবগত আছি, ইহজগতে আর কেহই তত বেশী জানে না। আপনাকে তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব, কমলা একটি আদর্শ সতী। তাঁহাকে দেখিলে অনেক অসতী রমণী পাপমুক্ত হইতে পারে।" সন্ন্যাসী পুনরায় চামেলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কমলা এক্ষণে কোথায়?" তাহাতে চামেলী কমলা সংক্রান্ত ঘটনাবলী আদ্যোপান্ত সন্ন্যাসীর নিকট বলিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার কথা শুনিয়া স্থির গম্ভীরভাবে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চামেলী ইতিপূর্বে সন্ন্যাসীর মুখে আপন নাম শুনিয়া বিস্মিতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় কমলার নাম শুনিয়া তাঁহার বিস্ময় শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি সন্ন্যাসীকে বিনয়-নম্র বচনে বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি নাএক শিবিরের এতাধিক সংবাদ কিপ্রকারে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি না। বিশেষ, আপনি আমার এবং কমলার নাম কি প্রকারে জানিলেন, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। যদি বাধা না থাকে এ সকল রহস্যের মর্ম্ম দয়া করিয়া আমাকে বলিলে আমার মনের একটী অশান্তি দূরীকৃত হইবে। নচেৎ এ কৌতূহল অপরিতৃপ্ত থাকিয়া আমার হৃদয় চিরদিন আলোড়িত করিবে।" সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"চামেলি, আমাদের ন্যায় সংসার বিরাগী কাহাকেও আপন পরিচয় দিতে বাধ্য নহে। তুমি আমার পরিচয় প্রাপ্ত না হইলেও সকল রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিবে না। অগত্যা আমি সম্প্রতি তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইতিপূর্ব্বে আমি সময়ে সময়ে নাএক শিবিরে যাইতাম এবং তথায় দুই একজন নাএক সৈন্যের সহিত আলাপ করিয়া শিবিরস্থ অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি।"

দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণ কাল উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর মুখে মহাভারত শুনিবার জন্য শ্রোতৃবর্গ দলে দলে মঠে আসিতে লাগিল। সন্ন্যাসী চামেলীর সহিত কথাবার্তা বন্দ[১] রাখিয়া মহাভারত পাঠ আরম্ভ করিলেন। চামেলী ও অন্যান্য শ্রোতাগণের সহিত মহাভারত শুনিতে লাগিলেন; পরে নিশাকালে ব্রাহ্মণ বাটীতে গিয়া আহার সমাপনান্তর শয়ন করিলেন।

১, বন্দ—বন্ধ

এইরূপে প্রায় আরও একমাস কাটিয়া গেল। চামেলী আপন পিতার কোনও সংবাদ না পাইয়া বড়ই ব্যাকুলিতা হইলেন। তিনি আর কোনক্রমেই সন্ন্যাসীর মঠে থাকিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। চামেলী পুনরায় একদিন সময় বুঝিয়া সন্ন্যাসীকে আপন অবস্থা জানাইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"চামেলি. আর তোমার কষ্ট দেখিতে পারি না, আমি নিজেই আগামীকল্য প্রত্যূষে তোমার পিতার অন্বেষণে বহির্গত হইব। তুমি কোনও চিন্তা করিও না। আমি তোমাকে ব্রাহ্মণবাটীতে রাখিয়া যাইব এবং গ্রামের সকল ব্যক্তিকেই তোমার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যাইব। এই পল্লীবাসী নরনারী অতি ধর্ম্মভীরু এবং সকলেই আমাকে যথেষ্ট ভক্তি করে। আমি সম্ভবতঃ সপ্তাহ মধ্যে ফিরিয়া আসিব।" চামেলী সন্ন্যাসীকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী চামেলীকে এতাধিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে নিষেধপূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ চামেলীর কুণ্ডল ও বলয় বিক্রয় করিয়া মূল্যের প্রায় দুইশত টাকা আনিয়া চামেলীকে প্রদান করিলেন। কিন্তু চামেলী আপন অবস্থা ভাবিয়া তন্মধ্যে কেবল দুই চারিটী মাত্র টাকা আপনার কাছে রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা সন্ন্যাসীর সঙ্গে গিয়া তাঁহার পরিচিতা জনেক ভদ্রমহিলার নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। পরে সন্ন্যাসী পল্লীমধ্যে ঘরে ঘরে গিয়া প্রত্যেক গৃহকর্ত্তাকে চামেলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিলেন। এবং পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চামেলীর সাক্ষাত করণান্তর নাএক সেনাপতি অচলসিংহের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মুস্কিলের আসান

ছয়দিন অতীত হইল জীবন সন্ন্যাসী চামেলীকে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণবাটীতে রাখিয়া তাঁহার পিতার অন্বেষণে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আজ সপ্তম দিবস। চামেলী প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি সন্ন্যাসীকে দেখিতে না পাইয়া শিলাবতী তীরে গিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। চামেলী নদীতীরে দাঁড়াইয়া শুনিলেন যেন দূরে মধুর উচ্চকণ্ঠে বিভাস রাগিণীতে কোনও এক ব্যক্তি নিম্নলিখিত গীত গাহিতেছে।

গীত। (তাল একতালা।)

১

তার লাগি আমি বিবাগী ভ্রমি দেশে দেশে রে,
সকল ত্যজি, তাহারে খুঁজি তাপসের বেশে রে।

২

হৃদয়ে সতত তাহারে পূজি,
আঁখি মুদিয়ে তারে ভজি,
পাগল হয়েছি তাতে মজি,
তারে ভালবেসে রে।

৩

সে আমার মতিগতি
আঁধার জীবনে আলোক ভাতি,
গৃহছাড়ি করি শ্মশানে বসতি,
তারে পাবার আশে রে।

চামেলী একাগ্রচিত্তে গীতটি শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন গায়ক ক্রমশঃ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তিনি গায়ককে দেখিবার জন্য নদীতীরে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে চামেলী দেখিলেন এক অতিথি বেশধারী পুরুষ গীত গাহিতে গাহিতে আসিতেছে।

অতিথির স্কন্ধে একটী বন্দুক. হস্তে লাঠি, মস্তকে জীর্ণ মলিন বস্ত্রের পাগড়ি এবং পরিধেয় বসন তদনুরূপ। চামেলী অদূরে অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে অতিথি গীত বন্ধ করিয়া ব্যগ্রত সহকারে দূর হইতে বলিলেন,— 'চামেলি, পলাইওনা, একবার দাঁড়াও।" চামেলী অতিথির মুখে আপন নাম শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে অতিথি দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"চামেলি, আমাকে চিনিতে পার?" চামেলী দেখিলেন বীরসিংহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি হর্ষে বিস্ময়ে মুহূর্তমাত্র নির্বাক থাকিয়া পরে বলিলেন· —"বীরসিংহ, এ সময়ে তোমাকে দেখিয়া আমি যে কত সুখী হইলাম তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। এক্ষণে নাএক শিবিরের সংবাদ এবং আমার পিতার কুশল সমাচার সংক্ষেপে বলিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।" চামেলীর কথা শুনিয়া বীরসিংহের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"চামেলি, তুমি এখানে কতদিন হইতে কি অবস্থায় রহিয়াছ অগ্রে আমাকে বলিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।" বীরসিংহের ব্যগ্রতা দেখিয়া চামেলী তাঁহাকে আপন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। বীরসিংহ সবিশেষ অবগত হইয়া প্রথমতঃ চামেলীর সঙ্গে গিয়া সন্ন্যাসীর মঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি সেই ক্ষুদ্র কুটীর প্রাঙ্গণে আপন স্কন্ধস্থিত বন্দুক নামাইয়া উপবেশন পূর্ব্বক নাএকগণের অবস্থা চামেলীকে জানাইলেন। পরে বীরসিংহ বিষাদ নয়নে চামেলীর মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিবেন যেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। চামেলী তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুলিতা হইয়া বলিলেন,—"বীরসিংহ, আর বিলম্ব করিও না, আমাকে রক্ষা কর, পিতার কুশলসংবাদ দানে আমার চিত্তাবেগ নিবারিত কর।"

বীরসিংহ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন,—"চামেলি, সংবাদ বড় ভীষণ। সাহসে বুক বাঁধিয়া শুনিতে প্রস্তুত হও। আমি তোমার অন্বেষণে অভিনব নাএক শিবির হইতে বহির্গত হইবার কয়েকদিন পরে, সেনাপতি অচলসিংহকে রাজা ছত্রসিংহ বনের কোনও নিভৃত প্রদেশে কোনও গূঢ় মন্ত্রণা স্থির করিবার ছলে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ইংরেজ সৈন্য হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে মেদিনীপুরের জেলে আবদ্ধ। ইংরেজ রাজপুরুষগণ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার

অন্যূন ত্রিশজন অনুচর বোধ হয় সপ্তাহ পরে স্বদেশ রক্ষার্থে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন।"

বীরসিংহের কথা শুনিয়া চামেলীর মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি জগৎ সংসার অন্ধকারময় দেখিলেন। তাঁহার নয়ন যুগল অশ্রুধারায় ভাসিতে লাগিল। তিনি নাতি-উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন —"বাবা, তুমিই আমার এ সংসারে একমাত্র ভরসার স্থল ছিলে। আমাকে ভালবাসিবার আর কেহ নাই। এ সংসার আজ আমার পক্ষে শ্মশান। পিতঃ তোমার চামেলী আজ পথের কাঙ্গালী। বাবা গো, আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আজ বুঝিলাম প্রিয়জন অভাবে এ সংসার অসার, ইহা কেবল দুঃখের আগার মাত্র। আমার আর ইচ্ছা হয় না যে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করি।"

চামেলী এইরূপ বিলাপ করিয়া রোদন করিতেছেন, ইতিমধ্যে জীবন সন্ন্যাসী মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চামেলী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বীরসিংহের ইতিপূর্ব্বে একবার নাএক শিবিরে আলাপ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি তাঁহাকে মঠে উপস্থিত দেখিয়া সকলই বুঝিতে পারিলেন। বীরসিংহ সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানাইলেন। জীবন সন্ন্যাসী চামেলীর অবস্থা ভাবিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এসময়ে চামেলীর দুখের সীমা ছিল না। তাঁহার শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া সমস্ত হৃদয় প্লাবিত হইয়াছিল। সে শোকতরঙ্গে তাঁহার ধৈর্য্য-শান্তি সকলই ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

চামেলীর রোদনরোলে সন্ন্যাসীর হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি সে কষ্ট আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন,—"চামেলি, প্রাণের চামেলি, জগতে তোমাকে স্নেহ করিবার অনেক লোক এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তুমি তাহাদের সহবাসে সুখী হইতে পারিবে। কমলা তোমাকে আপন সহোদরা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসে। আর এই বীরহৃদয় বীরসিংহ তোমার প্রণয়ভিখারী। প্রাণের চামেলি, যাহা বলিবার নয়, বলিবার ইচ্ছা ছিল না, তাহা আজ তোমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ বারিবিন্দু বিক্ষেপ করিবার আশায় বলিতেছি শুনিয়া যাও।—আমি তোমার সেই স্নেহময়ী কমলার স্বামী হতভাগ্য শশিশেখর। মনে জানিও আমি তোমার একজন পরম আত্মীয়। তুমি

আমাকে দেখিয়া আপন শোক সম্বরণ কর, চিত্তাবেগ নিবারিত কর। আমি এবং কমলা জীবিত থাকিতে ইহসংসারে তোমাকে আত্মীয় বিরহজনিত কোন কষ্টই ভোগ করিতে হইবেনা। তোমার সুখে দুঃখ হর্ষে বিষাদে আমাদের জীবন জড়িত থাকিবে। আমি এইবার ভ্রমণে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ মেদিনীপুরে পেঁাছিয়া তোমার পিতার সংবাদ লইয়াছি। পরে তথা হইতে এই সন্ন্যাসী বেশে আমার শ্বশুরালয়ে গিয়া সে বাড়ীর সংবাদ লইয়াছিলাম। কমলাকে চক্ষে দেখিয়া নীরবে রোদন করিয়াছি। বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল তাহার সহিত দুইটা মনের কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াইব, কিন্তু নানা কারণে তাহা পারিলাম না। আমার শ্বশুর মহাশয় সম্প্রতি বাড়ীতে উপস্থিত নাই। রামার মাকে সঙ্গে লইয়া কোথায় গিয়াছেন, তাহার সঠিক তত্ত্ব কেহ বলিতে পারিল না। বোধ হয় আমারই অন্বেষণে তিনি বহির্গত হইয়াছেন। আমি পাষাণ। আমি আমার পূজ্যপাদ পিতৃতুল্য শ্বশুরকে কতই মনঃকষ্ট দিয়াছি। যতদিন বাঁচিব গতানুশোচনার বিষময় দংশনে আমার হৃদয় দগ্ধ হইবে।" ইহা বলিয়া জীবন সন্ন্যাসী আপন সন্ন্যাসী বেশ ধরিবার কারণ সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন এবং তিনি পত্রদ্বারা যে সকল কথা মথুরানাথকে জানাইয়াছিলেন তাহাও বলিলেন। পরে সন্ন্যাসী আনন্দোৎফুল্লনয়নে চামেলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"প্রাণের চামেলি, তুমি এখানে আসিয়া কমলার চরিত্র সম্বন্ধে আমার সন্দেহ অপনোদন না করিলে, আমি এই অবস্থাতেই জীবনকাল অতিবাহিত করিতাম। আর সেই নিরপরাধিনী কমলা চিরদিন স্বামী সুখে বঞ্চিত হইয়া জীবন্মৃতা অবস্থায় দেহ ধারণ করিত। তুমি আমাদের যে উপকার সংসাধন করিয়াছ তাহা অমূল্য, আমরা কখনই তাহার প্রতিশোধ দিতে পারিবনা। তোমার ঋণপাশে আমরা চিরদিন আবদ্ধ থাকিব। তোমারই দয়াগুণে কমলা নাএক শিবিরে আপন সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। তুমি নারীদেহধারিণী দেবী। আমি এবং কমলা তোমাকে হৃদয়াসনে বসাইয়া আজীবন তোমার পূজা করিব। চামেলি, ভগিনি, ক্ষান্ত হও, আর কাঁদিও না। অদ্যই আহারাদি সমাপনান্তর অন্যান্য পরামর্শ স্থির করিয়া শীঘ্রই সকলে মেদিনীপুর যাত্রা করিব। আমার বড় ইচ্ছা, তোমার সহিত তোমার পিতার একবার শেষ সাক্ষাৎ হয়।"

চামেলী সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া এতক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে হর্ষ-বিষাদ এবং বিস্ময়ের বিষম সংঘর্ষণে-

এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার নয়নাসার শুকাইয়া গিয়াছিল তিনি সন্ন্যাসীকে কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসী নীরব হইলে চামেলী ভাবিলেন এ সকল কি সন্ন্যাসীর কল্পিত কথা! সন্ন্যাসী কি মিথ্যাবাদী। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তিনি সন্ন্যাসীর কথাবার্ত্তা এবং সদাচরণ মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া তাঁহার বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলেন। চামেলী সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া আনন্দে গদগদ স্বরে বলিলেন, "ভাই সন্ন্যাসী, আমি আজ তোমার কথা শুনিয়া বাস্তবিক দিশাহারা হইয়াছি। পক্ষান্তরে আমার শোকতাপ তিরোহিত হইয়াছে। আজ হইতে আমি তোমার সহিত একটি নূতন সম্পর্কে জড়িত হইলাম। আমি আর তোমাকে "আপনি" বলিবনা। তোমার সরলতা আমি জীবনে ভুলিবনা। আমার স্নেহের সেই কমলাননা কমলা আপন উপযুক্ত স্বামীরত্ন পাইয়াছে দেখিয়া আজ আমি আনন্দ সাগরে ভাসিতেছি। এই মঠে আসিয়া আমি প্রথমতঃ তোমার মুখে আমার এবং কমলার নাম শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। এতদিনের পর আমার একটী কৌতূহল চরিতার্থ হইল। আমার পরম প্রণয়িনী কমলার কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু তুমি তাহাকে আপন পরিচয় না দিয়া চলিয়া আসিয়াছ ইহাই দুঃখ।"

ইতিমধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক সন্ন্যাসীর আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহার জন্য নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী লইয়া মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী, চামেলী ও বীরসিংহকে উপস্থিত কথাবার্ত্তার আন্দোলন করিতে নিষেধ করিলেন এবং বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্নান করিয়া জল পান করিতে অনুরোধ করিলেন। পরে সন্ন্যাসী আপন দৈনিক পূজা আহ্নিক সমাধানান্তর কুটীরে অন্নপাক করিলেন এবং যথাসময়ে বীরসিংহ ও চামেলীর সহিত আহার সমাপন করিয়া মেদিনীপুর যাইবার পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর কয়েকদিন অনুপস্থিতি নিবন্ধন, সেদিন বৈকালে গ্রামস্থ অনেক নরনারী মহাভারত শুনিবার জন্য মঠে সমাগত হইল। তিনি তাহাদের স্নেহ ভক্তি দেখিয়া তাহাদিগকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন। গূঢ় কথা সমস্ত অপ্রকাশিত রাখিয়া জীবন সন্ন্যাসী সে দিবস আর মহাভারত পাঠ না করিয়া আগন্তুক নরনারীর সহিত নানাপ্রকার সাংসারিক কথার আলোচনা করিলেন এবং

কোনও বিশেষ কার্য্যবশতঃ পরদিন মেদিনীপুর যাইবেন বলিয়া সকলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

মেদিনীপুর যাওয়া স্থির নিশ্চয় হইলে, চামেলী আপন কুণ্ডল ও বলয় বিক্রীত মূল্যের টাকাগুলি সন্ন্যাসীর সাহায্যে মোহর বাঁধাইয়া লইলেন। সে রাত্রে বীরসিংহ ও সন্ন্যাসবেশধারী শশিশেখর মঠে শয়ন করিয়া নানাপ্রকার তর্ক যুক্তি মীমাংসায় নিশা যাপন করিলেন। চামেলী ব্রাহ্মণবাড়ীতে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি অতি প্রত্যূষে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে কোন্ বেশ ধরিয়া পথ ভ্রমণ করিবেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। চামেলী উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে শ্রীক্ষেত্রগামী যাত্রীর বেশ ধারণ করিয়া গ্রামবাসীগণের অলক্ষ্যে মেদিনীপুরের পথে যাত্রা করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ
বিষাদে হর্ষ

বগড়ির দুর্দ্ধর্ষ নায়ক অচলসিংহের এবং তাঁহার দলস্থ কয়েকজন ডাকাইতের অদ্য প্রাতে ফাঁসি হইবে। মেদিনীপুরের প্রাচীন কেল্লার মাঠ আজ লোকে লোকারণ্য। বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা দৌড়াদৌড়ী করিয়া ফাঁসি দেখিতে যাইতেছে। মাঠের একস্থলে কয়েকটা ফাঁসিকাষ্ঠ প্রোথিত হইয়াছে। ফাঁসিকাষ্ঠের অনতিদূরে প্রায় ত্রিশজন ডাকাইতকে বেষ্টন করিয়া একদল রণপরিচ্ছদধারী সৈনিক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই ডাকাইতগণের প্রাণবায়ু ফাঁসিকাষ্ঠের বিষম রজ্জুতাড়নে নিরোধ হইবে; কিন্তু তাহাদের হৃদয় যেন আনন্দে নাচিতেছে। দস্যুদলের নয়ন তেজোময়, বদন প্রসন্ন, ললাট চিন্তারেখাশূন্য। তাহারা প্রহরীবেষ্টিত তৃণশয্যায় বসিয়া উচ্চকণ্ঠে সমর সঙ্গীত গাহিতেছে। সে গীত শুনিবার জন্য, সে গায়কদিগকে দেখিবার জন্য, আগন্তুক নরনারী ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ভীষণ মূর্ত্তি প্রহরীগণের গালি ও গুঁতো খাইতেছে।

পাঠকের পরিচিত শশিশেখর, বীরসিংহ এবং চামেলী এইস্থলে আসিয়া লোকসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা জনতার মধ্যে না গিয়া, একটু দূরে ময়দানের সীমান্তে একখণ্ড উচ্চভূমির উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শশিশেখর ও বীরসিংহের কিঞ্চিদ্দূরে[১] চামেলী অবস্থিতা। তাঁহার বড় ইচ্ছা যে পিতার সহিত একবার শেষ সাক্ষাৎ করেন, সাক্ষাৎ করিয়া পিতার চরণে একবার শেষ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করেন, কিন্তু সেই কোলাহল তরঙ্গ দেখিয়া তিনি সে আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষাদনয়নে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

কেল্লার ঘড়িতে ছয়টা বাজিয়া গেল। একজন ইংরেজ রাজপুরুষ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বধ্যভূমে সমাগত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সৈন্যগণ অস্ত্র হেলাইয়া অভিবাদন করিল। তাঁহার ইঙ্গিত ক্রমে জল্লাদ সর্ব্ব

---

১. কিঞ্চিৎ দূরে

প্রথমে ডাকাইত দলপতি অচলসিংহকে লইয়া ফাঁসিকাষ্ঠের উপর আরোহণ করিল। অচলসিংহ যেন শেষ একবার ইহজগৎ দেখিয়া যাইবার জন্য সেই দূরে প্রসারিত লোকাকীর্ণ প্রান্তরের উপর তেজোময় নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার তীব্র নয়ন-জ্যোতি দূরে আপন হৃদয় সর্ব্বস্ব প্রিয়কন্যা চামেলীর উপর পতিত হইল। তিনি বধ্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ভাই জল্লাদ, মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, তোমার সাহেবকে জানাও, আমি একটীবার আমার প্রিয় কন্যার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিয়া সংসারের সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া যাইব। ভাই, দেখ, ঐ উচ্চভূমিখণ্ডে আমার কন্যা মলিনমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।"

বীরপুরুষের অনুরোধ ক্ষীণপ্রাণ জল্লাদ অবহেলা করিতে পারিল না। সে অবিলম্বে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অচলসিংহের প্রার্থনা রাজপুরুষের কর্ণগোচর করিল। সহৃদয় ইংরেজ রাজপুরুষ সে প্রার্থনা অনুমোদন করিয়া অচলসিংহকে তাহার কন্যার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অচলসিংহ ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলে. চামেলী কয়েকজন প্রহরী দ্বারা তাঁহার সম্মুখে নীতা হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আর ক্ষণপরে জন্মদাতা পিতাকে এ জীবনে দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়া চামেলীর হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। রোরুদ্যমানা কন্যাকে দেখিয়া শেষের সেই ভীষণ সময়ে বীরহৃদয় অচলসিংহের হৃদয়ও একবার কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু সে আবেগ তিনি নিমেষকাল মধ্যে সম্বরণ পূর্ব্বক প্রফুল্ল বদনে তেজঃস্বরে আপন দুহিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা চামেলি, আজ আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে দেখিয়া সুখে দুঃখে যেন দিশাহারা হইয়াছি। তোমাকে বলিবার অনেক কথা থাকিলেও সে সকল কথা আর আমার মনে হয় না। মা. ভাবিয়া চিন্তিয়া বেশী কথা বলিবার সময় নাই, যতদূর পারি বলিতেছি, স্থিরভাবে শুনিয়া কার্য্য করিবে। আমি এ জীবনে কখনই কোন কারণে ক্ষুব্ধ হই নাই. আজ কিন্তু তোমার সহিত শেষ একবার দেখা হইবে না ভাবিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলাম। বিধাতা দয়া করিয়া আমার সে দুঃখ তিরোহিত করিলেন। তাঁহার কৃপায় এক্ষণে আমার ইহসংসারের কার্য্য শেষ হইল। আমি নিশ্চিত হইলাম। মা চামেলি, তুমি কাঁদিও না, সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করা

সেনাপতি অচলসিংহের কন্যার উচিত হয় না। বীরেন্দ্রনন্দিনীর প্রতিভাশালী নয়নে অশ্রুধারা শোভা পায় না। মা, কয়েকটী কথা বলিব শুনিয়া মনে রাখিও। তোমার সহিত আর কে আসিয়াছে অগ্রে আমি জানিতে চাই।" চামেলি রোদন সম্বরণ করিয়া উত্তর করিলেন,—"বীরসিংহ এবং সেই বন্দী মথুরানাথের জামাতার সহিত এখানে আসিয়াছি।" অচলসিংহ বলিলেন, —"চামেলী, আমার ইচ্ছা যে তুমি বীরসিংহকে বিবাহ করিয়া অতঃপর সংসারে সুখে কালযাপন করিবে। নচেৎ তোমার ন্যায় অসহায়া বালিকার পক্ষে সংসার ক্ষেত্র মরুময় হইবে। ইহা বলিয়া অচলসিংহ চামেলীর অতি নিকটে অগ্রসর হইয়া পার্শ্বস্থিত প্রহরীগণের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে বলিলেন, গণগণির বনে আমাদের সেই দগ্ধ শিবির-ক্ষেত্রে—যথায় আমার আবাস কক্ষা স্থাপিত ছিল, সেই স্থলে কয়েকটী ফুলগাছের তলায় খনন করিলে একটী সুড়ঙ্গ পথ দেখিতে পাইবে, তাহাতে ছয়টী লৌহ বাক্সে অনেক ধনরত্ন আছে, তুমি চেষ্টা করিয়া গ্রহণ করিবে। তন্মধ্যে একটী বাক্সে কতকগুলি কাগজপত্র আছে, এবং একখানি কাগজে বীরসিংহের জীবনবৃত্তান্ত লেখা আছে। বীরসিংহ সদ্বংশজাত রাজপুত যুবক।" ইহা বলিয়া অচলসিংহ ইঙ্গিতে আপন কন্যার নিকট চিরবিদায় লইতে উদ্যত হইলেন। চামেলীর চক্ষে আবার বারিধারা গড়াইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া নির্ভীক সেনাপতি অচলসিংহ স্থির গম্ভীর বদনে বলিলেন, —"মা চামেলি, তুমি আমার নন্দিনী হইয়া আবার রোদন করিতেছ? মা আর কাঁদিও না, প্রফুল্ল মুখে বিদায় দাও। আমি স্বদেশের হিত সাধনে, ব্রতী হইয়া জন্মভূমির চরণে জীবন বিসর্জন দিয়া স্বর্গে যাইতেছি, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। তুমি আপন গৌরব গরিমা স্মরণ রাখিবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বীরপতি লাভ করিয়া সংসার আশ্রমে সুখে কালযাপন করিও।"

অচলসিংহ এবং চামেলীর কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য জনস্রোত সেইদিকে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল। প্রহরীগণ বহুচেষ্টা করিয়া সে স্রোত নিবারিত করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সময় অতীত হইতেছে দেখিয়া, প্রহরী অধ্যক্ষ অচলসিংহকে বধ্যমঞ্চে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। নাএকবীর আর একবার আপন কন্যার দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। চামেলী তাঁহাকে আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না, বলিবার অবসরও পাইলেন না।

তিনি কেবল একবার ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতার চরণে প্রণাম করিলেন। অচলসিংহ ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নাএক সেনাপতি অচলসিংহ বধ্যমঞ্চে নীত হইলে, তাঁহার লোমহর্ষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া চামেলী আর সে স্থলে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি অদূরে বীরসিংহ ও শশিশেখরের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে রামার মা এবং মথুরানাথ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মথুরানাথ আপন জামাতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া অদ্য নাএকগণের বধ্যভূমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। চামেলী তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। হর্ষে বিষাদে তাঁহার নয়নযুগল জলধারায় পরিপ্লুত হইয়া গেল। মথুরানাথকে দেখিয়া বীরসিংহ অভিবাদন করিলেন। কিন্তু ছদ্মবেশধারী শশিশেখর লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া একপার্শ্বে দাড়াইয়া রহিলেন। চামেলী তাহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মথুরানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয় আপনি ঐ দাড়ীওয়ালা লোকটীকে চিনিতে পারেন?" শশিশেখর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়া মথুরানাথের চরণে প্রণাম করিলেন। মথুরানাথ প্রথমতঃ সেই সন্ন্যাস-বেশধারী পরিব্রাজককে চিনিতে না পারিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই হারানিধি জামাতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্নেহময় বৃদ্ধ শ্বশুরকে রোদন করিতে দেখিয়া শশিশেখরও রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সকলে এইরূপে ক্ষণকাল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া, সেই জনতার মধ্যে কথাবার্ত্তা কহা অযৌক্তিক বিবেচনায়, বধ্যভূমি হইতে অনতিদূরে মেদিনীপুরের বাজারে গমন করিলেন এবং তথায় একখানি দোকান বাড়ী ভাড়া করিয়া তন্মধ্যে সকলে আপনাপন বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে লাগিলেন।

মথুরানাথ, শশিশেখর, বীরসিংহ, চামেলী এবং রামার মা আজ পরস্পরকে পাইয়া হর্ষে নিমগ্ন হইলেন। সকলের মুখমণ্ডল গম্ভীর নীরব, অন্তস্থল রাশি রাশি বক্তব্য কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু কেহই বেশী কথা কহিতে পারিতেছে না। বহু কষ্টে শশিশেখর এবং বীরসিংহ মথুরানাথের নিকট আপনাপন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে জানাইলেন। মথুরানাথ স্নেহপূর্ণ নয়নে চামেলীর দিকে চাহিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। অচলসিংহের মৃতদেহের সৎকার সাধন

জন্য বীরসিংহ এবং শশিশেখর চামেলীর অজ্ঞাতে পরামর্শ স্থির করিয়া মথুরানাথকে আপনাদের বক্তব্য জানাইলেন। মথুরানাথ তাঁহাদের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া শশিশেখরকে অচলসিংহের দেহ দাহ করিবার চেষ্টায় বহির্গত হইতে বলিলেন। রাজপুরুষগণ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে চামেলী শোকার্ত্ত হইবেন ভাবিয়া তাঁহারা পূর্ব্বে হইতে কোনও কথা চামেলীকে জানাইলেন না।

বহুকষ্টে শশিশেখর সফলকাম হইলেন। তিনি চামেলীর পক্ষ হইতে মেদিনীপুরের শান্তিরক্ষক রাজপুরুষের অনুমতি গ্রহণ করিয়া কংশাবতী নদীর তীরে অচলসিংহের দেহ চামেলীর দ্বারা দাহ করাইলেন। মথুরানাথ, বীরসিংহ, শশিশেখর, রামার মা সকলেই শ্মশানভূমে চামেলীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইলে তাঁহারা সকলে নদীজলে অবগাহন পূর্ব্বক বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নিশাকালে তথায় শ্রান্তি দূর করিয়া পরদিন প্রত্যুষে মথুরানাথের বাড়ীতে গমন করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আনন্দভবন

মথুরানাথের ক্ষুদ্রভবন আজ আনন্দ তরঙ্গে ভাসিতেছে। মথুরানাথ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী হারানিধি জামাতাকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন। স্বামীমুখ দেখিয়া এবং আপন প্রিয় সখী চামেলীকে পাইয়া কমলা আনন্দে ভাসিতেছেন। বহুবিপদের পর শশিশেখর আপন পরম প্রণয়িনী কমলাকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন। চিরবাঞ্ছিত চামেলীকে দেখিয়া বীরসিংহ আনন্দে ভাসিতেছেন। মথুরানাথের দুর্দ্দশা দূর হইতে দেখিয়া কমলাকে স্বামী সকাশে দেখিয়া চামেলী আনন্দে ভাসিতেছেন। আর গৃহস্থ যাবতীয় নরনারীর আনন্দ দেখিয়া রামার মা ও মতিবালা আনন্দ-তরঙ্গে ভাসিতেছে। তাঁহাদের সে আনন্দ অতুল ও অপরিসীম।

মথুরানাথ আপন জামাতাকে এবং বীরসিংহ ও চামেলীকে ভদ্রজনোচিত নববস্ত্রাদি পরাইলেন। শশিশেখর দীর্ঘ নখকেশ ছেদন করিয়া সন্ন্যাসীবেশ ছাড়িয়া জামাতা-বেশে শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কমলা তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ আনন্দাভিমানে তাঁহার সহিত কথা কহেন নাই এবং শশিশেখরও লজ্জায় তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারেন নাই। কিন্তু চামেলী উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া দম্পতির ভারিভুরি[১] ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তার নানাপ্রকার টীকাটিপ্পনী করিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিলেন।

মথুরানাথ সেইদিন শশিশেখরের সহিত পরামর্শ করিয়া সুন্দরপুর গ্রামে তাঁহার মাতাপিতার নিকট সবিশেষ সংবাদ পাঠাইলেন। শশিশেখর নিজগ্রামস্থ কুটুম্বমণ্ডলীর কূট চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। পাছে তাহারা কমলার চরিত্রে দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে অবমানিত করে, ইহা ভাবিয়া তিনি আর বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করিলেন না।

গৃহশূন্য আত্মীয়স্বজন বিরহিত চামেলী এবং বীরসিংহের শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া মথুরানাথ তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মানের সহিত আপন পরিবার মধ্যে রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন,—"এখন হইতে আমরা সকলে

১, গর্ব, জাঁক

এক পরিবার ভুক্ত হইলাম, আমি ইহার মধ্যে কাহাকেও কখনও অপর ভাবিব না এবং কোনও বিশেষ অসুবিধা বা সুবিধা না দেখিলে পৃথগন্ন হইতে দিব না।"

তিনদিন অতীত হইল সেনাপতি অচলসিংহ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। চতুর্থ দিবস উপস্থিত। চামেলী আপন অলঙ্কার বিক্রীত অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করিয়া সেদিন মৃত পিতার সদ্গতি কামনায় তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধান করিলেন। ক্রিয়া উপলক্ষে তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মণ এবং দীনদুঃখীকে ভোজন করাইয়া দুই চারিটী পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। শ্রাদ্ধাদি সমাপন হইলে চামেলী একদিন বীরসিংহ, শশিশেখর ও মথুরানাথের নিকট আপন পিতার গুপ্তধন সম্পত্তির কথা প্রকাশ করিলেন এবং গণগণির বনে গিয়া সেই সকল সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া আনিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মথুরানাথ সে উপায় আবিষ্কার করিলেন। নাএকী হেঙ্গামায় উত্যক্ত হইয়া বগড়ির প্রজাসমূহ সে বৎসর কৃষিকার্য্য করিতে পারে নাই। শস্য উৎপন্ন না হওয়ায় বগড়ি প্রদেশে ধান্য অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়াছিল। মথুরানাথ মেদিনীপুর হইতে কতকগুলি বলদ ভাড়া করিয়া আনিয়া, বলদপৃষ্ঠে বড় বড় ধান্যের থলিয়া বোঝাই করিলেন। তন্মধ্যে দুই একটা থলিয়ার ভিতর কোদাল কুঠার প্রভৃতি মৃত্তিকা খনন উপযোগী যন্ত্র সমূহ গোপনে রক্ষা করিলেন। পরে বীরসিংহ, শশিশেখর, রামার মা এবং চামেলীকে সঙ্গে লইয়া ধান্য ব্যবসায়ী বেশে তিনি গড়বেতায় উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা গড়বেতাবাসীগণের নিকট পরিচয় প্রদান করিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে ধান্য বিক্রয় কার্য্য শেষ হইলে, মথুরানাথ সদলে কাষ্ঠ আহরণের ছলে একদিন গণগণির বনে প্রবেশ করিলেন এবং চামেলীর উপদেশ অনুসারে নাএকগণের পরিত্যক্ত শিবির ভূমির যথাস্থল খনন করিয়া ছোট বড় ছয়টী লোহময় বাক্স উত্তোলন করিলেন। অর্থপূর্ণ সেইসকল বাক্স এক একটা থলিয়া বন্ধ করিয়া এক একটা বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া তদুপরি বনের জ্বালানী কাষ্ঠ আচ্ছাদনপূর্ব্বক সকলে মেদিনীপুরের পথে অগ্রসর হইলেন।

বাড়ী পঁহুছিয়া মথুরানাথ গ্রামবাসীগণের অজ্ঞাতে বাড়ীর কোন নিভৃত স্থলে সেই সকল বাক্স উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে একটী বাক্স স্বর্ণ-মুদ্রায় এবং দুইটী বাক্স রজত মুদ্রায় পূর্ণ রহিয়াছে। অবশিষ্ট তিনটী বাক্সের

মধ্যে দুইটী বিবিধ স্বর্ণ এবং রৌপ্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। আর একটী বাক্সের ভিতর কতকগুলি কাগজপত্র রহিয়াছে। চামেলী আপন পিতার সঞ্চিত অর্থ দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। সে ধনরাশি পরিমিত রূপে ব্যয়িত হইলে, মথুরানাথের গৃহস্থিত সকলব্যক্তির স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইবে ভাবিয়া, চামেলী মথুরানাথকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, —"দাসজী মহাশয়, আপনি জানেন যে আমি এবং কমলা বহুদিন হইতে সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। আমাদের পরস্পরের শরীর ভিন্ন হইলেও উভয়ের হৃদয় উভয়ের সুখদুঃখে বিজড়িত। কমলাকে আমি সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসি এবং তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। বেশী কথা আর কি বলিব, আমি কমলাকে তাঁহার স্বামীসহ মিলিত হইতে দেখিয়া পিতৃবিয়োগ জনিত শোক-তাপ বিস্মৃত হইয়াছি। আপনি এক্ষণে আমার পিতৃস্থানীয়। আজ আপনি না থাকিলে ইহসংসারে আমার দাঁড়াইবার স্থান হইত না। আপনি আমার প্রতি আপন কন্যানির্ব্বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেই আমি চরিতার্থ হইব। এই সমস্ত অর্থ আপনার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত এবং ব্যয়িত হইবে ইহাই আমার কামনা। তবে যদি অতঃপর আমি বিবাহিতা হইয়া পৃথক বাস করি, বা শশিশেখরের সহিত কমলা আপনার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করেন, তাহা হইলে সে সময় এই ধন যতদূর থাকিবে তাহা তিন অংশে বিভাগ করিয়া এক অংশ আপনি লইবেন এবং অপর দুই অংশ আমাকে ও কমলাকে প্রদান করিবেন।"

চামেলীর কথা শুনিয়া মথুরানাথ গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে বলিলেন,— "তুমি নিঃস্বার্থভাবে ইতিপূর্ব্বে আমাদের যে উপকার সাধন করিয়াছ, তাহা অমূল্য, আমরা কখনই তাহার প্রতিশোধ দিতে পারিবনা। নাত্রক শিবিরে তোমারই দয়াগুণে কমলার মানসম্ভ্রম রক্ষিত হইয়াছে। তোমার মহত্ত্ব, তোমার বদান্যতা, তোমার অমায়িকতা আমি কখনও ভুলিবনা। আমি এক্ষণে তোমাকে আমার গৃহে অবস্থিত দেখিয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছি। এই ধনরাশি তোমার পিতার সম্পত্তি। তাঁহার অবর্ত্তমানে তুমিই ইহার প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী। মা চামেলি, বুঝিয়া দেখ, এ সম্পত্তিতে আমাদের কাহারও কোনও স্বত্ব বা স্বার্থ নাই। আমাদের মধ্যে কেহ কখনও তোমার এই পৈত্রিক ধনের অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে পরস্বাপহরণ পাপে লিপ্ত হইতেহইবে—" চামেলী মথুরানাথকে

বাধা দিয়া বলিলেন,—"পিতঃ আপনি ওপ্রকার কথা বলিলে আমাকে বড়ই মনকষ্ট পাইতে হইবে। আমি আপনাদিগকে কখনই অপর বলিয়া ভাবি নাই। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনি আমার পিতৃস্থানীয় এবং কমলা আমার সহোদরা ভগ্নীসদৃশী। আমরা সকলেই এক্ষণে একপরিবার ভুক্ত এবং একই স্বার্থে বিজড়িত। আমি আপনাকে অন্যপর ভাবিলে কখনই এই বাড়ীতে থাকিয়া আপনার অন্নজল স্পর্শ করিতাম না। কিন্তু আপনি ওরূপ ভাবে কথা বলিলে আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইবে।"

চামেলীকে বাধা দিয়া কমলা বলিলেন,—"ভগ্নি চামেলি, স্থির হও, পিতামহাশয় নিঃস্বার্থ এবং নিরীহ ব্যক্তি। সেইজন্যই স্বর্গীয় সেনাপতি মহাশয়ের সঞ্চিত ধনসম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী তুমি বর্ত্তমান থাকিতে, তাহার কোন অংশ আত্মসাৎ করিতে লজ্জাবোধ করিতেছেন। তুমি যে কারণে যে স্নেহ ভালবাসা প্রণোদিত হইয়া, ধন বণ্টন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বোধ হয় পিত ঠাকুর মহাশয় সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না। তিনি সরল ভাবেই তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। তোমার প্রতি তাঁহার স্নেহ অকৃত্রিম। তোমার নিকট তিনি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হিয়াছেন। এক্ষণে পুনরায় তোমার পৈত্রিক ধনের অংশ গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট নব উপকার-পাশে জড়িত হওয়া তাঁহার পক্ষে বাস্তবিক লজ্জাকর। সে যাহা হউক, তুমি যতদিন আমাদের বাড়ীতে বাস করিবে, ততদিন ঐসকল ধনসম্পত্তি তোমারই তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং আবশ্যক হইলে তাহা হইতে আমাদের পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। সেইজন্য তুমি দুঃখিত হইওনা। অতঃপর যখন তুমি বা আমি পৃথগন্ন হইয়া বাস করিব, তখন ঐ ধনসম্পত্তি যথোচিত মতে সকলে বণ্টন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। কারণ আমরা সকলেই পরস্পরের সুখদুঃখে সমভাবে জড়িত।"

মথুরানাথ কমলার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন,—"মা চামেলি আমাদের মনের ভাব হৃদয়ের সারল্য যেন চিরদিন এই ভাবেই থাকে ইহাই আমার কামনা।" পরে মথুরানাথ বীরসিংহ ও শশিশেখরের সাহায্যে প্রাপ্ত অর্থের সংখ্যা নিরূপণ করিলেন। গণনায় স্থির হইল পাচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, দশসহস্র রজতমুদ্রা এবং অর্দ্ধমণ স্বর্ণালঙ্কার, প্রায় একমণ রৌপ্যালঙ্কার সেই সকল বাক্স মধ্যে অচলসিংহ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা ব্যতীত কতকগুলি মণিমুক্তাও বাক্সমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। মথুরানাথ সেই সমস্ত

ধনসম্পত্তির একখানি তালিকা করিয়া তাহাতে উপস্থিত সকল ব্যক্তির স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। চামেলী মথুরানাথের সাংসারিক কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া একটু হাস্য করিলেন। চামেলীকে হাসিতে দেখিয়া, মথুরানাথ তাঁহাকে বলিলেন,—"মা চামেলি, হাসিও না, সংসার বড় বিষমক্ষেত্র। এক্ষেত্রে অর্থই অনর্থের মূল। সে অর্থ সাধ্যমত সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

যৌবনে প্রেম

মথুরানাথ তাঁহার বাড়ীর একখানি পৃথক কুঠরী চামেলীর জন্য খালি করিয়া তন্মধ্যে অর্থালঙ্কারপূর্ণ বাক্সসমূহ নূতন চাবি তালা বন্ধ করিয়া চামেলীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। চামেলী সেই প্রকোষ্ঠে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। অচলসিংহ যে একটা বাক্সে কতকগুলি কাগজপত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাও সেই ঘরে থাকিত। চামেলী ইচ্ছামত সেসকল কাগজপত্র বাহির করিয়া তন্মধ্যে বীরসিংহের জীবনী অনুসন্ধান করিতেন।

একদিন অপরাহ্নে কমলা এবং শশিশেখর চামেলীর নিকট উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। কমলা চামেলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দিদি শৈলফুল, আমাদের বড় ইচ্ছা যে তুমি বীরসিংহের পাণি গ্রহণ করিয়া সংসারে সুখে অবস্থান কর।" চামেলী একটু চিন্তা করিয়া তদুত্তরে বলিলেন,—"বিবাহ করিব কিনা তাহা আমি এক্ষণে স্থির করিতে পারি না। স্বর্গীয় পিতঠাকুর মহাশয়ের শোকচিহ্ন আমি একবৎসর কাল ধারণ করিব সংকল্প করিয়াছি। তাহার পর বিবাহ করা উচিত কিনা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিব। এ সময়ে ঐ সকল কথার আবশ্যকতা নাই।"

চামেলীর কথা শুনিয়া শশিশেখর বলিলেন,—"চামেলি, সুবিধা ঘটিলে যৌবন প্রারম্ভে প্রত্যেক নরনারীরই বিবাহসূত্রে সম্বন্ধ হওয়া উচিত। যৌবনে যখন স্বভাব ধর্ম্মে মনুষ্যের শরীর মন আত্মা পরিপক্ক হইতে আরম্ভ হয়, তখন নরনারী হৃদয়ে একটী অপূর্ব্ব বাসনার আবির্ভাব হয়। সে বাসনা প্রণোদিত হইয়া নরনারী স্বতঃ পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। পরস্পর ভালবাসা আদান প্রদান করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া থাকে। সেই ভালবাসাই আদিরসাত্মক আদিপ্রেম এবং সেই প্রেমই মানব-হৃদয়ের সর্ব্বাধিক শক্তির মূল প্রস্রবণ। যে হৃদয়ে সে প্রেম নাই, সে হৃদয় হৃদয়ই নহে। তাহা মরুভূমিবৎ নীরস, লোহদণ্ডের ন্যায় অনমনীয়, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। নরনারীর

প্রণয়-প্রস্রবণ বিনিঃসৃত রস-সাহায্যেই হৃদয়ের অন্যান্য শক্তি বিকশিত এবং সম্যক গঠিত হয়। ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, দয়া, উদ্যমশীলতা, উৎসাহ, সৎসাহস, সামর্থ্য, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের যাবতীয় উপকরণ নরনারীর প্রেমরস-সাপেক্ষ। সুতরাং নরনারীর নবীন হৃদয়োদ্গত প্রণয়াবেগ প্রতিহত হইলে কোন শক্তিরই সম্যক বিকাশ সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফুরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। আর তাহা হইলে সর্ব্ববিধ শক্তির কেন্দ্রীভূত মনুষ্যাত্মাও জড়বৎ হইয়া যায়। কারণ মনুষ্যের শরীর মন বিকৃত এবং দুর্ব্বল হইলে, আত্মার সম্যক উন্নতি সাধিত হইতে পারে না; সুতরাং মনুষ্যাত্মা ক্রমশঃ নিস্তেজ জড়প্রায় হইয়া পড়ে। আমি একথা জীবাত্মা সম্বন্ধে বলিতেছি; এবং ইহাই গার্হস্থ্য-আশ্রমাবলম্বী নরনারীর প্রতি প্রযোজ্য।

কোন কোন মহাপুরুষ কোন কোন সাধ্বী সতী ধর্ম্মোপার্জ্জন মানসে আজীবন ইন্দ্রিয়গত বাসনার আবেগ নিরোধ করিয়া ঈশ্বর-প্রেমে হৃদয় সমর্পণ পূর্ব্বক একপ্রকার সুখে কালাতিপাত করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শরীর মন বা আত্মার কোন না কোনও অংশ নিশ্চয় বিকৃত এবং দুর্ব্বল হইয়া যায়। ফলতঃ স্বভাবসিদ্ধ বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনে বীতরাগ হইয়া সংসারে অবস্থান করিলে কখনই প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও সেরূপ নহে। তাহা হইলে এই সুখদায়িনী সুন্দর বসুন্ধরা বহুকাল পূর্ব্বে মনুষ্য-শূন্য হইত। পক্ষান্তরে, তুমি সংসারে নিরাশ্রয়া নিরবলম্বনা, তোমার হৃদয় প্রেমপূর্ণ; অথচ তুমি সে প্রেম রাখিবার স্থান পাইতেছ না। এ অবস্থায় উপযুক্ত প্রণয়পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া তাহার সহিত প্রণয়রাশি আদান প্রদান না করিলে তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী হইতে পারিবে না। আর এককথা, আমাদের সমাজে অল্পবয়স্কা কন্যার অভিভাবকগণ পাত্রের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া পাত্র কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধান করিয়া থাকেন। তাহাতে সাধারণতঃ কোনও অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তোমাদের সমাজে বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা যদি স্বয়ং পাত্রের জীবন চরিত অবগত হইয়া, পাত্রের অনুরাগিণী হইয়া, তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে জড়িত হয়, তাহা হইলে সে পরিণয় অবশ্যই সুখময় হইতে পারে। বিশেষতঃ বরকন্যা পূর্ব্ব হইতে পরস্পরের চেনা পরিচিত হইলে, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে জড়িত হইয়া থাকিলে, তাহাতে প্রণয় স্বতঃই ঘটিয়া উঠে। এরূপ পাত্র তোমার সেই বীর

সিংহ। পক্ষান্তরে, বীরসিংহ বীর, বীরসিংহ শ্রীমান্ নীরোগ যুবাপুরুষ, বীরসিংহ তোমার প্রণয়-লোলুপ। এহেন পাত্রপ্রবরকে হেলায় হারাইও না। চামেলি, আমাদের বড় ইচ্ছা যে এই মণিকাঞ্চনের মনোজ্ঞ সংযোগ দেখিয়া আমরা সুখী হই। তুমি একবৎসর পরে বীরসিংহের পাণিগ্রহণ করিতে স্থির নিশ্চয় কর।"

শশিশেখরের কথা শুনিয়া চামেলী সলজ্জভাবে বলিলেন, "সঙ্গতি থাকিলে সুবিধা ঘটিলে, নরনারীর যৌবনকালে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি নিজ সম্বন্ধে এক্ষণে বিবাহ বিষয়ে কোনও মত প্রকাশ করিতে সক্ষম নহি। সংসারের সুখসম্পদের অকিঞ্চিৎকারিতা উপলব্ধি করিয়া, পিতার ভাগ্যের বিপর্য্যয় ঘটিতে দেখিয়া, আমার হৃদয় এক্ষণে যেন বৈরাগ্য-পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। জানিনা আমার হৃদয়ের এরূপ অবস্থা চিরদিন থাকিবে কিনা। বীরসিংহ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যে সকল কথা বলিলে তাহা সকলই সত্য। কিন্তু আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি সম্প্রতি আমি আপন বিবাহ বিষয়ক কোন প্রস্তাবেই সম্মতি দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আমি বীরসিংহকে ভালবাসি। আমার ইচ্ছা যে বীরসিংহ একবৎসরকাল স্থানান্তরে থাকিয়া কোনও উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট একটু লেখাপড়া শিক্ষা করেন। শিক্ষা ব্যতীত মনুষ্য-হৃদয় সম্যক গঠিত হয় না। বীরসিংহ যেমন শারীরিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ যদি তিনি একটু মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি পরম সুখী হইব। আমি আমার পিতার পরিত্যক্ত অর্থ হইতে তাঁহার আবশ্যক ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিছুদিন তাঁহাকে স্থানান্তরে রাখিবার আরও কারণ আছে। বীর-সিংহ একসময়ে ইংরেজ শিবিরে অবস্থান করিয়া, ইংরেজ সৈন্যের পরিচিত হইয়াছেন। তিনি পুনরায় নাএক শিবিরে প্রবেশ করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। ইংরেজের আইন অনুসারে তিনি ধৃত হইলে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইবে। ইংরেজের চর পলায়িত নাএক সৈন্যের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপ অবস্থায় কিছুদিন স্থানান্তরে গিয়া অবস্থান করাই বীরসিংহের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইবে।"

ইতিমধ্যে বীরসিংহ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"চামেলি, আমাকে ক্ষমা করিবে, আমি অন্তরালে থাকিয়া তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি। আমি সে সকল কথার সারতা উপলব্ধি করিয়া বাস্তবিক সুখী হইয়াছি।

বলিতে কি, তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না নারীরত্ন লাভের উপযুক্ত পাত্র না হইলে আমিও তোমার পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। সমগুণ বিশিষ্ট নরনারীর মিলনই বাঞ্ছনীয়, নচেৎ পরিণয় বিষময় হইয়া উঠে। আর এক কথা এই যে, আমি তোমার প্রণয়ানুরাগী হইলেও, আমি তোমাকে আমার অনুরাগিণী হইবার জন্য অনুরোধ করিতে প্রস্তুত নহি এবং অনুরুদ্ধা হইয়া আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা তোমারও উচিত হয়না এবং তাহা ঘটিতেও পারে না। কারণ অনুরাগ অনুরোধ সাপেক্ষ নহে। যতক্ষণ একজন কেহ অপরের গুণের পক্ষপাতী না হয়, ততক্ষণ অপরের প্রতি একের অনুরাগ জন্মাইতে পারে না। আবার অনুরাগ এমনই সামগ্রী যে, তাহা একাধারে সঞ্চারিত হইলে অভিলষিত আধারান্তরে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকেও সমগুণান্বিত ভাবের বশবর্ত্তী করিয়া তুলে এবং একাধার হইতে অন্তর্হিত হইলে আধারান্তর হইতে অদৃশ্য হয়; ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে পাত্রভেদে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটিতে পারে। এক্ষণে তোমার প্রতি আমার অনুরাগ আছে বটে, কিন্তু সে অনুরাগের স্থায়িত্ব তোমার অনুরাগ সাপেক্ষ। আমি যদি স্পষ্ট জানিতে পারি যে আমার প্রতি তোমার অনুরাগ নাই, তাহা হইলে তোমার প্রতি আমার এই প্রবল অনুরাগ হয়ত নিমেষকাল মধ্যে ভস্ম হইয়া যাইবে। কিন্তু আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না, কারণ তোমার প্রতি আমার ভালবাসা তিরোহিত হইবে না। আমার সে ভালবাসা তোমার প্রতি অনুরাগ সাপেক্ষ নহে, তাহা স্বার্থশূন্য অবলম্বনশূন্য। তোমার সহিত বাল্যে কৈশোরে যৌবনে একস্থানে লালিত হইয়াছি, সুখেদুঃখে বিপদে সম্পদে সমভাবে জড়িত হইয়াছি, তোমার রূপ-গুণের পক্ষপাতী হইয়াছি, সুতরাং তোমার প্রতি আমার ভালবাসা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহা কখনই বিশুষ্ক হইবে না। সে ভালবাসা আমার এই কঠিন হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে আজীবন অবিচলভাবে অবস্থান করিবে। । আর, সেই ভালবাসা প্রণোদিত হইয়া বোধহয় আমি এ জীবনে আর কোনও রমণীকে এ হৃদয় সমর্পণ করিতে পারিব না। চামেলি, তুমি আমার মঙ্গল কামনায় আমাকে সম্প্রতি স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহা ব্যতীত আর একটী কারণে আমি সম্প্রতি স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য। আমি এতাবৎকাল আমার জীবন বৃত্তান্ত জানিতে পারি নাই। কে আমার গর্ভধারিণী কে আমার জন্মদাতা, তাহা কিছুই অবগত নহি। আমি যতদিন সে সন্ধান জানিতে না

পারিব, তাবৎকাল আমার এই হৃদয় অসহ্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইবে। আমি সম্প্রতি পঠ্যানন্দেশে ৺ কাশীধামে যাইব এবং আমার ইতিবৃত্ত উদ্ধারের চেষ্টা করিব। যদি ঈশ্বর কৃপায় জীবিত থাকি, একবৎসর পরে আর একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি অদ্যই রাত্রিশেষে ৺ কাশীধামে যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইলাম তোমার পিতা স্বর্গীয় মহাশয়ের সঞ্চিত অর্থ হইতে তুমি আমার প্রবাসের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছ। আমি তোমার পিতার অন্ন লালিত হইয়াছি, সুতরাং তাঁহার সঞ্চিত অর্থ গ্রহণে আমার লজ্জা হইবার কোনও কারণ নাই; কিন্তু সম্প্রতি সে অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করি না। প্রয়োজন হইলে আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিব।"

ইহা বলিয়া বীরসিংহ চামেলীর আয়ত-নয়নোপরি আপন নয়ন নিক্ষেপ করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে উদ্যত হইলে. চামেলী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বীরসিংহ, তুমি আর দুই চারিদিন অপেক্ষা করিলে বোধহয় তোমার জীবন-বৃত্তান্ত আমার নিকট জানিতে পারিবে।"

বীরসিংহ চামেলীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন,—"চামেলি, তোমার কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আমার জীবন-চরিত কোথায় পাইবে?"

তদুত্তরে চামেলী সেনাপতি অচলসিংহের কথিত সবিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। কিন্তু বধ্যভূমে তিনি যে বীরসিংহের পাণিগ্রহণ করিতে তাহার প্রতি উপদেশ দিয়াছিলেন, সে কথা তখনও প্রকাশ করিলেন না। চামেলীর কথা শুনিয়া বীরসিংহ, শশিশেখর এবং কমলা ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া রহিলেন। পরে বীরসিংহ চামেলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'চামেলি, জানিনা কি বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিব।" চামেলী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"বীরসিংহ, আমাকে ধন্যবাদ দিতে হইবে না। আমিও তোমার জীবনী জানিবার জন্য সমৎসুক হইয়াছি। স্বর্গীয় পিতাঠকুর মহাশয়ের রক্ষিত কাগজপত্রের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইলে সকলে ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করিব। বীরসিংহ, তোমাকে আর একটী কথা বলিব.—তুমি বুঝিয়াছ যে ভালবাসা সাধারণতঃ একাধারে থাকিতে পারে না। আমারও বিশ্বাস তাই। তুমি যে সকল কারণে আমাকে ভালবাস, আমিও সেই সকল কারণে তোমাকে ভালবাসিয়া থাকি।"

বীরসিংহ চামেলীকে আর কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়া কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। কমলা এবং শশিশেখরও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হারানিধি

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। মথুরানাথের বাড়ীর সকলে নিদ্রিত। চামেলী আপন প্রকোষ্ঠ মধ্যে একখানা খাটের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইতেছে না। প্রকোষ্ঠের এক পার্শ্বে রামার মা এবং মতিবালা নিদ্রা যাইতেছে। চামেলী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং একটা আলোক জ্বালিয়া তাঁহার পিতার রক্ষিত কাগজপত্রের বক্স হইতে কতকগুলি খাতাপত্র বাহির করিয়া পড়িতে বসিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন তাঁহার হস্তে অচলসিংহের একখানি ডায়েরি বা রোজনামা পড়িয়া গেল। তিনি তাহা খুলিয়া দেখিলেন তাহার একস্থলে বীরসিংহের জীবনী লেখা রহিয়াছে। চামেলী যাহা বহুদিন পূর্ব্ব হইতে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, যাহার জন্য আজ এত রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, যে জীবনী অবগত হইতে না পারিয়া তাঁহার প্রণয় লোলুপ বীরসিংহ মর্ম্মে মর্ম্মে যাতনা অনুভব করিতেছিলেন, আজ তাহা হঠাৎ দেখিতে পাইয়া তিনি যুগপৎ আনন্দ এবং কৌতূহলে আন্দোলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অতি ব্যস্ত হইয়া মনে মনে জীবনীর আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বীরসিংহকে সবিশেষ বলিবার জন্য কক্ষাবহির্গত হইলেন। কিন্তু নিমেষকাল মধ্যে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ভাবিলেন, বীরসিংহ বহির্বাটিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, এ রাত্রে তাঁহার নিকট গমন করা আমার উচিত হয় না। ইহা ভাবিয়া চামেলী কক্ষা প্রবেশ করিলেন এবং মতিবালাকে জাগাইয়া তাহা দ্বারা কমলা, শশিশেখর এবং বীরসিংহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নিশীথ সময়ে চামেলীর আহ্বানে ব্যস্ত হইয়া তাঁহারা সকলে চামেলীর কক্ষামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর, চামেলী তাঁহাদিগকে আহ্বানের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া অচলসিংহের ডায়েরি খুলিয়া বীরসিংহের জীবনী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গোলযোগে রামার মা'র ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শশিশেখর, কমলা, বীরসিংহ, রামার মা এবং মতিবালা স্থিরভাবে বসিয়া বীরসিংহের জীবনী শুনিতে লাগিলেন। অচলসিংহের আদেশানুসারে ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামক জনেক লিপিকারক ডায়েরিতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। "আমি একসময়ে ছদ্মবেশে কতিপয় অনুচর সহ সপরিবারে

দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া দামোদর তীরে উপস্থিত হই এবং নদীতটে জলকর্দমাভিষিক্ত একটী সুন্দর সুগঠিত শিশুকে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার পূর্ব্বক বহুযত্নে তাহার জীবন রক্ষা করি। সে কাহার পুত্র এবং কিরূপ ঘটনাচক্রে আবর্ত্তে পড়িয়া তাদৃশ বিপন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা আমি বহু সন্ধানেও তথায় জানিতে পারি নাই। আমার সহধর্ম্মিণী বালককে লইয়া আহ্লাদে অধিকাংশ দাসদাসী সমভিব্যাহারে গড়বেতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমি তখন চাকরী উপলক্ষে গড়বেতার দুর্গে বাস করিতাম এবং নিঃসন্তান ছিলাম। সহধর্ম্মিণীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি আরও কয়েকস্থান ভ্রমণ করিবার মানসে স্থানান্তরে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে সেই শিশুর গর্ভধারিণী আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আপনপুত্র পাইবার প্রার্থনা করিল। আমি রমণীকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছিল:

রমণী বলিলেন, আমি রাজপুত বংশীয়া, আমার স্বামীর নাম তেজসিংহ। স্বামী মহাশয় বঙ্গের নবাব সরকারে সৈনিকের কার্য্য করিতেন। গুরগন খাঁর বিশ্বাসঘাতকায় সুবে বাঙ্গলার শেষ নবাব মীরকাশিম ইংরেজ সমরে পরাস্ত হইয়া রাজাচ্যুত হইলে পর, নবাবের সৈন্যগণ ইংরেজ কোম্পানির অধীনে চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু আমার স্বামী ইংরেজের চাকরী গ্রহণে সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—"যাহাদের প্রতিকূলে আমি একদিন অসিধারণ করিয়াছি, তাহাদের অধীনে চাকরী করিয়া নীচাশয়তার পরিচয় দিতে পারিব না।" সংসারে আমাদের একমাত্রশিশুপুত্র ছিল। আমার স্বামী শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গের কোনও ভূস্বামীর অধীনে চাকরী অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দামোদর নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় আমাদের নৌকা জলমগ্ন হইল। আমার স্বামী দামোদর সলিলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার মৃতদেহ দেখা গিয়াছে। আমি হতভাগিনী নদীস্রোতে বহুদূর ভাসিয়া গিয়া দৈব অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছি। নদীর যে স্থলে আমাদের নৌকা ডুবিয়াছিল, তথায় গতকল্য আসিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম যে আপনি দয়া করিয়া আমার শিশুপুত্রকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি আশ্রয়হীনা কাঙ্গালিনী, আপনি আমাকে আমার পুত্ররত্ন দানে কৃতার্থ করুন।

স্ত্রীলোকের কাতরোক্তি শুনিয়া ও তাঁহার মলিন মুখভঙ্গী দেখিয়া আমার কঠিন হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। আমি রমণীর প্রতি কোনও সন্দেহ না

করিয়া বালকের গর্ভধারিণী স্থির করিয়াছিলাম। আমি ক্ষণকাল আপন কর্ত্তব্যতা চিন্তা করিয়া রমণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলাম, ভদ্রে, সত্যবটে কয়েকদিন পূর্ব্বে দামোদর তটে একটী অপোগণ্ড শিশুকে আমি মুমূর্ষু অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছি। আমি তথায় সেদিন শিশুর অভিভাবকের বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম কিন্তু কাহাকেও প্রাপ্ত হই নাই। অগত্যা আমার সহধর্ম্মিণী বালককে সঙ্গে লইয়া গড়বেতায় প্রস্থান করিয়াছেন। আমি গড়বেতার দুর্গে বাস করি। বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আমার কিছুদিন বিলম্ব হইবে। আমি নিঃসন্তান। আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে আপনার পুত্র দান করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে যথোচিত অর্থ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি এবং আমি আজীবন আপনাকে সম্মানের সহিত আমার পরিবারবর্গের মধ্যে রাখিতে পারি। আপনার পুত্র আমার তত্ত্বাবধানে থাকিলে ভবিষ্যতে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে।

রাজপুত রমণী আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আমি তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে বলিলাম, আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হয়েন, তাহা হইলে কিছুদিন আমার সদ্ব্যবহারে থাকিয়া গড়বেতায় যাইতে পারিলে অথবা আমার পত্র ও কোন একটি নিদর্শন লইয়া গড়বেতা দুর্গে আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট উপস্থিত হইলে আপন পুত্র প্রাপ্ত হইবেন।

রাজপুত রমণী আমার শেষের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া গড়বেতা যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। অগত্যা আমি নিদর্শন জন্য আমার করাঙ্গুলীস্থিত একটী হীরকাঙ্গুরী ও পাথেয় স্বরূপ কয়েকটী টাকা এবং আমার সহধর্ম্মিণীর নামে একখানি পত্র লিখিয়া রাজপুত্র রমণীর হস্তে অর্পণ করিলাম। রমণী আহ্লাদে বিদায় হইয়া গেলেন। বিদায় কালে আমি তাঁহার সহিত আমার দুইজন ভৃত্যকে পথ-প্রদর্শক স্বরূপ পাঠাইবার বাসনা করিয়াছিলাম। কিন্তু হতভাগিনী রমণী কাহাকেও সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না।

কিছুদিন পরে আমি গড়বেতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবগত হইলাম যে, সেই রাজপুত মহিলা আমার অনুপস্থিতি কালে আমার প্রদত্ত পত্র লইয়া আপন পুত্র পাইবার আশায় আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার পাপিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী বালকের মৃত্যু সংবাদ রটাইয়া রমণীকে দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। আমি সবিশেষ অবগত হইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম

এবং রাজপুত মহিলার অন্বেষণার্থ বিস্তর লোক নিয়োজিত করিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সন্ধান বলিতে পারে না।"

অচলসিংহের হস্তলিখিত ডায়েরি দৃষ্টে চামেলী এই পর্য্যন্ত পড়িলে, রামার মা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বীরসিংহকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক, বলিলেন, —"বাবারে, আমার হারানিধিরে, আমিই তোর সেই অভাগিনী গর্ভধারিণী।"

এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত সকল ব্যক্তি বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বীরসিংহ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রামার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মাতঃ আপনার সে অঙ্গুরীয় এক্ষণে কোথায়? রামার মা অবিলম্বে কটীতটস্থিত একটা জাল গেঁজে খুলিয়া তাহা হইতে কয়েকটী টাকা ও সেনাপতি অচলসিংহের নামাঙ্কিত একটা হীরক অঙ্গুরী বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে রক্ষা করিলেন। তাহা দেখিয়া বীরসিংহের হৃদয় বিলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি মাতৃচরণ ধারণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

চামেলীর কক্ষে গোলযোগ শুনিয়া মথুরানাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি আপন গৃহিণীসহ চামেলীর প্রকোষ্ঠ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী জামাতার অলক্ষ্যে প্রকোষ্ঠের একপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মথুরানাথ গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, শশিশেখর তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া মথুরানাথ বলিলেন,—"এ সমস্ত অপূর্ব্ব কাহিনী আমার পক্ষে নেহাৎ নূতন নহে। রামার মা ইতিপূর্ব্বে আমার বাড়ীতে পরিচারিকা নিযুক্ত হবার সময় প্রকারান্তরে আমাকে সকল কথাই বলিয়াছিল। আমি এতদিনের পর সে সকল কথার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইলাম। রামার মা রাজপুত কন্যা বলিয়া আমাকে পরিচয় দিয়াছিল, আমি সেইজন্য তাহাকে কখনও আমার উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে দিই নাই। কিন্তু সেনাপতি অচলসিংহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ লাভের কথা এবং তাঁহার নিকট হইতে আংটী ও টাকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনও কথা সে আমার নিকট প্রকাশ করে নাই। সে এই মাত্র বলিয়াছিল যে আমি রাজপুত রমণী, আমার স্বামী এবং শ্রীরামচন্দ্র নামে একটী অপোগণ্ড শিশু দামোদর নদী উত্তীর্ণ এইবার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহসংসারে আমি আত্মীয়-স্বজনশূন্য"—মথুরানাথকে বাধা দিয়া রামার মা বলিলেন, "যে সময়ে অচলসিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তিনি ছদ্মবেশে ভ্রমণ

করিতেছিলেন। আমি তাঁহার নাম জানিতাম না, কেবলমাত্র সেনাপতি বলিয়াই তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি গড়বেতার দুর্গে সপরিবারে বাস করিতেন। তিনি যে তাহার পর বনে আসিয়া এতকাণ্ড করিয়াছিলেন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আর এক কথা এই যে, তাঁহার গৃহিণীর মুখে আমার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অবধি তাঁহার বিষয় আমি কখনও চিন্তা করি নাই এবং তাঁহার তল্লাস লইতেও আমার ইচ্ছা হয় নাই।" রামার মাকে বাধা দিয়া মথুরানাথ বলিলেন,—"যাহা হউক বীরসিংহ যে তোমার পুত্র তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে মাতাপুত্রের মিলন দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলাম।"

বীরসিংহ তত্ত্ব ভাবে দারুণ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতেছিলেন আজ তাহা অবগত হইয়া আনন্দ তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কত কথা কত ভাব জাগিয়া উঠিল, তাহার একটীও তিনি প্রকাশ করিতে পারিলেন না, কেবল জননীর দিকে চাহিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সে রাত্রি মথুরানাথের পরিবার মধ্যে কাহারও নিদ্রা হইল না। সকলে নানা প্রকার জল্পনায় রাত্রি যাপন করিলেন। চামেলী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আনন্দ গভীর নীরব উচ্ছ্বাসে পরিশূন্য। তাঁহার পরামর্শানুসারে মথুরানাথ কয়েকদিন গ্রামস্থ দীনদুঃখীকে ভোজন করাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বীরসিংহ এবং রামার মা আপনাদের দারিদ্র্য-নিবন্ধন যেন একটু সঙ্কুচিতভাবে দিন যাপন করিতেছিলেন। চামেলী তাহা বুঝিয়া রামার মাকে একদিন বলিলেন,—"আমি আপনাকে পূর্ব্বাপর ভক্তি করি, আপনি আমাকে, কন্যানির্ব্বিশেষ দেখিবেন এবং আমি আপনাকে জননীবৎ দেখিয়া এই আত্মীয়শূন্য বন্ধু বান্ধব বিহীন সংসারক্ষেত্রে সুখী হইব। আমার পিতার যাহা কিছু ধনসম্পত্তি আছে, তাহা থাকিতে আপনাকে বা আপনার পুত্রকে কখনই অর্থাভাব-জনিত কষ্ট অনুভব করিতে হইবে না।"

বীরসিংহ কয়েকদিন পুলকে মাতৃচরণ সেবা করিয়া ৺কাশীধাম যাইবার জন্য জননীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার দরিদ্রা জননী বহুদিনের পর হারানিধি পুত্ররত্ন পাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিতে অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বীরসিংহ আপন মাতার সহিত কোন প্রতিবাদ না করিয়া, মথুরানাথের দ্বারা কার্য্যসাধনের চেষ্টা করিলেন। মথুরানাথ বীরসিংহের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রামার মা, (আমি তোমাকে রামার মা

বলিয়াই ডাকিব) তুমি বহুকাল এই বঙ্গদেশে ক্ষীণপ্রাণা বঙ্গীয় ললনার সহবাসে থাকিয়া আপন গৌরব মহিমা বিস্মৃত হইয়াছ। তুমি রাজপুত বংশসম্ভূতা। রাজপুত রমণী হিতসাধনব্রতী পুত্রকে সম্মুখসমরে অগ্রসর হইতে প্রোৎসাহিত করেন। তুমি যে অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বীরসিংহকে ৺কাশীধামে বিদায় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছ, ভরসা করি তুমি সেই স্নেহ প্রণোদিত হইয়া স্বীয় পুত্রকে তাঁহার বীর প্রতিজ্ঞা পালনে, কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনে সহায়তা করিবে। নানা কারণে বীরসিংহের এক্ষণে এ অঞ্চলে অবস্থান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ শিক্ষা ব্যতীত মনুষ্য মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। বীরসিংহ লেখাপড়া শিখিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন। অল্পয়াসে অল্পদিনের মধ্যে তিনি প্রচুর শিক্ষালাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইবেন। তাঁহার উদ্যমশীলতায় বাধা দেওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। তুমি আশীর্ব্বাদ করিয়া ফুল্লমনে বীরসিংহকে বিদায় প্রদান কর। বীরসিংহ বৎসরান্তে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় তোমার চরণ পূজা করিবে।"

বীরসিংহের মাতা মথুরানাথের বাক্যের সারতা উপলব্ধি করিয়া পুত্রকে বারাণসীক্ষেত্র বিদায় দিতে সম্মত হইলেন এবং অতি সন্তর্পণে অচলসিংহের প্রদত্ত কয়েকটী টাকা ও অঙ্গুরী পাথেয় জন্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। বীরসিংহ সে সকল কিছুই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরে মাতার অনুরোধে টাকা কয়টী লইলেন এবং অঙ্গুরীয় মাতাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,— "জননি, আপনি এ নিদর্শনাঙ্গুরী যত্নে রাখিবেন; বীরপুরুষ প্রদত্ত নিদর্শন পূজার সামগ্রী।"

বিদায়কালে বীরসিংহ স্বীয় মাতার চরণে প্রণাম করিয়া মথুরানাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে প্রণাম করিলেন। শশিশেখর ও কমলাকে অভিবাদন করিলেন। চামেলী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বীরসিংহ বোধ হয় লজ্জায় তাঁহার সহিত কোনও কথা কহিতে পারেন নাই।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

সংসার মায়াময় । শোকতাপ অনিত্য

অচলসিংহের ডায়েরি দৃষ্টে আরও জানা গিয়াছিল যে, এই উপন্যাস লিখিত ঘটনাবলীর প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে অচলসিংহ দামোদর নদীতীরে বীরসিংহকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সে সময়ে তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বীরসিংহকে পাইবার চারিবৎসর পরে, অচলসিংহের সহধর্ম্মিণী একটী কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া পরলোক গমন করেন। সেই কন্যাই পাঠকের পরিচিতা চামেলী। বীরসিংহ ও চামেলীকে অচলসিংহ যথোচিত যত্নে পালন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উভয়কে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামক একজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী সেনাপতির লিপিকারকের কার্য্যও করিতেন। চামেলী স্বীয় বুদ্ধিবলে এবং অধ্যবসায় গুণে অল্পকাল মধ্যেই মোটামুটী বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন এবং অনেক পৌরাণিক তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। বীরসিংহ অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না, তিনি সৈনিক নিবাসে ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেই ভালবাসিতেন। বাল্যকালে বীরসিংহ এবং চামেলী একত্র বাস করিতেন। কিন্তু চামেলী যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে, অচলসিংহ উভয়কে পৃথক রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তদবধি চামেলীর সহিত বীরসিংহের দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিত না।

যাহা হউক মথুরানাথের বাড়ী হইতে বীরসিংহ স্থানান্তরিত হইলে পর, চামেলী তাঁহার অভাব পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে লাগিলেন; কারণ বীরসিংহের ন্যায় দ্বিতীয় বন্ধু ইহজগতে তাঁহার আর কেহ ছিল না। চামেলী স্থিরচিত্তে আপন ভাবী জীবনের গতি নির্ণয় করিলেন এবং মথুরানাথ ও শশিশেখরের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বীয় পিতার সহিত অর্থের কিয়দংশ দ্বারা বার্ষিক প্রায় চারি সহস্র টাকা আয়প্রদ একখানি জমিদারী ক্রয় করিলেন। জমিদারীর কার্য্যভার মথুরানাথ ও শশিশেখরের উপর অর্পণ করিলেন। পরে চামেলী গ্রামের প্রান্ত ভাগে একখণ্ড সুবিস্তীর্ণ সমতল নিষ্কর ভূমি ক্রয় করিয়া তাঁহার মধ্যস্থলে একটী পুষ্করিণী খনন করাইলেন। পুষ্করিণীর চারিদিকে

চারিটী ঘাট সানে বাঁধাইলেন। তন্মধ্যে তিনটী ঘাটের উপর তিনখানি ছোট ছোট দ্বিতল অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন এবং আর একটী ঘাটের উপর একখানি অতিথিশালা ও একটী শিবমন্দির স্থাপন করিলেন। শিবমন্দিরের পাদদেশে চামেলী স্বীয় মৃত পিতার একটী প্রতিমূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করাইলেন। মন্দির পার্শ্বে একটী পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিলেন। পরে চামেলী শিবমন্দির মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক মহেশ্বরের নিত্য পূজার বন্দোবস্ত করিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে চামেলী মথুরানাথকে সপরিবারে তাঁহার পৈত্রিক বাস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন নূতন অট্টালিকায় গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। চামেলী বিনয়নম্রবচনে মথুরানাথকে বলিলেন যে, তাঁহার গঠিত তিনখানি বাড়ীর মধ্যে একখানিতে তিনি স্বয়ং বাস করিবেন. ও অপর দুইখানির মধ্যে একখানিতে কমলা ও অপর একখানিতে মথুরানাথ অবস্থান করিবেন এবং জমিদারীর বার্ষিক উৎপন্ন টাকা তিন অংশে বিভাগ করিয়া তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক অংশ গ্রহণ করিবেন, ইহাই তাঁহার কামনা।

মথুরানাথ এবং শশিশেখর পূর্ব্বহইতেই চামেলীর অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন. এক্ষণে তাঁহার সরলতাপূর্ণ কথা শুনিয়া পরম সুখী হইলেন। কিন্তু মথুরানাথ আপন পৈত্রিক বাস্তু পরিত্যাগ করিতে বা চামেলীর ভূসম্পত্তির অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে বীরসিংহ প্রত্যাগমন করিলে পর এ সকল বৈষয়িক কথার মীমাংসা হইবে। ফলতঃ চামেলীর বিষয়কার্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে স্বীয় ধনসম্পত্তির রক্ষার জন্য এবং জমিদারীর কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ক্রমশঃ দাসদাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইল। মথুরানাথের ক্ষুদ্র ভবনে থাকিয়া চামেলীর কার্য্য নির্ব্বাহ করা সকলের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। অগত্যা মথুরানাথের অনুমতি লইয়া চামেলী, কমলা, শশিশেখর এবং মতিবালা চামেলীর নূতন একখানি বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মথুরানাথ স্ত্রী পুত্রসহ পূর্ব্ববৎ আপন পৈত্রিক বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চামেলী বীরসিংহের জননীকে (রামার মাকে) আপনার কাছে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন. কিন্তু সে মথুরানাথের বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে রাজি হইল না। পরে মথুরানাথের অনুরোধে রামার মা কখনও চামেলীর বাড়ীতে এবং কখনও মথুরানাথের গৃহিণীর নিকট থাকিত।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমিকের অধ্যবসায়। প্রণয়াঙ্কুর অবিনশ্বর

একবৎসর অতীত হইল বীরসিংহ মথুরানাথ প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছেন, এখনও প্রত্যাগত হন নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে মথুরা নাথকে পত্র দ্বারা নিজ কুশল সংবাদ জানাইতেন, কিন্তু কয়েকমাস হইল তাঁহার চিঠিপত্র পাওয়া যায় নাই। রামার মা তাঁহার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে দেখিয়া চামেলীও ভাবিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বাহ্যত ক্রিয়াকলাপে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ পাইত না। চামেলী নূতন বাড়ীতে আসিয়া অবধি প্রত্যহ প্রভাতে মতিবালাকে সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ অতিথিশালা পরিদর্শন করিতে যাইতেন। পরে নিকটস্থ পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া শিবমন্দির প্রাঙ্গণে মহেশ্বরের চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিতেন এবং পুষ্পোদ্যান হইতে কয়েকটী পুষ্প চয়ন করিয়া স্বীয় পিতার প্রতিমূর্ত্তি-চরণে ভক্তিভাবে সম্পর্ণান্তর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। চামেলী একদিন অতিথি শালায় যাইতেছেন। হঠাৎ পথিমধ্যে শুনিলেন কে যেন অতিথিশালায় বসিয়া স্পষ্ট পরিষ্কৃত স্বরে আবৃত্তি করিতেছে—

"জ্যায়সী চেৎকর্ম্মণস্তে মত্তা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণিঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥"

চামেলী স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। একাগ্রচিত্ত শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। পাঠক ঐ পর্য্যন্ত পড়িলে পর, দ্বিতীয় এক ব্যক্তি শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন— "অর্জ্জুন বলিলেন—আত্মজ্ঞানই যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে হে কেশব, এই হিংসাপূর্ণ কার্য্যে কেন আপনি আমাকে নিয়োজিত করিতেছেন?" চামেলী সংস্কৃত ভাল বুঝিতেন না, কিন্তু অনেক পৌরাণিক তত্ত্ব তাঁহার জানাছিল। তিনি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিলেন যে কোনও সাধুপুরুষ শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ করিতেছেন এবং দ্বিতীয় একব্যক্তি শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি পাঠক ও ব্যাখ্যাকারীকে দেখিবার মানসে ধীরে ধীরে অতিথিশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। চামেলী অতিথিশালায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি ক্ষণকাল মন্ত্রবিমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার প্রণয়ী বীরসিংহ

স্থির গম্ভীরভাবে ঘাড় হেট করিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন এবং তাঁহার বাল্যগুরু প্রাচীন ব্রহ্মানন্দ স্বামী অনন্যমনে শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রেমিক যুবক বীরসিংহের অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া চামেলী মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। ক্ষণকালের মধ্যে তিনি তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী চামেলীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং আনন্দ গদগদ বচনে তাঁহার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বীরসিংহও তাঁহার প্রতি আনন্দপূর্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ও স্বীয় জননীর মঙ্গল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। চামেলী তাঁহাদের উভয়কে যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিয়া মতি-বালার প্রতি বাড়ীর সকলকে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা জানাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁহাদের নিকট উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন! চামেলী দেখিলেন বীরসিংহের আর সে রুক্ষ ভাব নাই। তাঁহার বাক্য, বাক্য উচ্চারণ ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, এক মধুর কমনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার বীরতেজ-পূর্ণ সুন্দর মুখমণ্ডলোপরি শিক্ষার বিমলজ্যোতি পতিত হইয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব শ্রীমান করিয়া তুলিয়াছে। সে জ্যোতি-ছটায় তাঁহার প্রসন্ন ললাট এবং হীরকোজ্জ্বল নয়নযুগল বিভাসিত হইয়া তাঁহার শ্রমশীলতা, দৃঢ়তা, একাগ্রতা, প্রভৃতি গুণরাশি বিঘোষিত করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে রামার মা, কমলা, শশিশেখর মথুরানাথ এবং কয়েকজন দাসদাসী চামেলীর অতিথিশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরসিংহ তাঁহাদের সকলকে যথাবিহিত সম্মান-পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন এবং স্বীয় মাতার চরণে সাষ্টাঙ্গ লুটিয়া প্রণাম করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি আপন মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"জননি, এই মহামহোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দ স্বামী আমার ও চামেলীর অধ্যাপক ছিলেন, এবং সেনাপতি অচল সিংহের লিপিকারকের কার্য্য করিতেন। ইনিই মৃত সেনাপতির আদেশে তাঁহার ডায়েরি মধ্যে আমার জীবন বৃত্তান্ত লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। আমি আপনার চরণে বিদায় লইয়া কাশীধামের পথে যাত্রা করিলে পর, পথিমধ্যে গুরুদেবের দর্শন পাইয়াছিলাম এবং এতাবৎকাল ইঁহারই আশ্রয় ছায়ায় থাকিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। আমি গুরুদেবের কৃপায় যৎ-সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি এবং ডায়েরি লিখিত আমার জীবন-চরিতের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়াছি। গুরুদেব আপনার সবিশেষ

বৃত্তান্ত অবগত আছেন এবং সে সকল রহস্য আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে গুরুদেবের কৃপায় আমি আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি।" ইহা বলিয়া বীরসিংহ স্বীয় মাতার চরণে পুনরায় প্রণাম করিলেন। তাঁহার জননী আপন হারানিধি পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মথুরানাথ, ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন এবং তাঁহার নিকট বীরসিংহ ও চামেলী সম্বন্ধে যাবতীয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। পরে তিনি উপস্থিত সমস্ত নরনারী সঙ্গে লইয়া চামেলীর নির্দ্দিষ্ট নূতন আবাস বাটীতে গমন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বীরসিংহ এবং চামেলী বাল্যকালে একত্রে বাস করিতেন, কিন্তু চামেলী যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে, অচল সিংহ তাঁহাদের উভয়কে পৃথক রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সে বয়সে চামেলীর কোমল হৃদয়ে বীরসিংহের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু বীরসিংহ তখন যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তখন হইতেই চামেলীর প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল এবং তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। পরে যেদিন বীরসিংহ সেই নিশীথ সময়ে কক্ষ বাতায়ন মুখে দাঁড়াইয়া চামেলীর সমক্ষে স্বীয় হৃদয়-নিহিত অনুরাগ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন চামেলী বয়স্থা হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রণয়াধার শূন্য ছিল। তিনি সেদিন হঠাৎ তাঁহার বাল্য-সহচরকে দেখিয়া এবং তাঁহার প্রণয়পূর্ণ কথাবার্ত্তা শুনিয়া আন্দোলিত হইয়াছিলেন এবং বোধ হয় সেইদিন তাঁহার হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে বীরসিংহের প্রতি তাঁহার অনুরাগের একটী ক্ষুদ্র অংকুর সমুদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সে অঙ্কুর যথাসময়ে সম্যক বিকশিত হইতে পারে নাই। কারণ, তাহার পর বীরসিংহের সহিত তাঁহার যখনই সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনই তাঁহার হৃদয় দুশ্চিন্তা জালে সমাচ্ছন্ন ছিল। তিনি কখনও বনে, কখনও রণে, কখনও পরনিকেতনে আপন পিতার অমঙ্গল চিন্তায় নাএক নর-নারীর দুর্দ্দশা-চিন্তায়, স্বীয় জীবনের পরিণাম ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। যেদিন কমলা ও শশিশেখর তাঁহার সমক্ষে বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে বীরসিংহের পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বীয় মৃত পিতার শোকে এবং পার্থিব সুখ-সম্পদের

অকিঞ্চিৎকারিতা অনুধাবনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব অনুমোদন করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

ফলতঃ মনুষ্য-হৃদয়ে শোক দুঃখ চিরদিন থাকে না। মথুরানাথের আলয় হইতে বীরসিংহ স্থানান্তরে গমন করিলে পর, চামেলী তাঁহার অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় হৃদয়ের ভাব অনুধাবনপূর্ব্বক, ভাবী জীবনের গতি নির্ণয় করিলেন : এবং সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পথ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। পরে যেদিন বীরসিংহ প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার অসাক্ষাতে গীতা পাঠ করিয়া আপন শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিলেন, চামেলী যেদিন তাঁহার মুখমণ্ডলে শিক্ষার বিমলচ্ছটা প্রত্যক্ষীভূত করিয়া আপন মনে তাঁহার অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইদিন সেইক্ষণে চামেলীর হৃদয়-নিহিত বহুদিনের সেই প্রণয়াঙ্কুর বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি বীরসিংহের রূপ-গুণের পক্ষপাতী হইলেন। চামেলী স্বীয় মনোভাব বীরসিংহ, শশিশেখর ও কমলার নিকট প্রকাশ করিলেন ; এবং তাঁহার মৃত পিতা বধ্যভূমে তাঁহাকে যে বীরসিংহের পাণিগ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাও ব্যক্ত করিলেন। চামেলীর কথা শুনিয়া সকলে সাহ্লাদে তাঁহার বিবাহ উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুঃখের পর সুখ—প্রকৃত সুখ।

অদ্যরাত্রি এক প্রহরের পর চামেলীর সহিত বীরসিংহের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে; ব্রহ্মানন্দ স্বামী গণনা দ্বারা লগ্ন স্থির করিয়া দিয়াছেন। চামেলীর দাসদাসী তাঁহার তিনখানি নূতন বাড়ী পরিষ্কৃত করিয়া সাজাইতেছে। চামেলী এবং শশিশেখর পূর্ব্ব হইতেই আপনাপন নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতেছিলেন; অদ্য অনেক কথাবার্ত্তার পর মথুরানাথ সপরিবারে চামেলীর তৃতীয় অট্টালিকায় আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। চামেলীর বিবাহ উৎসবে যোগ দিবার জন্য মথুরানাথ গ্রামস্থ সমস্ত সম্ভ্রান্ত নরনারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে আসিয়া বিবাহ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। স্ত্রীলোকগণ ব্যস্ত হইয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, কেহ হরিদ্রা বাটিতেছেন কেহ মাখিতেছেন; কেহ রন্ধন করিতেছেন, কেহ কিছু ভক্ষণ করিতেছেন। বীরসিংহ-জননীকে (রামার মাকে) লইয়া মথুরানাথের গৃহিণী আমোদ করিতেছেন। কমলা ছায়ার ন্যায় চামেলীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছেন। তিনি কখনও চামেলীর চুল বাঁধিয়া দিতেছেন, কখনও তাঁহার সাজসজ্জা করিয়া দিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে হাসিয়া গুন্ গুন্ স্বরে গীত গাহিবার চেষ্টা করিতেছেন; আবার কখনও চামেলীকে গীত গাহিবার জন্য জেদ করিতেছেন।

সুখের দিন বড় শীঘ্র ফুরাইয়া যায়; দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্ত গমন করিলেন। শুক্লপক্ষীয় শেতাঙ্গিনী যামিনী যেন আজ চামেলীর উৎসব আলয়ে নিমন্ত্রিতা হইয়া মনোমোহিনী বেশে তথায় অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই যেন শত শত দীপ মালা চামেলীর তিনখানি দ্বিতল প্রাসাদ শিরে এবং অতিথিশালার সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণে ভৃত্যগণ জ্বালিয়া দিল। তাহা দেখিয়া প্রণয়-পিপাসু বরপাত্রীর হৃদয়াকাশে শত সহস্র দীপদামের স্নিগ্ধোজ্জল জ্যোতিশিখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে আলোকরাশি বীরসিংহ এবং চামেলীর স্মৃতি ভাণ্ডার আলোকিত করিয়া তাঁহাদিগকে অতীত ঘটনার কতপ্রকার সুখ দুঃখময় চিত্র দেখাইতে লাগিল। দিগন্তরে সে আলোকচ্ছটায় তাঁহাদের ভাবী জীবনের তমোময় দূরপথ ছটাময় হইয়া উঠিল। সে পথে

তাঁহারা কতই সুখময় দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের পূর্ব্বক্ষণ কি আনন্দময়! তাহা অমূল্য, তাহার স্বরূপ বর্ণনীয় নহে, তাহা কেবলমাত্র প্রেমিক প্রেমিকা অনুভব করিতে পারেন।

ইহ সংসারে সুখ এবং দুঃখ এ উভয় না থাকিলে সুখের স্বাদ কেহ বুঝিতে পারিত না, সুখের মূল্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারিত না। যাঁহারা প্রতিনিয়ত উপাদেয় খাদ্যে উদরপূর্ণ করিয়া স্ফটিকোজ্জ্বল প্রাসাদকক্ষে সুকোমল শয্যায় শায়িত রহিয়াছেন, তাহারা সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের ভাগ্যে সুখভোগ ঘটে না। অতি উপাদেয় বস্তু আহারেও তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ হয় না, সুকোমল শয্যায় শয়নে থাকিয়াও তাঁহারা নিদ্রা সুখ-সম্ভোগে অসমর্থ এবং নিশিদিন উপাধান বক্ষে থাকিয়াও তাঁহারা বিরাম-সুখে বঞ্চিত। ক্ষুধার্ত্তই আহারীয় বস্তুর স্বাদ অনুভব করিতে পারে, দরিদ্রই রত্নের মূল্য বুঝিতে পারে, পরিশ্রান্ত ব্যক্তিই বিরাম-সুখ-সম্ভোগের অধিকারী।

রামার মা আজ আপন হারানিধি পুত্রকে পাইয়া যে আনন্দ অনুভব করিতেছেন তাহা তিনি বীরসিংহকে না হারাইলে উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। মথুরানাথ তাদৃশ দুর্দ্দশা ভোগ না করিলে, আজ তিনি শান্তি সুখের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেন না, এবং বীরসিংহ ও চামেলী যদি প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে বিবাহের পূর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের নয়নসমক্ষে এতাধিক সুখময় চিত্র আনয়ন করিত না।

যথা সময়ে বরকন্যা আগন্তুক নরনারী দ্বারা বিবাহস্থলে নীত হইলেন এবং ব্রহ্মানন্দ স্বামীর পৌরহিত্যে বীরসিংহের সহিত চামেলীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। দম্পতির বিবাহকার্য্য রাজপুত সমাজ প্রচলিত নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল কিন্তু বঙ্গীয় ললনাগণ তাঁহাদের জন্য একখানি বাসরঘর সাজাইয়াছিলেন। বিবাহের পর তাঁহারা সকলে বর-কন্যাসহ বাসরকক্ষে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। কমলা বীরসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"জামাইবাবু, দেখিবেন, আমাদের পাত্রিটী নেহাৎ অল্পবয়স্কা এবং লজ্জাবতী, গৃহস্থলির কাজকর্ম্ম কিছুই জানে না, তুমি কিছুদিন উহার ত্রুটী ক্ষমা করিবে ঃ—"চামেলী হাস্যমুখে কমলাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"দিদি, শালফুল, ক্ষমা করিবে আমি তোমার কনিষ্ঠাভগিনী, কাজকর্ম্মে আমার ত্রুটী হইলে, ভরসা করি তুমি আমাকে সাহায্য দানে বাধিত করিবে।"

নানারূপ কথাবার্ত্তায় রমনীগণ কিছুক্ষণ আমোদআহ্লাদ করিয়া, বাসরকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কমলা বাহিরে আসিবার সময় চামেলীকে সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা শালফুল, তুমি আজ সেই সিংহ মহাশয়কে বিবাহ করিলে, কিন্তু আমরা যখন তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তখন তুমি আমাদের কথা গ্রাহ্য কর নাই কেন বল দেখি?"

চামেলী হাস্যমুখে উত্তর করিলেন—"দিদি, তবে বলি শোন, সে সময়ে শোকে দুঃখে আমার মনের অবস্থা বাস্তবিক বড় খারাপ হইয়াছিল। আমি আমার স্বর্গীয় পিতার শোকচিহ্ন একবৎসর কাল ধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। এ বয়সে একবৎসর কাল পূর্ব্বে হইতে স্বামী নির্ব্বাচন করা বড় লজ্জাজনক বোধ হইয়াছিল।"

চামেলীর কথা শুনিয়া কমলা বলিলেন,—"যাহা হউক, বোন্ তুমি খুব চাপা মেয়েমানুষ, তোমার মনের কথা বুঝিতে পারা ভার। ফলতঃ তুমি যদি পূর্ব্বে হইতে বীরসিংহকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুতা হইতে, তাহা হইলে সিংহ মহাশয় নিরেট সিংহই থাকিতেন লেখাপেড়ার ধারও ধারিতেন না।" ইহা বলিয়া কমলা হাসিতে হাসিতে চামেলীর নিকট বিদায় লইয়া কক্ষা-বহির্গত হইলেন।

———

পরিশিষ্ট

বিবাহকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে পর, চামেলী আপন ভূ-সম্পত্তি চারি অংশে বিভক্ত করিয়া, একাংশ কমলাকে, একাংশ মথুরানাথের পুত্রকে এবং একাংশ দেবসেবায় ও অতিথি সৎকার কার্য্যে অর্পণ করিয়াছিলেন ; অবশিষ্ট একাংশ মাত্র আপন অধিকারে রাখিয়া ছিলেন। মথুরানাথ ও শশিশেখর নিঃস্বার্থ-ভাবে চামেলীর বৈষয়িক কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।

পণ্ডিতপ্রবর ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে চামেলী ও বীরসিংহ আর স্থানান্তরে যাইতে দিলেন না। তাঁহাকে সযত্নে রাখিয়া নবদম্পতি তাঁহার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং অতিথি শালার ও দেবসেবার পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন।

চামেলীর নিকট তাঁহার মৃত পিতার সঞ্চিত অর্থালঙ্কারের মধ্যে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও তিনি বণ্টন করিয়া মথুরানাথকে ও শশিশেখরকে প্রদান করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তন্মধ্যে কতক টাকা লইয়া বীরসিংহ ধান্যের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শশিশেখর পূর্ব্ব হইতেই সুন্দরপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আপন পিতামাতাকে সবিশেষ সংবাদ লিখিয়া বহুযত্নে তাঁহাদিগকে স্বীয় নূতন আবাসে আনিয়া একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। চামেলী মথুরানাথের জন্য যে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা অনেকদিন শূন্য পড়িয়াছিল। তাহাতে মথুরানাথ বাস করিতে সম্মত হন নাই। পরে তাঁহার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সস্ত্রীক তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

রামার মা সৌভাগ্যক্রমে পুত্র ও ধনসম্পত্তিশালিনী পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়াছিল। কিন্তু সে মথুরানাথের পরিবার মধ্যে থাকিয়া উভয় গৃহস্থালির কার্য্য দেখা শুনা করিত।

বিশ্বস্ত পরিচারিকা মতিবালাকে চামেলী পূর্ব্বাপের স্নেহ করিতেন। চামেলী তাহার সম্মতিক্রমে একজন নাএক ভৃত্যের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দম্পতির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

HISTORICAL ALLUSIONS

Extracted from Archaeological Report No. 207 for the year 1872-73 submitted by H. L. Harrision, Esqr. Magistrate of Midnapur, to the Commissioner of the Burdwan Division.

(The report was subsequently printed by the Govt. in shape of pamphlet)

Page 3, Para 25 sequel,

"A rebellion at last occured inabout 1785 in which Jadab Chandra was supposed to be implicated, and he was seized and carried off to Calcutta where he died about 1790. It is said that he committed suicide by swallowing a diamond ring."

Para 26.

"Chattra Sing his son was formally ousted from the Zemindari some years later and given a pension of Rs 500 in 1817 which he enjoyed for many years and at his death his grandson received Rs. 250.'

Page 4 Para 28

"The remains of the ruined fort of Gurbeta remind us of its former state and of the vanished glory of the Rajas. The places where stood the large and massive gates still bear their respective names *Lal Daroja* on the north, *Hanuman Daroja* on the west, *Pesha Daroja* on the south, and *Raota Daroja* on the east. Heaps of rubbish and big stones are all that remain in *Royeoote*, where once stood the magnificient palace. The trees which adorned the ramparts have been with few exceptions destroyed, and the canon which were on the battlements were carried away by the English."

Page 4 Para 30 Sequel

"The temple of Sarbamangala is an old, spacious, high building. It is not known when and by whom it was built. Tradition says that Vikramaditya, the celebrated king of Ujein, came to this temple to invoke the spirits of Tal and Betal. The goddess satisfied with his prayers, granted him power over these spirits, and to convince him that he was actually blessed with superhunan power, told him. that whatever he would say must be fulfilled. At this the king said let the door of the temple (which was towards the south) be towards the north, and it immediately became so. This is the only temple of Hindus that stands facing towards the north. An alter still exists which is supposed to be the same one on which Vikramaditya sat when he invoked the aid of the spirits. The place is called Beta from the name of the spirit Betal."

Page 11, *Para 3*

"Raja Jadob Chandra singha, Bahadoor succeeded his father Boisnab Charan. He was also an independent Raja of the place, and used to collect tribute from other Rajas. After he had managed the affairs of his state happily and peaceably for some time the English Government wanted tribute from him. Being mild and peaceful he consented to Pay it. He had to give it through the Raja of Burdwan remitted the same to the English Government."

Para : 4

"Raja Chattra Singha Bahadoor became Raja of Bogri after the demise of his father Jadab Chandra Sing. He, like his father paid tribute to the English Government and governed his subjects ; but as he could not pay the tribute regularly every year, the English Government gave him a Mouza by the name of Bahala, having an income of 6000 (Six thousand) rupees per year. The settlement of the remaining portion of Bogri was made with others. He sustained much loss on that account. A remarkable outbreak

of the Naiks took place in Bogri in his time. They did this for the purpose of harassing English Government. The English sent a detachment of uroopsin arder to quell it, but the name of the commander is not Known. Achal Sing was the leader of the mutineers. Raja Chattra sing made himself famous by seizing and handing him over to the English soldiers. A few years after the naiks again Mutinied. The English Government sent a regiment to put it down, and it was easily suppressed. Raja Chattra Sing went to pay a visit to the Commander of the English troops but he was seized by him and carried to Hugli. The English Government made enquiries for ten years in order to ascertain whether the Raja was connected with mutny, but there was no proof to substantiate the charge. At the time of his confinement the English Government obliged him to give up his lands in Bogri and said that they would give him a pension of 6000 rupees annually, i. e. 500 rupees per month. He was also told that on his death a pension of 250 rupees per mensem would be given by them to anybody he liked. If he did not yield the lands he would forfeit them and the pension too. He had no other alternative than to submit."